নজরুল রচিত লোক সুরের গান

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

অধ্যাপক

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

449660

449660

ঢাকা
বিশ্ব... য়
গ্রন্থাগার

এম.ফিল গবেষক

আহমাদ মায়া আখতারী

শিক্ষাবর্ষ ২০০২-২০০৩

রেজিস্ট্রেশন নম্বর - ২৭

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'নজরুল রচিত লোক সুরের গান' এই অভিসন্দর্ভ পত্রে আমার জানামতে পূর্বে কোন গবেষক এ গবেষণা কাজটি করেন নাই। আন্তর্জাতিক কোন পত্র-পত্রিকাতে আমি এই অভিসন্দর্ভ পত্রের কিয়দংশও প্রকাশ করি নাই।

(আহমাদ মায়া আখতারী)
এম. ফিল. গবেষক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449660

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ডক্টর মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী, এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, 'নজরুল রচিত লোক সুরের গান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজ হস্তে সম্পন্ন করেছি।

এটি আংশিক অথবা পূর্ণাঙ্গভাবে কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়নি।

449660

ডক্টর মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(আহমাদ মায়া আখতারী)
এম. ফিল. গবেষক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ঢাকা
বিশ্ব... লয়
গ্র...

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ভূমিকা [১]

প্রথম অধ্যায় :

নজরুল রচিত লোক সুরের গান [৩-৬]

দ্বিতীয় অধ্যায় :

নজরুল রচিত লোক সংগীতের উৎস ও পটভূমি [৭-১১]

তৃতীয় অধ্যায় :

নজরুল রচিত লোক সংগীতের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা [১২-৪৮]

ক. লেটো গান

খ. ঝুমুর

গ. বাউল

ঘ. ভাওয়াইয়া

ঙ. ঝাপান বা বেদে-বেদেনীর গান

চ. কাজরী

ছ. কীর্তন

জ. হোরি

ঝ. ছাদ পেটানো গান

ঙ. চৈতি

চ. গ্রাম্য সুরের গান

449660

ঢাকা
বিশ্ব...
গ্র...

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় :

নজরুল রচিত লোক সংগীতের সুর ও বাণীবৈচিত্র্য এবং সুরের স্বাতন্ত্র্য [৪৯-৫৮]

পঞ্চম অধ্যায় :

বাংলা সংগীতে নজরুলের লোক সুরের অবদান [৫৯-৬০]

ষষ্ঠ অধ্যায় :

নজরুল ইন্সটিটিউট সংগৃহীত নজরুল রচিত লোক সংগীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকা [৬১-৬৮]

সপ্তম অধ্যায় :

রশিদুন্ নবী সম্পাদিত নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র গ্রন্থে উল্লেখিত লেটোগানের তালিকা [৬৯-৯৯]

অষ্টম অধ্যায় :

449660

আবদুল আজীজ-আল-আমান সম্পাদিত 'নজরুলগীতি – অখণ্ড' গ্রন্থে লোকগীতি পর্যায়ের গানের তালিকা [১০০-১১০]

নবম অধ্যায় :

নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত নজরুলের লোক সংগীতের স্বরলিপি [১১১-২৭৩]

১. আকাশে হেলান দিয়ে

২. আমি কূল ছেড়ে

৩. আর্শিতে তোর নিজের রূপই

৪. উপল নূড়ির কাঁকন চুড়ি

৫. নদীর এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে

৬. এস ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে

৭. ও কূল ভাঙ্গা নদীরে

৮. ওরে গো-রাখা রাখাল

৯. ওরে রাখাল ছেলে বল

Dhaka University Institutional Repository

১০. কত নিদ্রা যাওরে কন্যা

১১. কালা এত ভালো কি হে

১২. কুনুর নদীর ধারে

১৩. কুচ বরণ কন্যা রে তার

১৪. কে দিল খোঁপাতে

১৫. গেরুয়া রং মেঠো পথে

১৬. গগনে পবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রং

১৭. চাঁপা রঙের শাড়ি আমার

১৮. চোখ গেল

১৯. ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে

২০. ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে

২১. তোমার আসার আশায়

২২. তোমার কূলে তু'লে বন্ধু

২৩. তোর রূপে সই গাহন করে

২৪. নাচের নেশার ঘোর লেগেছে

২৫. নিশি পবন! নিশি পবন ফুলের

২৬. পদ্মার ঢেউ রে!

২৭. বন বিহঙ্গ! যাওরে উড়ে

২৮. বনের হরিণ আয়রে

২৯. বাঁশী বাজায় কে কদম তলায়

৩০. মহুল গাছে ফুল ফুটেছে

৩১. মেঘ বরণ কন্যা থাকে

৩২. মেঘলা নিশি ভোরে

৩৩. সাপুড়িয়ারে বাজা বাজা

৩৪. সোনার বরণ কন্যা গো

৩৫. হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা

৩৬. ওরে নীল যমুনার জল

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায় :

নজরুলের লোক সংগীত পরিবেশন শিল্পীর সাক্ষাৎকার [২৭৩-২৮৬]

নজরুলের গানের পাণ্ডুলিপি [২৮৭-২৯১]

পরিশিষ্ট [২৯২]

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি [২৯৩-২৯৪]

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সংগীতাকাশে নজরুল একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলা গানের প্রতিটি পর্যায়েই ছিল তার অবাধ বিচরণ। রাঢ় বাংলার লেটো গান থেকে শুরু করে স্বদেশ, ইসলামী, গজল, ভজন, রাগাশ্রয়ী, লোকাঙ্গিক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার সাক্ষর অর্থাৎ নজরুল-সংগীত হচ্ছে বাংলা গানের 'অনু বিশ্ব'। বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমস্ত সংগীতের প্রধান দুটো ধারা হচ্ছে রাগ সংগীতে ধারা এবং লোক সুরের ধারা। লোক সংগীত হচ্ছে মানুষের আত্মার গান, মাটির গান, শিকড়ের গান, নদীর গান, প্রকৃতির গান। এর ইতিহাস অতি প্রাচীন। রাঢ় বাংলায় সাঁওতাল অঞ্চলের খুব কাছেই নজরুলের জন্ম। তাই খুব ছোট বেলা থেকেই গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি, আচার তাঁর রক্তে মিশে গিয়েছিল। সেখানকার সাঁওতালদের জীবন-যাত্রা, পালা-পার্বন, উৎসব অর্থাৎ তাদের ট্রাডিশনাল বা ঐতিহ্যবাহী গান ঝুমুর কবিমনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বর্ধমান জেলাতেও লোকগানের খুব প্রচলন ছিল। প্রচলিত লেটোগানের মাধ্যমেই কবির সংগীত জীবনের শুরু অর্থাৎ শুরুটা হয়েছিল তাঁর লোক সংগীতের আঙ্গিকেই। পরবর্তীতে কবি মানসে বাংলাদেশের প্রকৃতি, নদী-নালা, মাঝি-মাল্লার গান ইত্যাদি কবিকে আলোড়িত করেছিল। সৃজনশীল সংগীত প্রতিভার শেষ দিকে তাই লোক ঐতিহ্যভিত্তিক সংগীত সৃষ্টির নৈপুণ্যে তিনি মেতে উঠেন। লোক সংগীত ধারার প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করেছেন – সৃষ্টি করেছেন প্রাণস্পর্শী বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, কাজরী, চৈতি প্রভৃতি অঙ্গের গান। পশ্চিম বঙ্গের ঝুমুর গান আর পূর্ব বঙ্গের ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া গানকে তিনি তাঁর সংগীতের ঝুলিতে পাশাপাশি স্থান দিয়ে বাংলার পূর্বপ্রান্তদেশ ও পশ্চিম প্রান্তকে একসূত্রে গেঁথেছেন। তাঁর বিশাল সংগীত ভাণ্ডারে লোক সুরের আঙ্গিকে রচিত গানের সংখ্যা তুলনায় কম হলেও তা আপন আদর্শে, আপন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, সমুজ্জ্বল। নজরুল সংগীতের এই লোক সুরের গানগুলো আমাকেও ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে গবেষণা হয়েছে। আমি নজরুলের লোক সংগীতের অঙ্গণে কিছুটা প্রবেশ করতে চেয়েছি আমার এই গবেষণার মাধ্যমে।

এই গবেষণা পত্রে দশটি অধ্যায়ে নজরুল রচিত লোক সুরের গান, উৎস পটভূমি, গানের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা (লেটো, ঝুমুর, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ঝাপান, কাজরী, কীর্তন, ছাদ পেটানো গান, হোলী, চৈতি) নজরুল রচিত লোক সংগীতের সুর ও বাণী বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য এবং সুরের স্বাতন্ত্র,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সংগীতে নজরুলের লোক সংগীতের অবদান, গানের তালিকা, নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক লোক সংগীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকা, বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পীর সাক্ষাৎকার ও আলোচনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়াও নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত নজরুলের লোক সংগীতের স্বরলিপি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা লোক সংগীতের সুর বিশ্লেষণে সহায়ক হবে এবং জানা যাবে নজরুল কিভাবে লোক সুরের ভাবদর্শন তাঁর গানে প্রয়োগ করেছেন। এই গবেষণার কাজ সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। গবেষণা কাজটি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে তার মূল্যবান উপদেশ ও তথ্য দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ায় আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় জনাব এ.এফ.এম. মোফাজ্জল হোসেন তারিক-এর কাছে যিনি সর্বতভাবে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। নজরুল ইন্সটিটিউট এবং নজরুল ইন্সটিটিউটের সহকারী লাইব্রেরীয়ান তামান্না আনওয়ার-এর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ লাইব্রেরী ব্যবহারে এবং তথ্য সংগ্রহে যথাযথ সহযোগিতা করার জন্য। নজরুল ইন্সটিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম আমাকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে গবেষণার গতিকে ত্বরান্বিত করেছেন আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া নীলুফার ইয়াসমীন স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী পাঠাগার, পাবলিক লাইব্রেরীর সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, নজরুল সংগীত শিল্পী যাঁরা আমাকে তাঁদের মূল্যবান সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, নজরুল ইন্সটিটিউটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যারা আমাকে সাহায্য করেছেন, যে সব গবেষকের গ্রন্থ-পত্র-পত্রিকা থেকে আমি সহায়তা গ্রহণ করেছি তাঁদের সকলের প্রতি এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নজরুল রচিত লোক সুরের গান

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সংগীত জগতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। একাধারে তিনি সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত স্রষ্টা। তিনি সংগীত রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। বাংলা সংগীতের ধারায় তাঁর বৈচিত্র্যেময় সুর নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর আর কোনো সংগীত রচয়িতার কর্মে বাণী ও সুরের এমন বিস্ময়কর বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সর্বপরি তিনি তাঁর সংগীত রচনার মাধ্যমে একটি যুগ সৃষ্টি করেছেন। সংগীত নিয়ে তিনি বহু ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। নজরুল রচিত লোকগীতি ঢঙ এবং গানগুলো তাঁর অনন্য সৃষ্টির এক বিশিষ্ট ধারার অন্তর্গত।

লোকসংগীত হচ্ছে প্রাচীন সংগীত। গ্রাম্য জীবন, প্রকৃতি এবং সমর্পিত হৃদয়ের অকপট আনন্দ, অনির্দেশ্য বেদনা উপাদান নিয়েই লোক সংগীত রচিত। এই গীত সৃষ্টির মূলে রয়েছে একটি বিশেষ অনুভূতি প্রাকৃতিক পরিবেশের অনাড়ম্বর পটভূমি। এরমধ্যে রয়েছে মাঝি, চাষী, তাঁতী, কুমার, জেলে প্রভৃতি গ্রাম সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মনের কথা। লোকমুখে প্রচলিত সংগীতও লোক সংগীত। লোক সংগীতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের গান আছে। যেমন : বাউল, টুসু, ভাদু, ঘেটু, ভাওয়াইয়া, চটকা, গম্ভীরা, গাজন, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, কাজরী, চৈতি, মুর্শিদী ইত্যাদি লোক সংগীত কতগুলি বিশেষত্ব আছে। যেমন : শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো লোক সংগীত শিক্ষার কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। স্বভাব দক্ষতা অর্থাৎ কেবলমাত্র কানে শুনেই এই সংগীতে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হয়েছে। লোক সংগীতের বাণীও মৌখিকভাবে রচিত, কেননা বেশিরভাগ সময় এর রচয়িতাগণদের অক্ষরজ্ঞান থাকে না। কোন বিশেষ অনুভূতি বা প্রেরণা গ্রাম্য কবিদের কণ্ঠে স্বতস্ফূর্ত বাণী যুগিয়েছে। তাই এর মধ্যে অকৃত্রিমতা বা কল্পনা নাই। এই সংগীত গ্রাম্য সমাজের সমাজ জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। বিচিত্র সামাজিক জীবনের জন্য বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে লোক সংগীত বৈচিত্র্যময়। বিশেষ করে বাংলাদেশের লোক সংগীত বিষয়, ভাব, রস, সুরের দিকে দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাতেও বিশেষ কতগুলি লোক সংগীত বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সেগুলিকে 'আঞ্চলিক সংগীত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন : পূর্ববঙ্গের জারি, সারি, ভাটিয়ালি। উত্তর বঙ্গের গম্ভীরা ভাওয়াইয়া পশ্চিম বঙ্গের ভাদু,

Dhaka University Institutional Repository

ঝুমুর ইত্যাদি। নজরুল ইসলাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে লোক সংগীতের বিভিন্ন ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। নজরুলের লোক সুরের গানগুলোকে আমার এ গবেষণাপত্রে কখনো লোক সুরের গান, কখনো লোকাঙ্গিক গান, গ্রাম্য সুর বা পল্লী সুরের গান ইত্যাদি ভাষায় ব্যক্ত করেছি যা লোক সংগীতের বিভিন্ন লোকজ উপাদান, প্রকৃতি, মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে রচিত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, লোকজ উপাদান এবং গ্রাম্য সংগীতের আদল ও আবহে রচিত নজরুলের এসব গান যে কোন মানুষকে আকর্ষণ করে। প্রাচীন লোক সংগীতের আদল ও অঙ্গিক অবলম্বনে নজরুল যে গানগুলো সৃষ্টি করেছেন তারমধ্যে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, ঝাপান, বাউল, কাজরী, বেদে-বেদেনীর গান প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর গান রয়েছে। তবে সংখ্যার দিক থেকে ঝুমুর ও ভাটিয়ালি শ্রেণীর গানই বেশি। নজরুল তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও পরবর্তীকালে নানা সময়ে বিভিন্ন কারণে বাংলার বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সুস্থ অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে থাকাকালীন নদী মাতৃক এদেশের সুশীতল ছায়াঘেরা প্রান্তর, মাঝি-মাল্লার গানে একাত্ম হয়ে তিনি পল্লী সুরের আধারে বহু সংগীত সৃষ্টি করেছেন। কবি পশ্চিম বঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যা সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না। তাঁর জীবনেও কবি মানসে এর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ফলে সাঁওতালি গীতছন্দের ঝুমুর গান নজরুল সংগীতে একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। লোক সাংগীতের প্রতি কৈশোর থেকে তাঁর আকর্ষণ ছিল এবং তার শুরুটা ছিল লেটো গান থেকে। লেটো গান বর্ধমান অঞ্চলের অন্যতম লোক সংগীত। ছেলেবেলায় যখন তিনি লেটো দলে যোগ দেন সেই সময় থেকেই রাঢ় বাংলার লোক সংগীত তাঁর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া আর পশ্চিম বাংলার ঝুমুর গান অবলম্বনে বহু সংখ্যক গান রচনা করে নজরুল তাঁর সৃজন ক্ষমতার সাক্ষর রেখেছেন। সৃজনী বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যেমন সংখ্যার দিক থেকেও তেমনি নজরুলের লোক সংগীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যদিও নজরুল সংগীতের সঠিক সংখ্যা কত এ প্রশ্নের সমাধান হয়নি। নজরুল নিজেই একবার মুজাফফর আহমদকে বলেছিলেন তাঁর গানের সংখ্যা 'প্রায় সাড়ে তিন হাজার'। ১৯৯৭ সালের জুন মাসে কল্পতরু সেনগুপ্তের সম্পাদনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি 'নজরুল-গীতি সহায়িকা' বইখানি প্রকাশ করেছে। তাতে তালিকাভুক্ত গানের সংখ্যা দেওয়া আছে ৩০৯২। কিন্তু এই তালিকায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। যদিও গ্রন্থের শেষে শুদ্ধিপত্রে প্রকাশ আছে, তাতে নির্দিষ্টভাবে দশটি গান নজরুল সংগীত নয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ৫টি গানকে দু'বার উল্লেখের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সম্পাদক আরো জানিয়েছেন, ৬০ (ষাট)টির বেশি নজরুল সংগীতের কথা জানা গেছে যা পরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

সংস্করণে তালিকভুক্ত করা হবে। ১৯৭৮ সালে কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে আবদুল আজীজ-আল-আমান-এর সম্পাদনায় ২,১১১টি গানের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় নজরুল-গীতি অখণ্ড নামে। এই সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় এবং ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে এই প্রকাশনা সংস্থা উক্ত সংকলনের তৃতীয় পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের সম্পাদনায়। এতে ২৫০৪টি গানের বাণী সংকলিত হলেও ৩টি গান বাদ দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ করেছেন এবং সে মোতাবেক গানের সংখ্যা ১৫০১টি। ২০০৬ সালে নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত হয়েছে নজরুল সংগীতের সর্বোচ্চ সংখ্যক গানের সংকলন 'নজরুল সংগীত সমগ্র'। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৩,১৬৩টি গান। এটি সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট নজরুল বিশেষজ্ঞ ও নজরুল সংগীত শিল্পী এবং শিক্ষাবিদ রশিদুন্ নবী। কবির প্রায় ৪০০ লোটোগান এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদিও সম্পাদক নজরুল গানগুলোকে কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ে ভাগ করেন নি এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবেই গানগুলির কোনো পর্যায় ভাগ করা হয়নি। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ সংগীতজ্ঞের সহায়তায় জটিল এই কাজটি সম্পাদন করার চেষ্টা করব।' তবে, এই গ্রন্থটিই এ যাবৎকালের সংগৃহীত সমস্ত নজরুল সংগীতের শুদ্ধ বাণী নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ। আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি অখণ্ড' গ্রন্থে তিনি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন। যেমন : কাব্য-গীতি, রাগপ্রধান, ইসলামী গান, ভক্তিগীতি, লোকগীতি, দেশাত্ববোধক, হাসির গান, নাট্যগীতি ইত্যাদি। এরমধ্যে লোকগীতি পর্যায়ে তিনি ১৩৭টি গান তালিকাভুক্ত করেছেন। তিনি নজরুলের কীর্তনাঙ্গের গানগুলোকে লোকগীতি পর্যায়ে রাখেন নি, ভক্তিগীতি পর্যায়ে বেশীর ভাগ কীর্তনাঙ্গের গান রেখেছেন তার সংখ্যা প্রায় ৪৯টি। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের, সুরের বৈশিষ্ট্যের অথবা কাব্যিক গুনাগুণের কারণে তিনি কীর্তন, হোরী, বাউল বা ভাটিয়ালি, লোকা পর্যায়ের গানগুলোকে ভক্তিগীতি, কাব্যগীতি, হাসির গান, রাগপ্রধান গান ইত্যাদি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গানগুলোর একটি তালিকা আমি আমার থিসিসে উপস্থাপন করেছি 'নজরুল-গীতি অখণ্ড' গ্রন্থ অবলম্বনে। রশিদুন্ নবী সম্পাদিত 'নজরুল-সংগীত সমগ্র' গ্রন্থে তিনি প্রায় ৪০০টি লেটোগান অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই গানগুলো অবশ্যই লোকাঙ্গিক পর্যায়ের গান। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নজরুলের লোক আঙ্গিকের গানের সংখ্যা প্রায় ৬৫০ (ছয় শত পঞ্চাশ)।

কাজী নজরুলের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে তাঁর গ্রাম চুরুলিয়ায়। পরবর্তীতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পল্টনে যোগ দিয়ে করাচির ব্যারাকে তিনি অবস্থান করেছেন কিছু সময়। তারপর তিনি চলে আসেন কলকাতায়। লোক জীবন ও লোক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে সঞ্চয় তা আহরিত হয়েছিল বলা যায় পল্টন পূর্বকালেই। পরবর্তী সময়েও তিনি গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন স্থান ঘুরেছেন, গ্রামের মানুষের সাথে মিশেছেন এবং তাঁর সঞ্চয় ভাণ্ডারে যুক্ত করেছেন আরো অনেক লোকজ ঐতিহ্য।

তাঁর মৌলিক সংগীত প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে ১৯২১ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ সময়ে তিনি প্রচুর স্বদেশী উদ্দীপনামূলক গান রচনা করেন। ১৯২৬-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ নজরুল মৌলিক সৃজনশীল সংগীত প্রতিভা এক অীবস্মরণীয় সৃষ্টিতে মেতে ওঠেন। তিনি বাংলা গজল রচনা শুরু করেন। ১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি সৃজনশীল সংগীত প্রতিভার নতুন আরেকটি ধারার সৃষ্টি করেন। এ সময় তিনি হিন্দু ভক্তিমূলক এবং ইসলামী গান রচনা শুরু করেন। নজরুল সংগীত রচনার চতুর্থ পর্যায়ে তাঁর আধুনিক ও লোক ঐতিহ্যভিত্তিক সংগীত সৃষ্টির নৈপুণ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ সময় তিনি বাউল গান, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, কাজরী, সাওতালী গান, ঝাপান বা বেদে বেদেনীর গান রচনা করেন। বৈচিত্র্য যে নজরুলের সংগীত রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা এই লোক সংগীতানুগ রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নজরুল রচিত লোকজ সুরের গানগুলো একদিক যেমন কাব্য মাধুর্যে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি সুর লালিত্যে ভরপুর।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুল রচিত লোক সংগীতের উৎস ও পটভূমি পর্যালোচনা

পূর্বেই উল্লেখ্য যে, কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম পশ্চিম বঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামে যা সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকার কাছাকাছি। যার ফলে তাঁর জীবন ও কবি মানসে এর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাঢ় বাংলার অত্যন্ত প্রচলিত সাঁওতাল ছন্দের ঝুমুর গান নজরুলকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, আন্দোলিত করেছে তাঁর মন যার প্রভাব আমরা দেখতে পাই নজরুল রচিত ঝুমুর গানে।

কিশোর বয়স থেকেই নজরুলের মধ্যে কবিত্বের প্রকাশ দেখা যায়। নজরুলের গীতি কবিসত্ত্বা প্রকাশ পায় বাল্যকালে লেটোদলে থাকাকালীন সময়ে। লেটো গান চুরুলিয়া তথা বর্ধমান জেলার আঞ্চলিক লোকগীতি এবং ঐ বিষয়ে তাঁর হাতেখড়ি হয় চাচা বজলে করিমের কাছে।[১] নজরুলের বাবা মারা যাওয়ায় তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিপর্যয়ের কারণে মাত্র ১২/১৩ বছর বয়সে তাঁকে পরিবারের ভার গ্রহণ করতে হয়। তিনি নজরুলের কবি প্রতিভা লক্ষ্য করে তাঁকে লেটো গান লিখতে উৎসাহিত করেন। সে সময় রাঢ় বাংলার লোক সংগীত নজরুলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। নজরুলের বাল্য জীবনের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে আনওয়ারুল ইসলাম লেখেন,

> 'বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না, তাই নজরুলও এইসব লেটোর দলে গান এবং নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর বয়স তখন ১২/১৩ বছর মাত্র অথচ এ সময়ের রচনা তাঁর এত ভালো হতে লাগল যে তিনি ক্রমে নিমাশা, চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিনটিই লেটো নাচের দলে নাটক রচনার ভার পেলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও মেঘনাদবদ নামে একটি নাটক রচনা করেন।'[২]

---

১ পিতৃতুল্য মুন্সি বজলে করিম ছিলেন পেশাদার লেটো দলপতি এবং লেটো গানের বড় ওস্তাদ। তিনি পালা রচনা ও পরিবেশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতেন। বংশ পরম্পরায় এবং পারিবারিক সূত্রে লৌকিক পালা গানের রীতি প্রকরণ গান পাগল বালক নজরুলকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

২ আনওয়ারুল ইসলাম, 'নজরুলের বাল্যজীবন' কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১, কলকাতা। পৃ. ৩৪-৩৫। (আনওয়ারুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলামের ফুফাতো ভাই)।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের উক্তি,

> 'মাথরুন স্কুল ত্যাগের পর নজরুলের ভবঘুরে জীবন আবার শুরু হয়। সম্ভাবত এ সময় তিনি বাসুদেবের কবি দলের জন্য গান, পালা ইত্যাদি লিখে সুর দিয়ে দিতেন। কখনও কখনও ঢোলক বাজিয়ে আসরে গানও করতেন।... কবি বাসুদেবের মহড়ায় নজরুলের গান শুনে বর্ধমান আণ্ডাল ব্রাঞ্চ রেলওয়ের একজন গার্ড মুগ্ধ হন এবং নজরুলকে একটা অদ্ভুত চাকরী দেন।'[৫]

নজরুল ইসলাম যখন ১৯১৭ সালে বাঙালি পল্টনে যোগদান করার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন সেই সময় লেটো দলের আকাশে দেখা দেয় অমানিশার অন্ধকার। এ প্রসঙ্গে শেখ আজিবুল হকের বক্তব্য,

> 'তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ওস্তাদের অভাব ঘরে ঘরে ওঠে রোদন ধ্বনি। কেউ কেউ গাইতে থাকে মনের খেদে, দুঃখে–
>
> আমরা অধীন হয়েছি ওস্তাদহীন
> তাই নিশিদিন ভাবি বিষাদ মনে।
> নামেতে নজরুল ইসলাম
> কি দিব গুণের প্রমাণ
> না পাই সন্ধান কোন খানে।'[৬]

নিমশার লেটোদল তাঁকে ওস্তাদ বলে গণ্য করতেন। ১৯১৯ সালে নজরুল বিশ্বযুদ্ধ শেষে ফিরে এসে কলকাতায় অবস্থান করেন, গ্রামের জীবনে আর ফিরে যাননি। এরূপ অবস্থার কথা স্মরণ করে নিমশার লেটো দল নজরুলের বিরহে গান রচনা করেন। এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় নজরুলের লেটো জীবনের পরিধি ১৯০৮–১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ সময়েই লেটো গান রচনা করার মাধ্যমে তাঁর ভেতর কবিতা ও গান রচনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। আর হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিকে জানার, উদারভাবে গ্রহণ করার দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করার পটভূমিও রচিত হয়েছিল। নজরুল জীবনে ও নজরুল রচনায় লেটোগানের প্রভাব কি ও কতখানি এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন,

---

৫ রফিকুল ইসলাম, 'কাজী নজরুল ইসলাম : নজরুল অ্যালবাম' নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : ১৯৯৪। পৃ. ১১।

৬ শেখ আজিবুল হক, 'নজরুল সাহিত্যের এক অনালোচিত অধ্যায়', নজরুল একাডেমী পত্রিকা, নবম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০০। পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

> 'নজরুলের কবি ও সংগীতজ্ঞ জীবনের শুরু লেটোদল থেকেই। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নজরুলের যোগ... .াগ সম্ভবতঃ লেটো দলের জন্য পালা রচনা করতে গিয়েই হয়েছিল। এ ছাড়া তাৎক্ষণিক কবিতা ও গান রচনা করার কৌশল তিনি কিশোর বয়সে লেটোর আসরেই রপ্ত করেছিলেন। সুতরাং নজরুলের লেটো জীবনকে তাঁর কবিতা ও সংগীতজ্ঞ জীবনের শিক্ষানবিশী কাল বলা যেতে পারে।'[৭]

এই লেটো দলে থাকাকালীন নজরুল বাঁশী, তবলা ও হারমোনিয়াম বাদনে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে তা স্পষ্টই অনুভূত হয়,

> 'লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো হারমোনিয়ামের পর্দায় যেন সাপের মতে খেলে বেড়াত, শ্রোতার মানস লোকে চমক দিল ঘন মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত। কবি নজরুল আঁড় বাঁশী, পিকল, মোহন বাঁশী ভালো বাজাতে পারতেন। ... তাঁর বাঁশীতে মুগ্ধ হতো না এমন লোক দেখিনি।'

নজরুলের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, নজরুল হঠাৎ করেই সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হননি। ছোট-বেলা থেকেই তাঁর অন্তরে লোক সংগীতের বীজ বপণ করা হয়েছিলো। নজরুলের রক্তের মধ্যেই লোক সংগীতের ধারাটি অন্তর্নিহিত ছিল। নজরুলের অন্তরের এই গান-পাগল সত্তাটির কথা অনেকেই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে শৈলজানন্দ লিখেছেন,

> 'আমি সেই নজরুলকে চিনি যে নজরুল পাশের গ্রামের বাসন্তী পুজোর সময় ভাঙা একটা পাঁচিলে উপর বসে যাত্রাগান শুনছে, যে নজরুল লেটোর দলে বসে ঢোলক বাজাচ্ছে। যে নজরুল সুর করে রামায়ণ পড়েছে, মহাভারত পড়ছে।'

গান গাওয়া, বাঁশী বা ঢোলক বাজানো কারো কাছে শেখেননি নজরুল, এগুলো তাঁর সহজাত স্বভাবলব্ধ প্রতিভা। প্রাণতোষ চট্টপাধ্যায় জানিয়েছেন,

> 'বাল্য বয়স থেকেই লৌকিক নানা রঙের সংগীত নজরুলকে কেমন পাগল করে তুলত। কথকতা, কীর্তন, যাত্রা গানের আসরে তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রায় অবধারিত।'

নজরুল মানসে প্রতিনিয়তই আহরিত হয়েছে লোকজ উপাদান যেখানে যখন তিনি আহরণ করেছেন সেখান থেকে অবচেতন মনে অথবা জ্ঞানত তিনি আহরণ করেছেন সংগীত কলা। এ প্রসঙ্গে আবদুল আজীজ আল আমান তাঁর নজরুল-গীতি অখণ্ড গ্রন্থে বলেছেন,

---

[৭] শেখ আজিবুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

'... তার চেয়ে বেশী আহরণ করেছেন চারপাশের সুরের গুঞ্জরণ থেকে। এ গুঞ্জরণ ভেসে এসেছে কোন কলাবিদের কাছ থেকে নয় – নিতান্ত অজানা কোন পথচারীর নিকট থেকে, হয়তো ভিখারির কণ্ঠ থেকে, মাঝি-মাল্লা বা রাখালের কাছ থেকে, অথবা রাস্তায় বসে যে কাওয়াল রুজি সংগ্রহ করে তার কাছ থেকে।'

আমরা জানি কবি চট্টগ্রাম এবং সন্দীপে বেড়াতে গিয়ে অনেক ভাটিয়ালি এবং সাম্পানের গান রচনা করেছিলেন। অসাধারণ এসব গান রচনা এবং সুর সৃষ্টির পিছনে মাঝি-মাল্লাদের অবদান অনস্বীকার্য। এভাবে সুর সংগ্রহ নজরুল সংগীতের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এভাবে তিনি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সুর আহরণ করে তাঁর সংগীতকে করেছেন আরো সমৃদ্ধ মহিমান্বিত।

প্রথম জীবনে লেটো গানের মাধ্যমে সংগীত জীবনের শুরু হলেও মধ্যখানে তিনি সংগীত নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মৌলিক সৃজনশীল সংগীত প্রতিভা এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টিতে মেতে ওঠেন এবং সৃজনশীল সংগীত প্রতিভার শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ খিস্টাব্দ থেকে ৩০ দশকের শেষ পর্যন্ত আবার লোক ঐতিহ্যভিত্তিক সংগীত সৃষ্টির নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। এ সময় তিনি বাউল গান, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, কাজরী, সাওতালী গান, ঝাপান বা বেদে-বেদেনীর গান রচনা করেন। ঝাপান শ্রেণীর গান রচনার জন্য তিনি বেদে-বেদেনীর জীবনযাত্রা বা সংগীতের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য শহর ছেড়ে বেদে সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রায় দিন দশেক এই যাযাবর সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থান পর্যন্ত করেছেন। প্রাচীন এই নৃ গোষ্ঠীর সংগীতের লোকজ ধারা আত্মস্থ করে তাঁর গীতভুবন আরও সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুল রচিত লোক সংগীতের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা

নজরুল রচিত লোক সুরের ভাণ্ডারও এক বিশাল আধার। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

ক. লেটো গান

নজরুলে সংগীত জগতে অনুপ্রবেশেই লেটো গানের মধ্য দিয়ে। এই লেটো সংগীত এক প্রকার লোকগীতি।চুরুলিয়া তথা বর্ধমান জেলার আঞ্চলিক লোকগীতি হচ্ছে লেটোগান। অবশ্য শুধুমাত্র বর্ধমান নয়, পার্শ্ববর্তী বীরভূম, হুগলি, নদীয়া জেলাতেও এ গানের প্রচলন ছিল। বর্ধমান বীরভূম জেলায় আজও এ গান প্রচলিত আছে।

নাট্য থেকে লেটো শব্দের উৎপত্তি বা উদ্ভব। নাট্য>নাট, নাট+উয়া (স্বার্থে)=নাটুয়া> নেটো > লেটো। যে গানে নাট্যের ভাব আছে, তাই লেটো গান। অর্থাৎ এ গানে অভিনয়াদি সহযোগে পারিবেশিত হয়। শুধুমাত্র অভিনয় নয় এর মধ্য নাচ ও বাদ্যের স্থানও আছে। অর্থাৎ কথায় গান, নাচ ও অভিনয় ও বাদ্য সমন্বয়ে লেটো গান মিশ্ররীতির সংগীত ধারা। লেটো সংগীত এক প্রকার দলীয় সংগীত যা উন্মুক্ত মঞ্চে রাতভর পরিবেশিত হয়। প্রধানত মুসিলম কৃষক সমাজ এসব গানের সমঝদার ও ভোক্তা, তারাই গানের দল গঠন করে গান রচনা করে। অবসরকালে মেলাদি অনুষ্ঠানে গানের আয়োজন করে। গ্রামের কিশোর, তরুণ, যুবকরাই মূখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। নাচ, গান, অভিনয় ও বাদ্যের শিল্পীসহ দশ-বার জনের সমন্বয়ে লেটো গানের দল গঠিত হয়। দলের প্রধানকে গোদাকবি বলে। তিন-চার জন কিশোর ও তরুণ যুবা শাড়ি-গয়না পরে নটি সাজে এবং আসরে প্রয়োজনমত একক বা যৌথ গান গায়। তাদের নাম সখি, বাঈ বা ছোকরা। গান রসের মাঝে হাস্যরসের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য একজন কৌতুকাভিনেতা থাকে তাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'সঙদার' বলে। পালাগানের মূল অংশ অভিনয় করার জন্য যারা কুশীলব হিসাবে থাকে তাদের পাঠক বলে। এখানে বিবেক নামে অপর একটি চরিত্র থাকে। সে সংকট মুহূর্তে এসে বিবেকের গান গায়। দলে একজন অল্প বয়সের সুশ্রী বালক থাকে সে প্রয়োজন মতো কিশোর বা কিশোরী সেজে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক মজাদার সংলাপ বলে অভিনয় করে তার নাম ব্যাঙাচি।[৮]

---

৮ ওয়াকিল আহমদ, 'নজরুল : লেটো ও লোক ঐতিহ্য' নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনন্দিন সংসার জীবন, দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক পৌরাণিক কাল্পনিক নানা কাহিনী নিয়ে ছোট-বড় পালা লেখা হয়। এসব দৈনন্দিন জীবনের ঘটে যাওয়া সুখ-দুঃখের কাহিনীই এই লেটো গানের বিষয়বস্তু।

নজরুলের লেটো গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শকুনি বধ, চাষার সঙ, রাজপুত্র, আকবর বাদশা, মেঘনাদ বধ, দাতাকর্ণ, কবি কালিদাস, কবির লড়াই, রাধা বিনোদ, বৌ-এর বিয়ে, আজব বিয়ে, জেলে-জেলেনী ইত্যাদি।

নিম্নে নজরুলের কয়েকটি লেটো গানের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. আসর বন্দি আগে নামেতে তোমার
তোমার শত পাক নামেতে রাখি চারিধার।

– আসর বন্দনা।[৯]

২. কেমন ওস্তাদ হে তুমি
দেখবো আজ সভাস্থলে
ভীত হবে তোর ঐ দক্ষে
যে হবে কচি ছেলে।

– কবির লড়াই (ঠেস গান)

[কবির লড়াইয়ের আঞ্চলিক নাম ঠেস গান। 'ঠেস' দেশজ শব্দ, অর্থ খোটা, কটাক্ষ, বক্রোক্তি প্রভৃতি। প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন এবং নিজেকে শক্তিশালী ভেবে আক্রামণাত্মক যে গান রচনা হয় তাকে ঠেস গান বলে।]

৩. শিবা হয়ে পরাজিতে পশু রাজে সাধ!
জ্ঞান নাই কি তোর কাণ্ডা কাণ্ডা হয়েছিল উন্মাদ।

– শকুনি বধ।

৪. চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে ॥

... ...

---

৯ মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, 'গ্রামীণ নাটক, লেটোগান' লোক সংস্কৃতি গবেষণা, ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ–চৈত্র, ১৪০২। পৃ. ২৮৫-৩০০।

নামাজে জমি 'উগালে'
রোজাতে জমি 'সামালে'
কালেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে ॥[১০]
– চাষার সঙ

খ. ঝুমুর

পশ্চিম বঙ্গের সন্নিহিত ছোট নাগপুরের পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যে লৌকিক পদাবলী বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর অনুকরণে গাওয়া যায় সেই বিশেষ শ্রেণীর গানগুলো সাধারণভাবে ঝুমুর নামে পরিচিত। রাধা কৃষ্ণের কাহিনী ছাড়াও ঝুমুর গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে রামায়ণ, মহাভারতের, সাঁওতালের যৌথ জীবনযাত্রার ছন্দ। উৎসব প্রবণতা, দৈনন্দিন অভাব-অনটন প্রভৃতি প্রসঙ্গ। রামায়ণ মহাভারত কাহিনী ও নিরপেক্ষ লৌকিক প্রেমের ভাব অবলম্বনে করেও ঝুমুর গান রচিত হয়েছে এবং সেগুলিকে বলা হয় লৌকিক ঝুমুর। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার নৃত্যের অনুষ্ঠানকালে আরও নানা প্রকার ঝুমুর গান শুনতে পাওয়া যায়। যেমন – কাঠি নাচের ঝুমুর, দাঁড়শালিরা ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর ইত্যাদি। মুণ্ডাভাষী সাঁওতাল জাতিদের মধ্যে সাঁওতাল এবং বাংলা উভয় ভাষাতে রচিত এক প্রকার গান শুনতে পাওয়া যায় যে গুলিকে বলা হয় সাঁওতালি ঝুমুর। সাঁওতালি ভাষায় রচিত গানগুলি তাদের বিবাহচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।

এই ঝুমুর ঢং অবলম্বনেই নজরুল সবচেয়ে বেশী গান রচনা করেন। ঝুমুর গানে একটা জমজমাট আনন্দ আছে, এক ধরনের ছন্দ দোলা আছে যা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে মনকে সজাগ করে তোলে এর সংগীত রূপ বাউল ভাটিয়ালির মত দীর্ঘ সুর রেখার সাহায্যে গঠিত নয়। টুকরো টুকরো সূচ-এর রূপ রচিত। নৃত্য দোদুলতা এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আদিবাসী সংগীতের স্তর থেকে বাংলা লোকগীতির স্তরে উত্তীর্ণ হলেও এর ঢঙে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে যায় যা বাংলা লোকগীতির অন্যান্য শাখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে একটু পৃথক। নজরুল অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ঝুমুরের এই ব্যতিক্রমী ঢঙটি তাঁর গানে ব্যবহার করেন। কয়লা খনির জীবন, নর-নারীর ভালবাসা রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকথা, প্রাকৃতিক শোভা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে রচিত নজরুলের বহু সংখ্যক গানে ঝুমুরের এই দোলা লাগানো সংগীতের ভঙ্গি অনুসৃত হয়ে উঠেছে। এই গানগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নজরুল সংগীতে এর স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১০ আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৫২। গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ দৈনিক আজাদ। সুশীলকুমার গুপ্ত 'নজরুল চরিতমানস' (কলিকাতা, ১৩৮৪) গ্রন্থে গানটির উল্লেখ করেন, তিনি দৈনিক আজাদের রেফারেন্স দেন।

যেমন :

১. 'রাঙা মাটির পথে লো
মাদল বাজে বাজে বাঁশের বাঁশী ।'

২. 'নাচের নেশার ঘোর লেগেছে
নয়ন পড়ে ঢুলে
বুনো ফুল পড়লো ঝরে নাচের ঘোরে
দোলন খোপা খুলে লো ॥'

৩. 'কাল পাহাড় আলো করে কে
ওকে কাল শশী
নিতুই এসে লো বাজায় বাঁশী
কদম তলায় বসি ।'

গ. নজরুলের বাউল গান

বাউল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে বহুতর ব্যাখ্যা আছে। এদের সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। সাধারণভাবে বলা হয় যে, সংস্কৃত 'ব্যাকুল' বা 'বাতুল' শব্দ বাউল [সং. ব্যাকুল বা বাতুল>বাউল] এর অর্থ উন্মাদ, পাগল। 'বাউল' শব্দটি দ্বারা উন্মাদ বা ভাবোন্মাদ বা বিবশ ব্যক্তিকেই বোঝানো হতো। কিন্তু বিশেষ এক ভাবের ভাবুক একটি ধর্ম সম্প্রদায়কে নির্দেশ করতে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ আজ থেকে শ' তিনেক বছরের আগে হয়েছে বলে মনে হয় না। তখন থেকেই বাউল শব্দটি আর ব্যক্তিবাচক হিসাবে নয়, এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কেই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর ব্যবহারিক শব্দকোষ অভিধানে 'বাউল' শব্দের পরিচয় দিতে গিয়ে নির্দেশ করেছেন,

> 'ঈশ্বর-ভক্ত সম্প্রদায় বিশেষ, ইহারা প্রচলিত হিন্দু বা মুসলমান আচার অনুসারে চলে না, সংগীত ইহাদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ।'[১১]

কেন এ ভাবে বাঙলার একটি ধর্ম সম্প্রদায়কে উন্মাদ, পাগল, ভাবোন্মাদ, বাতুল বা বাউল বলা হয়? তাদের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছেদ সাধারণ সামাজিকতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এছাড়া এরা নিজেদের অন্তরের আবেগে সব সময়েই যেন বিভোর হয়ে থাকেন। এরা কোন দেব-দেবীর পূজা-

---

[১১] কাজী আবদুল ওদুদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ, পৃ. ৫৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

আচার, রোজা-নামাজ, মন্দির-মসজিদ কিছুই মানে না। তাই এরা সমাজ ছাড়া বাতুল বা বাউল। এঁদের কামনা-বাসনা, ভোগ-তৃপ্তি একেবারে অন্য ধরনের ফলে এঁরা সমাজের সর্বজন পরিচিত জীবনধারার বাইরে থাকেন এবং থাকতে ভালবাসেন, এই জন্যই এঁরা বাউল বা বাতুল।

মধ্য যুগেই এই বাংলার বিশেষ ধর্মমতাবলম্বী 'বাউল' ধর্ম মতের বিকাশ হয়েছে এবং কালক্রমে বাউল সাধন সুনির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ ধর্মীয় সাধনারূপে বাংলার জন জীবনে একটি অংশকে প্রভাবিত করেছে। বাউলকে বলা যায় বাংলার অন্যতম একটি লৌকিক ধর্ম। 'বাউল' শব্দের কেউ কেউ এমন অর্থ করে থাকে যে, যে বায়ুর মত ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে থাকে সেই বাউল। বায়ু বা বাতাস সুনিবিড়ভাবে যে কোন বস্তুর সাথে মিশতে পারে বাউল সাধক সেইভাবেই ভগবানের সাথে বা ঈশ্বরের সাথে মিলে যায় বা মিশে যায়। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, '... তাহার সাধনার মধ্যেও ঈশ্বরের সঙ্গে সুনিবিড় ঐক্যানুভূতির আনন্দের কথা আছে।' (বঙ্গীয় লোক সংগীত রত্মাকর দ্বিতীয় ভাগ – শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য) এই বাউল ধর্মাবলম্বীদের রচিত গানগুলিকেই বলা হয় বাউল গান, এদের রচিত গানের মধ্য দিয়ে বাউল ধর্মের তত্ত্বকথা প্রকাশ পায়। প্রায় সকল বাউল গানে দেখা যায় গুরুবাদ, সহজিয়াবাদ কিংবা শূন্যবাদের কথা এবং সহজ হৃদয়ানুভূতি এর মূল উপজীব্য। নজরুলও এই বাউলের আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং সেই জন্য তাঁর অনেক গানে বাউল সুরের বাউল ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বাউল একটি সম্প্রদায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম পরায়ণ সাধু সুফী প্রকৃতির লোকদের মধ্যেই এ ধরনের গানের প্রচলন পূর্বে বেশী ছিল। মানব ধর্মই এই সম্প্রদায়ের মূলকথা। বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ এবং ইসলাম ধর্মের সুফীবাদের প্রভাব নজরুলের বাউল গানের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ধর্মের অনুসারী না হলেও এদেরকে অধার্মিক বা নাস্তিকও বলা যায় না। বাউলদের ভক্তি, বিশ্বাস ও সাধনাতে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ ও ইসলামের সুফী মতের ভক্তিভাবেরই, সংমিশ্রণ দেখা যায়। তাঁদের গানের মধ্যে বাউল গানের তত্ত্বকথা প্রকাশ পায়। সহজ হৃদয়ানুভূতি এর মূল উপজীব্য। বাউল গায়কেরা গান গাওয়ার সময় কোমরে একটি বায়া বাদ্যযন্ত্র বেঁধে বা হাত দিয়ে তার ছাউনিতে মাঝে মাঝে আঘাত করে। অনেক সময় পুরুষ বাউলরা দাঁড়ানো অবস্থায় নৃত্য ছন্দে দেহ দুলিয়ে গান গেয়ে থাকে। তাই বাউল গানে সুরে সুন্দর ছন্দ মেলা উপলব্ধি করা যায়। কোন কোন গানের বাণী গূঢ় তত্ত্ব ঘেষা হলেও গানের সুরে থাকে একটি হালকা স্ফূর্তির আমেজ।

Dhaka University Institutional Repository

বাউল গানের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখতে পাই বাউলরা চৈতন্যদেবকেই তাঁদের আদিগুরু হিসাবে মান্য করেন। যদিও চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে এঁদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এঁরা 'অধরা' মনের মানুষকেই তাঁদের দেবতা জ্ঞান করেন। যিনি কোন মন্দিরে বা মসজিদে থাকেন না।

ড. মৃদুলকান্তি তাঁর লোক সংগীত গ্রন্থে লিখেছেন,

'সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটি কোন নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায় বা তাঁর অনুসারী লোকদের বুঝাতে বাংলা ভাষায় শব্দটি প্রবেশ করেনি। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, চৈতন্য চরিতামৃত ও বাগাত্মিকা পদে 'বাতুল' শব্দেরই প্রাকৃতরূপ হিসাবে 'বাউল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই মূল বাতুল অর্থাৎ উন্মাদ, কি ভাবোন্মাদ অর্থ থেকে পরবর্তীকালে একটি বিশিষ্ট ভাবের নিরন্তন আবেগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য বা ভাবোন্মাদ বা ধর্মোবাদ, বেশবাস ও আচার ব্যবহারে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতির বন্ধনমুক্ত, লোকাচার পরিত্যাগী, আত্মকর্ম সমাহিত, উদাসীন ধর্মসাধকগণ বাউল নামে পরিচিত হয়েছে। এখনও অনেক বাউলকে বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের বাউলকে 'ক্ষেপ' (ক্ষিপ্ত) নামে অভিহিত করা হয়। (বাউলের সুর, ভারতী ষোড়শ খণ্ড ১২৯৯, পৃ. ৪২১)। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষ্যাপা বাউলের চিত্র এঁকেছেন তাঁর গানে – 'ক্ষ্যাপার প্রতি'।[১২]

'খ্যাপা তুই অছিস আপন খেয়াল ধরে।

সে আসে তোরই পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে।

(রবীন্দ্র-সংগীত)

আবার নজরুল এর গানেও এই ক্ষ্যাপা শব্দটা পাই তাঁর বাউল গানে,

'আমি ভাই খ্যাপা বাউল আমার দেউল

... ...

আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর

অন্তরে মন্দির ও গেহ।

[১২] ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, লোক সংগীত, প্যাপিরাস, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাউল সাধনা ও আচার-আচরণ সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয়। তাই তারা সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকে। এবং সাধারণ জীবন-যাত্রার বাইরে অবস্থিত বলে সাধারণরা তাদের ক্ষ্যাপা বা পাগল সম্বোধন করে। নিজের মধ্যে তারা দেবতাকে খুঁজেন। নজরুল হয়তো সেই আদর্শে তাঁর গানে লিখেছেন, 'আমার এই প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর অন্তরে মন্দির গেহ' অর্থাৎ নিজের মধ্যে নজরুল দেবতাকে ধারণ করতে বা খুঁজতে চেয়েছেন।

বাউলের কাছে তাঁদের দেহভাণ্ডই হলো ব্রাহ্মণ। এই দেহ মন্দিরেরই [The human body is the highest temple of God] তাঁদের 'মনের মানুষ' বা শ্রীকৃষ্ণ, আলেক সাঁই (অলক্ষ্য স্বামী) বা আল্লাহ্, আলেখ নূর (জ্যোতি) বাস করে। জড় দেহের মধ্যে কিভাবে অন্তরের স্বাদ পাওয়া যায় বাউল গান তাদেরই সন্ধান করেন। এই গানে এক বিচিত্র ধরনের দেহ দর্শনও আছে। এ প্রসঙ্গে ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী তাঁর লোকসংগীত গ্রন্থে বলেন,

> 'বাউল সাধকদের ধর্মই হচ্ছে তাঁর গান। যা কিছু জ্ঞাতব্য গূঢ়তর তা গানের মাধ্যমেই প্রকাশিত। গানের মাধ্যমেই এরা 'মনের মানুষ' বা আলেক সাঁই (অলক্ষ্য স্বামী) কে খুঁজে বেড়ান নক্ষত্র খচিত আকাশে, পুষ্প শোভিত বনভূমিতে, আপন বাহির, মিলন-বিরহের মাঝে। মানব অন্তরে যে পরম সুন্দর অবস্থান করছেন তিনি অধরা (অধর চাঁদ) ধরা দিয়েও ধরা দেন না। সেই অধরাকে ধরার সন্ধানেরত বাউল কবি।'[১৩]

বাউল গানের এ রূপ আদর্শ নজরুলকে যথেষ্টই প্রভাবিত করেছে তার বাউল গানে তার প্রতিফলন দেখি,

> 'সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
> আমার বুকে অহরহ
> কভু তাই প্রণাম করি বক্ষে ধরি
> কভু তা'রে বিলাই স্নেহ।...'

বা,

> 'অসীম আকাশ হাতড়ে ফিরে
> খুঁজিস রে তুই কাকে?
> (তোর) দূরের ঠাকুর তোরই ঘরে
> কাছে কাছে থাকে।'

---

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

বাউল এক প্রকার লৌকিক আধ্যাত্ম সাধনা। মনের মানুষ পরম আরাধ্য ও পরম প্রিয় এই দেহেই তার অবস্থান। তাকে চেনার প্রচেষ্টাই বাউল সাধনা। যেমন : লালনের গান 'মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে'। বাউলরা অনেক ভাষা রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করে। যা ঐ তন্ত্রের সাধক ছাড়া সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। এই আদর্শে নজরুলের বাউল গান, 'নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে, কেউ বোঝে বোঝে না কেহ'। এখানে বাউলের গুপ্ত সাধন তত্ত্বকেই বুঝিয়েছেন। বাউলদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি-মনই যেন ক্ষ্যাপা বাউল। বাউল সম্প্রদায়রা সদাই আত্মভোলা। অনেক বাউল আছে যারা গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী অবার কেউ বা সংসারী।

বাউলের এই আদর্শেই হয়তো নজরুল লিখেছেন,

'অমি ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ির মতন
চলছি উড়ে প্রাণময়।...
ছুটি উর্ধ্বশ্বাসে ঝড় বাতাসে
পড়ব কোথায় কেমনে কই ॥

বা

আমি বাউল হলাম ধূলির পথে
লয়ে তোমার নাম।

উদার মানবিকতাই বাউল সাধনার মূল। তাঁরা সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই সাধনা করেন। এই গানই তাদের সর্বস্ব। এই গানই তাঁদের মন্ত্র। এই গানেই তাঁরা তাদের সাধনতত্ত্ব, তাঁদের দর্শন ও সাধ্যবৈশিষ্ট্য সরল-সোজা অথচ পারিভাষিক ভাষায় প্রকাশ করে। এর তাৎপর্য বা গূঢ়ার্থে এই সম্প্রদায়ীরাই সম্যকভাবে বোঝেন। এই বাউল গান যেমন একদিকে শিল্প রসের বিচারে বিচিত্র গীতি রসসিক্ত ও প্রতীকধর্মী বলে উচ্চ প্রশংসা দাবি করতে পারে, তেমনি এর পশ্চাদ পটে এক প্রকার বিশেষ ধরনের আচার-আচরণ মূলক কৃত্য ও সাধনা আছে এবং সেই সাধনার মূলতত্ত্ব যোগতান্ত্রিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত' [বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০-১] তাই বলা হয়েছে এগুলো তাত্ত্বিক রচনা – তত্ত্বসাহিত্য এ একাধারে 'ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন, সাধন সংগীত ও ভজন, গান ও গীতি-কবিতা। তথাপি ভাষায়, অঙ্গিকে ও ভঙ্গিতে এগুলো আমাদের লোক-সাহিত্যেরই অন্তর্গত'। [শরীফ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১]

নজরুলের বাউল গানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই 'বাউল' দর্শন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নজরুলকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।

১. ভবের এই পাশা খেলায় খেল্‌তে এলি, হায় আনাড়ি।
হাতে তোর দান পড়ে না
হাত খোলে না তাড়াতাড়ি।...

২. পথ ভোলা কোন্ রাখাল ছেলে
সে এক্‌লা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশী ফেলে' ॥...

Dhaka University Institutional Repository

৩. গেরুয়া রঙ মেঠো পথে বাঁশরি বাজিয়ে যায়
সুরের নেশায় নুয়ে প'ড়ে ভূঁই কদম তার পায়ে জড়ায় ॥

৪. অসীম আকাশ হাতড়ে ফিরে
খুঁজিস রে তুই কাকে?
(তোর) দূরের ঠাকুর তোরই ঘরে
কাছে কাছে থাকে।

৫. অমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল

৬. এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা
কেউ অচেনা নাই ....

৭. ওহে রাখাল রাজ!
কি সাজে সাজালে আমায় আজ!

৮. ভালবেসে অবশেষে কেঁদে দিন গেল
ফুল শয্যা বাসি হ'ল বঁধু না এল।

বাউল অঙ্গের এই গানগুলোতে স্পষ্টই বোঝা যায় বাউল গানের ভাব দর্শন কবিকে কত বেশী অনুপ্রাণিত করেছে। কত একাত্ম হয়ে গেছেন বাউল দর্শনে।

'বাউল গান প্রসঙ্গে মৃদুলকন্তি চক্রবর্তী তাঁর 'গানের ঝরণাতলায়' গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বাউল গানের সুনির্দিষ্ট কোন সুর নেই অর্থাৎ বাউল সুর বলে কোনো সুনির্দিষ্ট সুররূপ নেই। মূলত লোকসুর বিশেষত ভাটিয়ালি এবং রাগ সংগীতের কশৌলী ঝিঁঝিটের সুর বাউল গানে লক্ষ্য করা যায়। পদ্মা পাড়ের বাউল গানে ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য দেখা যায়। অঞ্চল ভেদে একই বাউল গান ভিন্নভাবে আঞ্চলিক সুরে তথা লোকসুরে গীত হয়। যেমন – লালন রচিত 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ' গানটি কুষ্টিয়া অঞ্চলে ত্রিমাত্রিক ছন্দে শুদ্ধ স্বরে গীত হয়। আবার বীরভূম অঞ্চলে চতুর্মাত্রিক ছন্দে ভৈরবী ঠাটে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে। সেজন্য বাউল গানের সুনির্দিষ্ট সুররূপ বা কাঠামো নেই। রামপ্রসাদী গান যেমন রামপ্রসাদী সুরে রচিত, তার একটি সুররূপ আছে, যা শুনলে বোঝা যায় রামপ্রসাদী গান।' আবার রবীন্দ্রনাথ রচিত বাউল গান শুনলে বোঝা যায় রবীন্দ্র রচিত বাউল অঙ্গের গান, ঠিক তেমনি নজরুলের বাউল গান শুনলে বোঝা যায় এটা নজরুলের রচিত। তাঁর গানগুলোতে আমরা পাই বাউল গানের সহজ সরল সুর ও ছন্দের স্বাচ্ছন্দ গতি।

নজরুলকৃত স্বররূপের সাথে প্রচলিত বাউল সুরের কাঠামোর অপূর্ব সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই তাঁর গানে। 'ধা ধা সা সা ন্া, ন্া ন্া সা, গা মা রা সা, সা জ্ঞা জ্ঞা, র্সা ণা দা' এই সুরের চলন বাউল গায়কীকে সুব্যক্ত করে দেয়। 'ধসস, সসর, গপপ' এই স্বরবিন্যাস নজরুলের 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল' গানটিতে দেখতে পাই,

				০				+				০						
-া	-া	ধা	|	সা	সা	রা	I	গা	পা	-া	|	ধা	না	না	I	ধা	পা	া |
০	০	আ		মি	ভা	ই		ক্ষ্যা	পা	০		বা	উ	ল		আ	মা	র

					+				০				+				০			
|	ধা	পা	-া	I	গা	মা	গা	|	রা	সা	রা	I	গা	মা	গা	|	রা	সা	-া I
	দে	উ	ল		আ	মা	০		রি	এ	ই		আ	প	ন		গে	হ	০

'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল' গানটির রচনা প্রসঙ্গে আবদুল আজীজ-আল-আমান তার সম্পাদিত 'নজরুলগীতি – অখণ্ড' গ্রন্থে গীতি উৎসে উল্লেখ করেন,

> শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শ্রীশান্তিপদ সিংহ – ইনি 'ধূমকেতু'র কর্ম সচিব ছিলেন। এই নাটকে দৃশ্য পরিবর্তনের সময়টুকু আনন্দদায়ক করার জন্য নায়ক সতীশের মেসে এক ভিখারীকে উপস্থিত করেছিলেন নাট্যকার। তার জন্য গান দরকার। শান্তিপদ কবিকে অনুরোধ জানাতে পাত্র, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নজরুল লিখেছিলেন বাউল সুরের এই অপূর্ব গান – 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল ...'। গানটি কবির বনগীতি ও 'চন্দ্রবিন্দু' উভয় গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে।

নজরুলের বাউল গানে ত্রিমাত্রিক এবং চতুর্মাত্রিক উভয় ধরনের ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন,

আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল	– লোফা
ভবের এই পাশা	– লোফা
পথ ভোলা কোন	– লোফা
ওহে রাখাল	– খেমটা
ভালবেসে অবশেষে	– কার্ফা
আমি ডুরি ছেড়া	– কার্ফা
গেরুয়া রঙ শাড়ি	– নবতাল

প্রচলিত বাউল গানে ছন্দবদ্ধ সহজ গতি বিদ্যমান এবং অন্যান্য লোক সংগীত যেমন, ভাওয়াইয়া, জারি-সরি, ভাটিয়ালি ইত্যাদির তুলনায় বাউল গান বেশী ছন্দবদ্ধ। এর কারণ হিসাবে বলা যায় বাউল গান বাউলরা নৃত্য করে বা শরীর দুলিয়ে গান করে তখন স্বাভাবিক ভাবেই একটা ছন্দের প্রয়োজন হয়।

সহজ ভাষা ও সুরের সঙ্গে ছন্দ ও সহজ হওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য বাউল গানে সাধারণত ত্রিমাত্রিক ছন্দ দাদরা, লোফা, খেমটা বা চতুর্মাত্রিক কাহারবা জাতীয় ছন্দ পাওয়া যায়। নজরুলের গানেও এর প্রতিফলন দেখতে পাই যা পূর্বে উল্লেখিত।

বাউল গান সাধারণত চারটি অংশ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ থাকে। কিন্তু স্থায়ীর পর অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ প্রায় একই সুরে গীত হয়। কিন্তু নজরুল সৃষ্ট বাউল গানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তার সৃষ্ট বাউল গঠন প্রণালীর সাথে মিল রেখে কবি গানগুলো রচনা করলেও এখানে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তাঁর প্রতিটি গানের সঞ্চারীর সুরে ভিন্নতা এনেছেন।

নজরুলের অন্যান্য পর্যায়ের গানেও বাউল সুরের আভাস পাই। যেমন : 'আমার দেশের মাটি ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি' ৩-৩ ছন্দে দাদরা তালে রচিত এই দেশাত্মবোধক গানটির কাব্যে পুরোপুরিভাবে দেশাত্মবোধ ফুটে উঠেছে, আর সুরে রয়েছে বাউল গানের সুস্পষ্ট আমেজ।

					+				০				+				০			
|	-া	গা	গমা	II	পা	না	-া	|	র্সা	নর্সা	-র্রা	I	র্সা	না	-া	|	ধা	পধা	-ণা	I
		ও	ভাই		খাঁ	টি	০		সো	না০	র্		চে	য়ে	০		খাঁ	টি০	০		

	+				০				+				০			
I	ধা	পা	-া	|	মা	গা	-মা	I	রা	গা	-া	|	-া	-া	-া	I
	আ	মা	র্		দে	শে	র্		মা	টী০	০		০	০	০	

এই স্বর বিন্যাস থেকেই বোঝা যায় গানটিতে বাউলের পুরো আমেজ বিদ্যমান।

আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত নজরুল-গীতি অখণ্ডে তিনি বাউল গানগুলোকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। লোকগীতি পর্যায়ে তো করেছেনই পাশাপাশি কাব্যগীতি, ভক্তিগীতি, দেশাত্মবোধক, রাগপ্রধান, হাসির গান ইত্যাদি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

- ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি – দেশাত্মবোধক
- আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায় – কাব্যগীতি
- আলো আঁধারে ফুটলে যে ফুল – কাব্যগীতি
- কার বাঁশরী বাজিল মেঠো সুরে – কাব্যগীতি
- সাগর আমায় ডাক দিয়েছে – কাব্যগীতি
- পথে পথে কে বাঁজিয়ে চলে বাঁশী – ভক্তিগীতি
- বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বাঁশী – ভক্তিগীতি
- মা এসেছে মা এসেছে (ভাটিয়ালি মিশ্র) – ভক্তিগীতি
- মা ষষ্ঠী গো তোর গুষ্ঠির পায়ে পড়ি – হাসির গান

নজরুলের বাউল গানের সংখ্যা তাঁর অন্যান্য লোক আঙ্গিক গানের তুলনায় কম হলেও তা আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

ঘ. ভাওয়াইয়া

উত্তর বঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত গান হল ভাওয়াইয়া। কেউ কেউ ভাওয়াইয়াকে 'ভাবের গান' বলে আখ্যায়িত করেন। ভাব থেকে ভাওয়াইয়া কথাটির উৎপত্তি বলেই ধরে নেয়া হয়েছে। এ গানের কথায় জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের কথা ফুটে ওঠে। তবে এসব গানে নিরাসক্ত উদাসভাব অর্থাৎ বিরহ ভাবটাই প্রবল। ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে কবির নিজের উক্তি 'জানিনা এ গানের সুরের কি মায়া; আমার মন চলে যায় কোন্ পাহাড়িয়া দেশের সবুজ মাঠের আঁকা-বাঁকা আলোর প্রান্তিকে; উপপ্রান্তিকে।' এই জাতীয় গানের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, গানের পংক্তি বিশেষের সুরে দীর্ঘটান দেয়া হয় এবং এই সুরের টানের শেষ ভাগে গলার সুরে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা জনিত এক ভাঙনের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর উত্তর বঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার সমভূমি অঞ্চলে দোতারার সঙ্গে ভাওয়াইয়া শ্রেণীর গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। আর যারা এই গান পরিবেশন করেন তাদের 'বাউদিয়া' বলে। অনেকে বলেন 'বাউডা' বা বিবাগী কথা থেকেই 'বাউদিয়া' শব্দের উৎপত্তি এবং 'ভাব' থেকেই 'ভাওয়াইয়া' কথাটা এসেছে। এ গানের ভিতর একাধিক আধ্যাত্মবাদ, মনস্তত্ত্ব সব কিছুই পাওয়া যায়। তবে এর অল্প বিস্তর সব গানেই পরকীয়া প্রেমের আধিক্য

Dhaka University Institutional Repository

বড় বেশি রকমের। অনেকে হয়তো বাউদিয়া শ্রেণীর গানের এই পরকীয়া প্রেমের রূপটি রাধা-কৃষ্ণের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন কিন্তু আদৌতে তা নয়। বাউদিয়ার গান সমাজ সংস্কারমুক্ত। আদিবাসীদের গানের মতই মুক্ত বিহঙ্গ প্রেম ও বিরহ সংগীতই এখানে প্রাধান্য পায়। পাশাপাশি যৌথভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, বিবাহ উৎসবে, শ্রমকার্য সম্পাদনে এই গান যতেষ্ট প্রচলিত। এই ভাওয়াইয়া গানের অন্তর্গত হলো 'গাড়োয়ালী', 'মৈষাল' ও 'চটকা' গান।

ভাওয়াইয়া গানকে জানতে হলে রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের বাউদিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথমে জানা প্রয়োজন। এই সম্প্রদায় দিনাজপুর, রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত ঘর বাঁধতে পছন্দ করে না। কোন সামাজিক সংস্কারেরও বড় একটা ধার ধারে না। এদের সাধন পদ্ধতি, জীবন-যাত্রা প্রণালী সবই যেন সাধারণ জনগোষ্ঠীর থেকে কিছুটা পৃথক। এরা একাধারে বাউলের মতো আত্মভোলা কিন্তু তাই বলে সংগীতগুলি ঠিক সেই অনুপাতে আধ্যাত্মভাবে সমৃদ্ধ নয়। আবার ভারতের পূর্ববঙ্গের উদাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও এদের প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তাই এদের গানে বৈষ্ণবের মতো বিচ্ছেদ, অন্তরা, পূর্বরাগ ও পরকীয়া প্রেমের ও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে কোন নির্দিষ্ট মূর্তি বা গণ্ডীর মধ্যেও এদের আটকানো যায় না। এরা সারা জীবন এদের প্রেমের দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় গানের মধ্য দিয়ে। হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও এদের এই খোঁজার শেষ হয় না। তাই এরা ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, মাঠে-ঘাটে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সে কারণে তাদের ঘর বাঁধার কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যদিও কখনও তারা আস্তানা গড়ে কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দু'দিন ঘর করতে না করতেই যেন হাঁপিয়ে ওঠে। প্রতিনিয়তই যেন কান খাড়া করে থাকে বাঁশীর সুরের অপেক্ষায়। দূর হতে আগত বাঁশীর সুরের মূর্ছনায় ভুলে যায় তাদের ঘরের কথা। হাতের কাজ যাই থাকুক না কেন ফেলে দিয়ে ছুটে যায়, বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। এদের ভিতর তাই বিরহ-ব্যথাটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এই সম্প্রদায়ের ভেতর প্রচলিত ধর্ম নিয়ে কোন ভেদাভেদ নাই। তাই এদের গানে বাউল, বৈষ্ণব এবং সাঁই, দরবেশ ও সুফীদের ভাব ও সুর এক হয়ে মিশে গেছে। বাউদিয়া হচ্ছে একটা সম্প্রদায় মাত্র, জাত নয়। এই খেয়ালী বাউদিয়া আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে গীত ও লহরী রচনা করে তারই নাম দেয়া হয়েছে ভাওয়াইয়া।

প্রখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদের জন্মভূমি কুচবিহারে। আর ভাওয়াইয়ার জন্য কুচবিহার বিখ্যাত। 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' গ্রন্থে (পৃ. ৪৯) আব্বাসউদ্দীন আহমদ লিখেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

> 'আমার ভাওয়াইয়া গান কাজিদা খুব পছন্দ করতেন। তাই – 'নদীর নাম সই কচুয়া, মাছ ধরে মাছুয়া' আর 'তোরষা নদীর পার পারে লো দিদি লো, ঘান সাই নদীর পারে' এ দু' খানা গানের সুরে তিনি মেগাফোনের জন্য লিখলেন, 'নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে খঞ্জনা' আর, 'পদ্মা দীঘির ধারে ধারে' এ দু'খানা গান। ... কাজীদার রচনা ও গ্রাম্য সুরে আমি প্রথম নাম করি 'পল্লী গীতির গায়ক হিসাবে আমার নাম যখন বেশ কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে তখন পল্লী কবি জসীমউদদীন নিজে থেকেই একদিন আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমার 'নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা' শুনে তিনি আমার উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেছিলেন, 'কোন অঞ্জনা তীরে খঞ্জনা পাখী'।

এ প্রসঙ্গে 'নজরুল-গীতি – অখণ্ড' গ্রন্থে আবদুল আজিজ-আল-আমান (পৃ. ৪৮৫) গীতি উৎসে উল্লেখ করেন,

> একদিন রিহার্সেল রুমে বসে আব্বাসউদ্দীন আহমদ আপন মনে এই ভাওয়াইয়া গানটি গাইছিলেন, 'নদীর নাম সই কচুয়া, মাছ ধরে মাছুয়া, মুইনারী দিচোঙ ছ্যাকা পাড়া'। কবি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গানটি শুনে তার সুরে মুগ্ধ হলেন। তিনি আব্বাসউদ্দীনকে বার বার গানটি গাইতে বললেন। তাঁর মনে তখন একই সুরের কাঠামোয় নতুন জন্ম নিয়েছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি লিখে ফেললেন এই গানটি – সম্ভবত এটাই ভাওয়াইয়া সুরে রচিত নজরুলের প্রথম গান। কবির 'বন-গীতি' গ্রন্থে গানটি প্রথম স্থান পায়। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে মেগাফোনে রেকর্ড হয়। সংখ্যা জে.এন.জি. ৬।'

একই গ্রন্থে গীতি উৎস 'এ পদ্মা দীঘির ধারে ধারে ও প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, 'আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে 'তেরষা নদীর পারে পারে' এই ভাওয়াইয়া গানটি শুনে নজরুল একই সুরে 'পদ্মা দীঘির ধারে ধারে ও' গান রচনা করেন। এটিতেও মেগাফোনে কণ্ঠ দেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ। সংখ্যা জে.এন.জি. ৬। আব্বাসউদ্দীনের মতে, এর পর থেকেই পল্লীগীতি রচনায় নজরুলের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

তার মানে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, আব্বাসউদ্দীন সাহেবের ভাওয়াইয়া গানে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েই নজরুল ভাওয়াইয়া গান রচনা করেন এবং উক্ত গানা রচনা করেন এবং আব্বাসউদ্দীন-কে দিয়ে গানগুলি রেকর্ড করে বিশাল জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

নজরুলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান –

Dhaka University Institutional Repository

১. নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয়, নাচে কালো আঁখি।

২. পদ্মা দীঘির ধারে ঐ
সখি লো কমল দীঘির ধারে
আমি জল নিতে যাই
সকাল সাঁঝে সই ...

ঙ. ভাটিয়ালি

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদী নির্ভর জীবনের আলেখ্য ও কাহিনীর এক সুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় এই ভাটিয়ালি গানে। মাঝি-মাল্লার দ্বারা সৃষ্ট এ গান সবার প্রিয়। নদীতে ভাটির স্রোতে নৌকা প্রবাহিত হওয়ার সময় গীত হয় বলেই একে ভাটির গান বা ভাটিয়ালি বলা হয়। ভাটার স্রোতের টানে কিংবা পালে হাওয়া লাগার ফলে নৌকা ভেসে চলার সময় হালের কাছে মাঝিরা গান গেয়ে তাদের অলস মুহূর্ত কাটিয়ে থাকে। লম্বাটান গানের অন্তর্নিহিত আবেদনকে নিংড়ে বের করতে সাহায্য করে। এই গাওয়ার মধ্যে ব্যক্ত হয় তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সুখ-দুঃখ, আনন্দের বেদনানুভূতি। নদী ও হাওড় প্রধান পূর্ব ময়মনসিংহ ও সিলেটের নিম্ন অঞ্চলে এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। ভাটিয়ালি গানের ভাব গম্ভীর কথায় সব ক্ষেত্রেই শব্দ চাতুর্য বা উৎকৃষ্ট কবিত্বের পরিচয় না থাকলেও সেখানে মানুষের মনের আকুতি ও সাধারণ জীবনের কথাই স্পষ্ট মূর্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় মাঠে প্রান্তরে কিংবা বটের ছায়ায় রাখালিয়া উদাস সুরে ভাটিয়ালি গান গেয়ে থাকে। লোক সংগীতের অন্যান্য ধারায়ও ভাটিয়ালির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভাটিয়ালি মূলত পূর্ব বাংলার গান অর্থাৎ ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, ত্রিপুরা অঞ্চলে এ গানের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য আছে। তাটিয়ালি গানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন তার 'ভাটিয়ালি' গ্রন্থে,

ভাটিয়ালি সারি গানের মত নদী, নৌকা, মাঝি কেন্দ্রিক গান। উভয় গানের বিষয়বস্তু লৌকিক ও আধ্যাত্মিক প্রেম, রাধা-কৃষ্ণের লীলা ইত্যাদি কিন্তু এ মিল বাইরের অভ্যন্তরে উভয় গানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। সারী গান নৌকার মাঝি-মাল্লার শ্রম সংগীত, আর ভাটিয়ালি নৌকার মাঝির শ্রমহীন অবসর কালের সংগীত। ...

নদীর মন্থন স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে মাঝি একক কণ্ঠে ভাটিয়ালি গায়। ছইয়ের উপর বসে কেবল নৌকার হাল আলাতো ভাবে ধরে থাকা ছাড়া মাঝির আর অন্য কাজ থাকে না।[১৪]

ভাটিয়ালির নামকরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেন। কেউ বলে, নদীর ভাটির স্রোতের টানে বেয়ে চলার সময়কার মাঝির গান ভাটিয়ালি। কেউ বলে, বাংলার ভাটি অঞ্চলের নৌকা মাঝির গান হল ভাটিয়ালি গান। আশরাফ সিদ্দিকী বলেন,

'নদীর ভাটি দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে সাধারণত নৌকার মাঝিগণ যে গান গাইত তাকেই ভাটিয়ালি বলা হত। দিগন্তব্যাপী নদীর শূন্যতার উপর নায়ের বাদাম উড়িয়ে একক ভাবেই এ গান গাওয়া হত – যন্ত্রের কোনই ব্যাপার ছিল না। দিগন্তব্যাপী ঢেউএর উপর 'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারলাম না' প্রভৃতি গানের কলিগুলো যখন ছড়িয়ে পড়তো তখন তা চিত্তনদীতেও ভাবের তুফান তুলতো।[১৫]

নির্মলেন্দু ভৌমিকের বক্তব্য,

ভাটির টানে নৌকা ছেড়ে দিলে বিনা আয়াসে নৌকা চলতে থাকে। এই 'অনায়াস' এবং তজ্জাত 'অবসর'ই ভাটিয়ালির রচনাগত উৎস। ... ভাটিয়ালি গান যতো না নদী-প্রান্তরের গান, তার চেয়ে কোনো বিশেষ একটি অঞ্চলের [যেমন পূর্ব বঙ্গীয় অঞ্চল] গান। এই অর্থে ভাটিয়ালি বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের গান, যে পূববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় নিম্নভূমি এবং সেই কারণেই নদী হাওড়ে পরিপূর্ণ।[১৬]

আশুতোষ ভট্টাচার্য 'নদীর ভাটি' ও 'ভাটি অঞ্চল' উভয়ের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,

ভাটি অঞ্চলের সংগীত বলিয়া ইহার নাম ভাটিয়ালি, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। বাংলাদেশের নিম্নভূমি অর্থাৎ সাধারণত যে সকল অঞ্চল বর্ষায় জলমগ্ন হইয়া যায়,

১৪ ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোক সংগীত : ভাটিয়ালি গান, ১৯৯৭। পৃ. ১৩।

১৫ আশরাশ সিদ্দিকী, লোক-সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৫ (পরিমার্জিত সংস্করণ), পৃ. ১০০।

১৬ নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'ভাটিয়াল – ভাটিয়াল গান', লোক সংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪০১, কলিকাতা, পৃ. ৩৭৮।

তাহাই ভাটি বলিয়া পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে ভাটিয়ালি এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোক সংগীত।...

এক দিকে নদী কিংবা জলাভূমির বিস্তার আর একদিক দিয়া ইহার অলস মন্থর গতি, এই উভয়ের সহযোগেই ভাটিয়ালির উদ্ভব হইয়া থাকে, এই অবস্থান মধ্য দিয়াই মাঝি কর্মে যথার্থ অবসর লাভ করিতে পারে, এই অবসরের মুহূর্তই ভাটিয়ালি পক্ষে অনুকূল মুহূর্ত। সেইজন্য নদীর ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া অলস বৈঠাটি এক হাতে স্থির ধরিয়া রাখিয়া মাঝি এই গান গাহে বলিয়াই ইহা ভাটিয়ালি বলিয়া পরিচিত।[১৭]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস উল্লেখ করেন বাংলা অভিধানে 'ভাটি' শব্দের ভাবার্থে 'আল' প্রত্যয় যোগ করে 'ভাটিয়াল' অতঃপর 'ভাটিয়ালি' শব্দ গঠিত হয়েছে। 'উজান বাঁকে যায়রে বন্ধু, ভাইটাল বাঁকে ঘর।' ভাটিয়ালি গানের একটি চরণ; নদীর নিম্নদিক অর্থে ভাইটাল<ভাটিয়াল পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'ভাটি' দেশজ 'ভাটা' শব্দজাত অর্থ 'নদীর স্বাভাবিক স্রোতের দিক'।[১৮]

পূর্ব বঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চল বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়, নদীগুলো কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেইসব অঞ্চল 'ভাটি' নামে অঞ্চল। অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের নিম্নভূমিকে ভাটির অঞ্চল নৌকা ছাড়া চলাচলের কোন উপায় থাকে না। এসব অঞ্চলে শুধু গ্রামগুলো জেগে থাকে আর চারিদিকে অথৈ পানি। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এই প্রধান তিনটি নদীই পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত। বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত, ব্যবসা, বাণিজ্য, পণ্যের লেনদেন নদী পথেই সম্পন্ন হয়। সেই কারণে এই ভাটি গান পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ইত্যাদি নদীর কথা বেশী প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কৈশোর, যৌবন এবং নজরুল যখন সুস্থ ও কর্মক্ষম ছিলেন তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন সভা সমিতি, সম্মেলন, উদ্বোধন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ) অবস্থানকালে বাংলা মায়ের শ্যামলা বরণ প্রকৃতির অপরূপ রূপ কবিকে বিমোহিত করেছিল। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যাতায়াতের পথে নদীমাতৃক বাংলার নদী-নালা-খাল-বিল সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামল প্রান্তর শাপলা-শালুক সবকিছু মিলিয়ে এই সোনার বাংলা কবির হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছিল। মাঝি-মাল্লার গান নজরুলের ভাটিয়ালি অঙ্গের গান রচনার একটা বড় প্রেক্ষাপট।

---

১৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৩৪।

১৮ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৬৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের ভাটিয়ালি গানেও পদ্মা নদীর কথা পাই। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'পদ্মার ঢেউ রে...' গানটিতে দেখতে পাই, কিভাবে কাব্য মাধুর্যে তিনি পদ্মার ঢেউএর কাছে আকুতি জানিয়েছেন, তাঁর পরাণ বঁধুর কাছে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার,

পদ্মার ঢেউ রে –
মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা, যা রে
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা ... ...
যদি দেখিত তারে,
দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস, কেন বুকে আশার দেয়ালি জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকার ॥

অনবদ্য এই ভাটিয়ালি রচনায় তিনি স্থায়ীতে নদীর ঢেউয়ের উপমা ব্যবহার করেছেন। সঞ্চারীতে বঁধুয়ার রূপ কৃষ্ণের সাথে তুলনা করেছেন। কৃষ্ণ রূপসম প্রেমানল জ্বালিয়ে প্রেমের মানুষকে দূরে ঠেলে দেয় – এ যেন এ কালের প্রেমমুগ্ধ নর-নারীর জীবন কথা।

নজরুলের আর একটি ভাটিয়ালিতেও পদ্মা নদীর সাথে নিজের হৃদয় কম্পনের তুলনা করেছেন –

বন্ধু! দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
জোয়ার ভাটা খেলে।
... ...
আমার পাড়ায়, বন্ধু তোমার
নাম যদি লয় কেউ
বুকে আমার দুলে ওঠে
পদ্মা নদীর ঢেউ। ... ...

নজরুলের ভাটিয়ালি অঙ্গের গানে মেঘনা নদীর কথাও পাই –

বন বিহঙ্গ! যাও রে উড়ে মেঘনা নদীর পাড়ে
দেখতে হলে আমার কথা কইও গিয়া তারে।

ঘুমতী নদীর কথাও এসেছে নজরুলের গানে –

মেঘ বরণ কন্যা থাকে
মেঘলা মতীর দেশে। ... ...
বসে থাকে পা ডুবিয়ে ঘুম্‌তী নদীর জলে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাটিয়ালি গানের উদ্ভব উৎস সম্বন্ধে ড. ওয়াকিল আহমদ তার 'বাংলা লোক সংগীত : ভাটিয়ালি গান' (পৃ. ২১) গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'ভাটিয়ালি গানের যেমন উৎসভূমি আছে, তেমনি উদ্ভব কালও আছে। এর বিষয়ের বৈচিত্র্য নেই। সুরেরও বৈচিত্র্য নেই; তবে ভাবের গভীরতা ও সুরের মাধুর্য আছে। উদাসী ভাবের করুণ বিষাদের সুর বলে তা মধুরতম আবেদন সৃষ্টি করে।'[১৯]

ভাটিয়ালি গানের মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের বিষয়-বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় – লৌকিক প্রেম, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা ও আধ্যাত্মিকতা। ভব সংসারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং আল্লাহ, দয়াল গুরু, মুর্শিদের চরণাশ্রয় কামনা করে এসব গান রচিত হয়েছে। অর্থাৎ ভাটিয়ালির ভাব ও সুরে ব্যক্তির খেদ ও আর্তি প্রকাশ পায়। নজরুলের লোক আঙ্গিকের ভাটিয়ালি গানেও তার প্রতিফলন দেখতে পাই। যেমন,

- আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে ...
- ও কূল ভাঙা নদী রে।
  আমার চোখের জল এনেছি
  মিশাতে তোর নীরে ...।
- নদী এই মিনতি তোমার কাছো
  ভাসিয়ে নিয়ে যাও আমারে
  দে দেশে মোর বন্ধু আছে ॥
- বন্ধু দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
  জোয়ার ভাটা খেলে ... ।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক অনেক ভাটিয়ালি গান আছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় নদী-নৌকা পারাপারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নজরুলের ভাটিয়ালি অঙ্গের গানেও রাধা কৃষ্ণের লীলার ভাব দর্শন স্থান পেয়েছে।

আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে
বলিস্ ননদীরে, সই বলিস্ ননদীরে।
শ্রীকৃষ্ণ নামের তরণীতে প্রেম যমুনার তীরে ...।

বা,

---

[১৯] ড. ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলা লোক সঙ্গীত : ভাটিয়ালি গান', জুন ১৯৯৭, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশী বাজায় কে কদম তলায় ওগো ললিতে!

শুনে সরে না পা পথ চলিতে

তাঁর বাঁশীর ধ্বনি যেন ঝু'রে ঝু'রে।

ভাটিয়ালি গানের সুরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গেলে বলা যায় ভাটিয়ালি গানে তারার সপ্তকে একটা টানা সুর থাকে এবং অনেকক্ষণ পর তা 'সোম'-এ এসে পড়ে 'শান্ত নদীর স্রোতের টানের সাথে এ গানের টানা সুরের মিল আছে। এর সাথে দুপুর অথবা অপরাহ্নের অলস মন্থর সময়ের নির্জনতা, মাঝির একাকীত্ব এবং দিগন্ত ছোঁয়া আকাশের বিস্তৃত যুক্ত হয়ে গানের টানা সুরকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়। ভাটিয়ালির সব ভাবই গুর-গম্ভীর, বেদনার্ত, অতলাশ্রয়ী। সুর মুখ্যত করুণ, উদাসীন ও বিবাগী। ভাটিয়ালির সাংগীতিক কাঠামো (Melodic Structure) প্রসঙ্গে সংগীতশিল্পী ও গবেষক রীণা দত্তের বক্তব্য –

> 'যদিও লোক সংগীতের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উড়ব জাতি বা পঞ্চ স্বরের প্রাধান্য কিন্তু ভাটিয়ালির ক্ষেত্রে সপ্ত স্বরের প্রয়োগ তাকে আরও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। একমাত্র কড়ি মধ্যম ছাড়া সমস্ত অঞ্চল ভেদে কোমল স্বরের ব্যবহারও ভাটিয়ালির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট লোক সংগীতবিদ সংগীতাচার্য সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালিকে খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত ঝিঝিট রাগিণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরোহীতে 'সা রা মা পা ধা র্সা' এবং অবরোহীতে 'ণা ধা পা মা' পরে 'সা ণা ধা'। পূর্বাঙ্গে এই ধৈবতে বিরাম নেওয়ার জন্য ভাটিয়ালিকে তিনি কর্শৌলী ঝিঝিট বলে আখ্যা দিয়েছেন। ভাটিয়ালিতে শুধু স্থায়ী এবং অন্তরা থাকে। অবশ্য অঞ্চল ভেদে সঞ্চরীর ভাগও দেখতে পাওয়া যায়। এই সঞ্চারী আবার উদারার পঞ্চমে অনেক ক্ষেত্রে নেমে যেতে দেখা যায়।... এই উদারার পঞ্চমে সুরকে ছুঁয়ে আবার মুদারার দিকে গানের প্রতি ভাটিয়ালির সুরকে যেন আরও প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যময় করে তোলে।'[২০]

ড. করুণাময় গোস্বামী ভাটিয়ালিকে একটি 'পদ্ধতি' বলে উল্লেখ করেন এবং এর সুর ও সাংগীতিক গঠন সম্পর্কে বলেন,

> 'ভাটিয়ালি সরল রৈখিক সুর। এর গঠনে স্বর থেকে স্বরান্তরে আরোহ বা অবরোহের কাজটি হয় মসৃণভাবে গড়িয়ে পড়ে, কোন অলংকারিক উপায়ে নয়। ফলে একটি অবিচ্ছেদ্য প্রবহমানবতার সুর পূর্বাঙ্গ থেকে উত্তরাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ থেকে পূর্বাঙ্গে গড়িয়ে চলে। একে সমতল বাংলা প্রধান সুররীতি বলা চলে। বাণীর আবেদনকে তীব্রতর করে

---

[২০] রাণী দত্ত, 'ভাটিয়ালি গান', 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪০১, কলিকাতা, পৃ. ৩৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

তুলতে এই রীতি সাহায্য করে। কথার অন্তর্গত স্বরধ্বনি সমূহকে টেনে নিয়ে বাণীর মর্মকে এই সুর নিঙড়ে বের করে নেয়। ... এই সরল রৈখিক মসৃণ প্রবাহমান সুর দিয়ে যখন গানের ঢঙটি তৈরি তখন তাতে লম্বা টান যুক্ত হয় গো, ওগো, রে, ওরে, হায়, হায়রে প্রভৃতি নানাবিধ সম্বোধনাত্মক উচ্চারণের সাহায্যে। এই লম্বা টান থাকাটা তাটিয়ালি গানের বৈশিষ্ট্য। তেমন লম্বা টান না থাকলেই যে ভাটিয়ালি হবে না, তা নয়।'[২১]

ভাটিয়ালি সুর নজরুলকে খুব বেশী নাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ পাই তাঁর প্রাতিটি পর্যায়ের গান পর্যবেক্ষণ করলে, 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি মোরে নিয়ে যারে মদিনায় ...' বা 'উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়, আমি তায় ভয় করি পাক্কা ইমান একতা দিয়ে গড়া যে আমার তরী'। গান দুটির সুরে তিনি ব্যবহার করেছেন ভাটিয়ালি সুর আর কাব্যে সেটি ইসলামী গান। অথচ কি অসাধারণভাবে তিনি সেই বাণীতে নিয়ে এসেছেন লোকজ উপাদান – নদী, নৌকা, মাঝি, দরিয়া, দাঁড়, নাও, তরী, পাল, তীর প্রভৃতি। 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি' গানটির মধ্যে তিনি আকুতি জানিয়েছেন মাঝির কাছে মদিনায় হজরতের দেশে যাওয়ার জন্য অথচ তিনি জানেন ঐ দেশে নদী নাই তাই কি আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন,

'নদী নাকি নাই ও দেশে, নাও না চলে যদি
আমি চোখের সাঁতার পানি দিয়ে বইয়ে দেব নদী'।

কি অসাধারণ শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস আর সুরের মাধুর্যে গানটি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। একইভাবে উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায় গানটিতে কত সাবলীলভাবে লোকজ শব্দ ব্যবহার করে গানটিকে আরো জীবন্ত করে তুলেছেন,

'... লা-ইলাহা ইল্লালাহুর পাল তুলে
ঘোর তুফানকে জয় করে ভাই যাবই কূলে,
... খোদার রাহে সঁপে দেওয়া ডুববে না মোর তরী
সওদা করে ভীড়বে তীরে সওয়াব মানিক ভরি।
দাঁড় এ তরীর নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ – যত বজ্রপাত ...'

---

[২১] ড. করুণাময় গোস্বামী, 'ভাটিয়ালি', গণকণ্ঠ (নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা) ১লা বৈশাখ, ১৪০৩, পৃ. ১৫।

নজরুল তাঁর দেশাত্ববোধক গানগুলোতে যেমন বাউল, কীর্তনের সুর ব্যবহার করেছেন তেমনি কোথাও বা তিনি ভাটিয়ালি সুর বা টিউনটিকেও ব্যবহার করেছেন তেমনই একটি ভাটিয়ালি গান মিশ্র খাম্বাজে দাদরা তালে রচিত দেশের গান 'শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়'। গানটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে। গানটিতে মোট ৬টি স্তবক আছে এর শেষ স্তবকটি,

'হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল ... ...
ভাটিয়ালি গায় ভাটির স্রোতে
গায় বাউল মাঠের মাঝে মা ... ...'

এখানে শেষ স্তবকের 'ভাটিয়ালি গান ভাটির স্রোতে' এই সুরের কাঠামোতে তিনি ভাটিয়ালির একটা পূর্ণভাব নিয়ে এসেছেন সুরে ও বাণীতে,

	+				০				+				০			
I	পা	ধা	র্সা	|	র্সা	র্সা	-া	I	র্রা	র্রা	-র্গা	|	র্রর্গর্রা	র্রর্সা	-া	I
	ভা	টি	য়া		লি	গা	য়		ভা	টি	র্		স্রো০০	তে০	০	

	+				০				+				০			
I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	না	-র্সা	না	|	ধাঃ	-পঃ	পা	I
	০	০	০		০	০	০		গা	য়্	বা		উ	ল	মা	

	+				০			
I	পগা	-পা	পধা	|	ধনা	-া	না	I
	ঠে	র্	মা০		ঝে	০	মা	

ভাটিয়ালি সুরের কাঠামোতে দেখা যায় পা ধা র্সা সা রা গা ... স্বরের ব্যবহার আবার ভাটিয়ালি সুর বৈশিষ্ট্যের যে দীর্ঘ টান (র্সা র্রা গ স্বরের ব্যবহার) সেটাও আমরা দেখতে পাই নজরুল সাবলীলভাবে নিয়ে এসেছেন এই চরণটিতে। এই সুরবৈচিত্র্য গানটিতে আরেকটি মাত্রা যোগ করেছে।

আবার বেহাগ মিশ্র কাহারবা তালে রচিত আরেকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান 'একি অপরূপ রূপে মা ...' পুরো গানটির মধ্যে কোথায় যেন পল্লী সুরের আমেজ বিরাজমান, বিশেষ করে শেষ স্তবকে 'ভাটিয়ালি গান মাঝিদের সাথে গো ... ...' চরণটিতে সা রা গা স্বরে লম্বা টান তাতে ভাটিয়ালির আমেজ নিয়ে এসেছেন, পরক্ষণেই আবার কীর্তনের আমেজ নিয়ে এসেছেন 'কীর্তন শোন রাতে মা ...' চরণে। একমাত্র নজরুলের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে একই গানে এমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। নিম্নে প্রাসঙ্গিক অংশের স্বরলিপি দেওয়া হলো :

	+				০				+				০		[র্সরা	
I	পা	পর্সা	সা	|	র্সা	র্সা	-া	I	সা	র্সরা	রা	|	-া	র্রা	র্রগা	I
	ভা	টি০	য়া		লি	গা	ও		মা	ঝি০	দে		র	সা	থে০	
	না	-া	-া		-া	-া	-া]									
I	র্সরা	-া	-া	|	-র্গা	-র্সরা	-া	I	-া	-র্গর্মা	-র্সরা	|	-র্সা	-া	র্রা	I
	গো	০	০		০	০০	০		০	০০	০০		০	০	০	
I	র্সরা	সা	-া	|	-র্রর্সা	-না	-া	I	-া	নর্সা	ধনা	|	-পা	-া	ধনা	I
	০০	০	০		০০	০	০		০	০০	০০		০	০	০০	
I	-পধা	-পা	-া	|	-া	-া	-া	I	পনা	-া	না	|	না	না	নর্সা	I
	০০	০	০		০	০	০		কী	র্	ত		ন	শো	ন০	
I	ধা	না	না	|	-া	-া	নর্সা	I	ধনা	-া	-া	|	-া	-া	-র্সা	I
	রা	তে	মা		০	০	০		০০	০	০		০	০	০	
I	-ধনা	-া	-ধনা	|	-র্সা	নর্সনা	ধা	I	পা^ধ	পা	-া	|	-া	-া	-া	I
	০০	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	

ভাটিয়ালি শ্রেণীর গানের মধ্যে শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠে গীত, 'পদ্মার ঢেউ রে, মোর শূন্য হৃদয় ...' গানটির ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করেছে। এ ছাড়া সিরাজউদ্দৌলা নাটকে ব্যবহৃত, 'এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে...' গানটিও অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নজরুলের আরো কয়েকটি ভাটিয়ালি ঢং-এর গান,

১. 'আমার গহীন জলের নদী
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি।'
বা

২. 'নাইতে এসে ভাটির স্রোতে
কলসী গেল ভেসে।'
বা

৩. 'কুচবরণ কন্যারে তোর মেঘ বরণ কেশ
ওরে আমায় নিয়ে যাও রে নদী
সেই কন্যার দেশেরে।'

চ. ঝাপান বা বেদে-বেদেনীর গান

বেদে-বেদেনীর গানকে ঝাপান বলা হয়। ঝাপান গানের বর্ণনা দিতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দেব তার 'বাংলার পল্লীগীতি' গ্রন্থে (পৃ. – ১০৮) উল্লেখ করেন,

> 'শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি থেকেই পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষ করে কাটোয়া মোদিনীপুর অঞ্চলে দেখা যায়, বেদে বেদেনীর পূর্ববঙ্গের বেদে-বেদেনীদের মতোই সাপের ঝাপি মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপখেলা দেখিয়ে বেড়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে গায় গান। তাদের এই সব গানের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের বেদেদের মতো বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী নিয়ে রচিত। পার্থক্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গ জলের দেশ তাই বেদেরা এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি, এ গাঁ ছেড়ে আরেক গাঁয়ে যাতায়াত করে নৌকার সাহায্যে, আর রাঢ় অঞ্চলের বেদে বেদেনীরা যাতায়াত করে পায়ে হেঁটে এক গাঁয়ে খেলা দেখিয়ে আরেক গাঁয়ের পানে ধাওয়া করে।'...

Dhaka University Institutional Repository

বেদেনীরা আস্তে আস্তে সাপের ঝাঁপি খুলে দেয়, আর ফোঁস করে তার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে একটা ভীষণ আকৃতির সাপ। সাপের সামনে হাত নাড়িয়ে ... চিত্তাকর্ষক খেলা দেখাবার পরই তুবড়ী বাঁশি অথবা বিষম ঢাকী নামক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে শুরু করে গান। এ গানও সেই সর্পদেবী মনসার সঙ্গে চাঁদ সওদাগরের বিবাদ নিয়েই রচিত – যা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে।... বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে গান করে। ... এর সঙ্গে মানভূমে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে যে মনসার গান হয় তার বেশ তুলনা করা চলে। ... সবচেয়ে ধুমধাম হয় এই মনসা পূজায়। এ দিনেও সারারাত জাগবার পালা আসে গৃহস্থলের কাছে। তারাও মা মনসাকে তৃপ্ত রাখবার জন্য সারারাত জেগে প্রহরে প্রহরে তাঁর কাছে হাঁস, পায়রা ইত্যাদি বলি দেয়। কখনো-বা সুর, তাল, লয় সংযোগে গান করে দেবীর সম্মুখে। এসব গানে লখিন্দরকে সাপে দংশন করা নিয়ে বেহুলার 'বিলাপ' মূলক গান গাওয়া হয়। বেহুলা মরা পতিদেহ নিয়ে ভেসে চলে এসব থাকে গানের বিষয়বস্তু। অবশ্য আধুনিক ঝাপান গায়করা শুধুমাত্র দেবী মাহাত্ম্য শুনিয়েই তাদের বক্তব্য শেষ করতে চায় না। আজ তাদের গানেও মানভূমের টুসু গানের মতোই রাজনৈতিক কথাও স্থান পেয়েছে। এসব গানের রচয়িতা সকলেই গাঁয়ের নিরক্ষর চাষী-বাসী মানুষ। তাই তাদের কাব্যে ব্যাকরণ দোষ থাকতে পারে, থাকতে পারে কবিত্ব শক্তির অভাব, কিন্তু তাদের বক্তব্য স্পষ্ট। তাই তাদের কথাও গণগাথা। নিরক্ষর, মূক জনসাধারণের তারাই হলো মুখপাত্র। এই বেদে-বেদেনীদের জীবন-যাত্রা প্রণালীও বিচিত্র ধরনের। নৌকাতেই এরা কাটায় বারোটা মাস। এরা জাতিতে না হিন্দু না মুসলমান। এদের দলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সব জাতিরই লোক থাকে। তা হলেও মা মনসার উপর ভক্তি কিন্তু অসীম। অনেক নৌকার ভিতরই (বড় গোছের নৌকা হলে) মা মনসার মূর্তি থাকে। তার কাছে দৈনিক ধূপ-ধুনো দেওয়া হয়। মানত করে ভোগ দেয়। তাদের ঝাঁপিতে থাকে নানা জাতের সাপ, জাতি, কেউটে, চন্দ্রচূড়, দুধরাজ, লাউডগা, সিলিন্দে, কালনাগ ইত্যাদি এই সাপই তাদের দোসর, এই সাপই তাদের ব্যবসায়ের পুঁজি। তাই এরা সাপকে খুবই যত্ন করে। এরা সাপ খেলা দেখানোর জন্য একদেশ থেকে আরেক দেশে চলাফেরা করে অনেকগুলো নৌকা একত্রে। কোন গঞ্জে এসে ভিড়ে তাদের বহর, তারপর সেখান থেকে নিজেদের ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা বা কোষ নৌকায় করে তারা বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। শ্রাবণ মাস বিশেষ করে পূর্ববঙ্গবাসীদের কাছে মা মনসার মাস, কাজেই এ সময় তাঁর কথা ও গানের খুবই মান্যি। এ কথা জানে বেদেনীরা, তাই তারা ধরে সেই চির পুরাতন অথচ চির নবীন 'বেহুলা লক্ষীন্দরের কথা' ....। নজরুলের ঝাপান গানেও পাই আমরা বেহুলা লখিন্দরের কথা –

Dhaka University Institutional Repository

'কলার মান্দাস্ বানিয়ে দাও গো, শ্বশুর সওদাগর।

ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেহুলা লখিন্দর ॥

কবি বাণীচিত্র ও বিভিন্ন আলেখ্য প্রসঙ্গে কিছু ঝাপান গান রচনা করেছেন। ঝাপান শ্রেণীর গানে ঝুমুরের সুরের ছোঁয়া অনেক স্থানেই পাওয়া যায়।

'সাপুড়ে' বাণীচিত্রের জন্য তিনি বেশকিছু ঝাপান শ্রেণীর গান রচনা করেন। সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল সাপুড়ে চলচ্চিত্রের জন্য নজরুল সংগীত রচনা প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণকরতে গিয়ে জানিয়েছেন,

'কাজীদার নিউ থিয়েটার্স নিয়ে এসেছিলেন দেবকীদা (দেবকীকুমার বসু)। বিদ্যাপতি ও সাপুড়ে কাহিনী ও গীত রচনা কাজীদাই করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ দুটি ছবিতে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আমারই ওপর ন্যস্ত। বিদ্যাপতি ছবির কীর্তন ও ভক্তিমূলক গানে সুর করতে আমাকে মোটেই মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু গোল বাধলো সাপুড়ের বেলায়। বেদে-বেদেনীর গলায় গান। আমি ওদের জীবনযাত্রা বা সংগীতের সঙ্গে এতটুকু পরিচিত ছিলাম না। অগত্যা কাজীদাকে আমার সমস্যার কথা জানালাম। 'কাজীদা! আমি তো শহর ছেড়ে বাইরে যাইনি। আমার তো দারুণ অসুবিধা হচ্ছে।' 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। চলো দিন কয়েকের জন্য পাড়াগায়ে বেদে-বেদেনীদের ওখান থেকে ঘুরে আসি।' কিন্তু কাজীদা আমি যাই কি করে। দেখছেনইতো আমার হাতে কত কাজ। ঠিক এই মুহূর্তে আমার পক্ষে আপনার সঙ্গী হওয়া যে অসম্ভব ব্যাপার।' ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না। আমিই ঘুরে আসি। যদি সে রকম কাউকে পাই একেবারে ধরে নিয়ে হাজির করবো এখানে। কাজীদা চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন। কিন্তু দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। কাজীদার ফেরার নাম নেই। আমরা সবাই চিন্তিত, কারণ কাজ আটকে আছে। দিন দশেক পরে কাজীদার আবির্ভাব। 'পেয়েছি! পেয়ে গেছি' বলে বিকট চিৎকার করতে করতে কাজীদা এন.টি. স্টুডিওতে প্রবেশ করলেন। আমি বুঝলাম কাজীদার পেছন পেছন বেদে-বেদেনীর দল প্রবেশ করবে। কিন্তু না, কাজীদা একা। বললেন, 'সব সুর তুলে নিয়ে এসেছি। এই নাও শোনো।' ব্যাস, হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেলেন। একে একে সব সুর শোনালেন। সেই সব সুরই ছিল সাপুড়ে ছবিতে – যা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। হলুদ গাঁদার ফুল, কথা কইব না বৌ, আকাশে হেলান দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

– সব গানই ঐসব বেদে-বেদেনীর সুর থেকে চয়ন করা। সাপুড়ের গানের জনপ্রিয়তার পেছনে কাজীদার অবদানই সমধিক।'

১. সাপুড়িয়া রে,
বাজাও বাজাও সাপ খেলা মোর বাঁশী
বা

২. আয় লো বনের বেদেনী
বা

৩. খা খা খা
তোর বক্ষিলারে খা
তারি দিব্যি ফণাতে তোর ঠাকুরের পা।
বা

৪. কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো
শ্বশুর সওদাগর
ঐ মান্দাসে চড়ে যাব বেহুলা লখিন্দর।

ছ. কাজরী

ভারতের উত্তর প্রদেশে কাশী ও মির্জাপুর অঞ্চলে কাজলী দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে যে গান গাওয়া হয় তাকেই কাজলী বা কাজরী সংগীত বলা হয়। এ গান উত্তর প্রদেশের লোক সংগীত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিতে কাজলী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ভাদ্রের কৃষ্ণ তৃতীয়া হতে শ্রাবণের কৃষ্ণ তৃতীয়া পর্যন্ত চলে কাজরী গানের উৎসব। শ্রাবণের ভরা বাদরের নানা রূপ, বাদল মেঘের গুরু গর্জন, শ্রাবণের অবিরল ধারা বর্ষণ স্নিগ্ধ প্রকৃতির রূপ ইত্যাদি বর্ষার বহু বিচিত্র রূপের ছবি আঁকা হয় কাজরী শ্রেণীর গানে অর্থাৎ এই গানে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা অধিক এবং বর্ষা ঋতুতেই এ গান গাওয়া হয়। কাজরী ক্ষুদ্র প্রকৃতির শৃঙ্গার বা আদিরস প্রধান নায়ক-নায়িকার উক্তি সম্বলিত লোক সংগীত। অর্থাৎ মূল গায়ককে কেন্দ্র করে দুহারী হিসাবে আরো অনেকে অনুসরণ করে। এই দিনে মহিলারা নববস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে শৃঙ্গার রসাত্মক ভাষায় কাজলা দেবীর গান সারারাত্র ব্যাপী গেয়ে থাকে। উক্ত দিনে ভাই তথা ভ্রাতৃসমকে রাখি বাঁধা হয়। এই অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান সবাই অংশগ্রহণ করে থাকে। নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষাতেও এই গান গাওয়া হয়।

নজরুল বেশ কিছু সংখ্যক কাজরী গান রচনা করেন। তার মধ্যে

'শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এল না
বরষা ফুরায়ে গেল, আশা তবু গেল না।'

Dhaka University Institutional Repository

শুনলেই বোঝা যায় কাজরী শ্রেণীর গানের আবেদন কতটা প্রাণস্পর্শী। এছাড়া নজরুল রচিত আরো কিছু কাজরী,

১. কাজরী গাহিয়া এস গোপ ললনা
শ্রাবণ গগনে দোলে মেঘ দোলনা।

২. গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে
কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে।

৩. মোর ঘন ঘটা ছাইল গগন
ভুবন গভীর বিষাদ মগন।

৪. ঝুলন দোলায় দোলে নওল
কিশোর গিরিধারী হরষে
মৃদঙ্গ বাজে নভচারী মেঘে বারিধারা রুমঝুম বরষে
নাচে ময়ূর নাচে কুরঙ্গ, কাজরী গাহে বন বিহঙ্গ
যমুনা জলে বাজে জল তরঙ্গ, শ্যাম সুন্দর রূপ দরশে।

৫. ঝুলনের হিন্দোল দোলে, আনন্দ-কিশোর কোলে,
ইন্দ্র-কিশোরী দোলে, মহাভাবে বিহ্বলা, দোলে দোলে
ঝম্ ঝম্ ঝম্ করে বাদল মেঘ বাদল মেঘ বরণ ফুল
ঝরে ধরায় অঞ্জলি কেয়া-কদম্ব-বকুল।

৬. আজি এ বাদল দিনে কত কথা মনে পড়ে
হারাইয়া গেছে পিয়া এমন বাদল ঝড়ে ॥
আমারি এ বুকে থাকি'
ঘুমাত সে ভীরু পাখি
জলদ উঠিলে ডাকি' লুকাত বুকের 'পরে ॥

৭. এ ঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে
হয়ে রহি রহি সেই মুখ পড়িছে মনে ॥
বিজলিতে সেই আঁখি
চমকিছে থাকি থাকি
শিহরিত এমনি সে বাহু বাঁধনে ॥

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কাজরী পর্যায়ের গানগুলো কাব্যরসের মাধুর্যে ভরা এবং অপূর্বভাবে বর্ষাকে বর্ণনা করেছেন। বর্ষার সাথে বিরহের যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রিয়াকে না পাওয়ার যে বেদনা, যে আকুতি বরষ ফুরায়ে যাচ্ছে তবু পিয়াকে পাওয়া হোল না, আবার 'আজি এ বাদল দিনে কত কথা মনে পড়ে ...' বা এ ঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে হয়ে রহি রহি সেই মুখ পড়িছে মনে ...। 'তিলং' রাগে চার চার ছন্দের ত্রিতালে রচিত এই গানটি যেমন কাব্য মাধুর্যে ভরপুর তেমনি ছন্দেও একটা বৈচিত্র্যময় স্পন্দন পাওয়া যায়।

নজরুলের কাজরী গানগুলোর মধ্যেও শ্যাম বা কৃষ্ণের এবং প্রকৃতির যে শৃঙ্গরসভাব তার রূপ দেখা যায়। যেমন কাহারবা তালে রচিত –

এল শ্যামল কিশোর তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা।
সুনীল শাড়ি পরো ব্রজনারী পরো নব নীপমালা অতুলনা ॥
ডাগর চোখে কাজল দিও
আকাশী রঙ পরো উত্তরীয়
নব-ঘন-শ্যামের বসিয়া বামে দুলে দুলে বলো বঁধু ভুলোনা ॥
... বাহুতে দোলনায় বাঁধিবে শ্যামরায় বলো
'হে শ্যাম, এ বাঁধন খুলো না ॥

বা,

গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে
সিহর সৌদামিনী রাধিকা দোলে নবীন ঘন শ্যাম সনে।
দোলে রাধা শ্যাম ঝুলন দোলায় দোলে আজি শাওনে ॥

কাব্য মাধুর্যে ভরা নজরুলের আরো কিছু কাজরী –

রিম ঝিম রিম ঝিম বাজে কাজরী !
ঝুলন দোলায় দোলে নীলাম্বরী।
নাচে বনের ময়ূর বাজে কাঁকন কেয়ুর
ওঠে নূপুর ঝুমুর সুরে গুঞ্জরি' ॥

বা,

Dhaka University Institutional Repository

সখি বাঁধ লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া।
নামিল মেঘলা মোর বাদরিয়া।
চল কদম তমাল তলে গাহি কাজরিয়া
চললো গৌরী শ্যামলিয়া ॥

জ. কীর্ত্তন

কীর্ত্তন হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের এক প্রকার উচ্চ স্তরের ভজন সংগীত বা ধর্মীয় সংগীত যা বাঙালির জীবন ধারার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাধারণত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক ভাবমূর্তি এ গানের মধ্যে ফুটে উঠে। বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধন ও ভজন কীর্ত্তন অতি প্রাচীন সংগীত।

কীর্তনের আভিধানিক অর্থ হিন্দুদের রাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক সংগীত। সংকীর্তন গুণ বর্ণনা, যশ বা মহিমা প্রচার। কীর্তন শব্দের সাধারণ অর্থ সংশব্দন, কথন, বচন, বর্ণনা, ঘোষণা। তবে কীর্তন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোকে এই অর্থের ইঙ্গিত আছে :

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনকক পিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম।
বন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরক্ষণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।২১।৫)

[সুন্দর দেহ, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের ভূষণ, কানে কর্ণিকার ফুল। সোনার মতো উজ্জ্বল পীতবাস পরণে, গলায় বৈজয়ন্তীমালা (পরিয়া) অধরে ন্যস্ত বেণু বাজাইতে বাজাইতে (শ্রীকৃষ্ণ) নিজ লীলাভূমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ চারিদিকে তাঁহার কীর্তি গান করিতেছিল।][২২]

কৃ ধাতুর অর্থ প্রশংসা। কীর্তি ও কীর্তন এই দুইটি শব্দই কৃৎ ধাতু থেকে এসেছে। রূপে শৌর্যে, জ্ঞানে ও কর্মে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর নাম স্মরণ, গুণ বর্ণনা, যশোসূচক গানের নামই কীর্তন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পরম গুণান্বিত, তিনি পরমানন্দস্বরূপ, সকলের আশ্রয়, তাঁর মহিমা অনুত্তর। তাই ঈশ্বরের নাম গুণও যশোকথা আবৃত্তি ও গান কীর্তনের বিশেষ অর্থ।

[২২] হিতেম রঞ্জন সান্যাল; বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ. ১৬।

এই গানের সঠিক জন্ম কবে হয়েছিল তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। অনেকের মতে, শ্রীচৈতন্যেদেবকেই কীর্তন গানের প্রবর্তক মনে করেন। তবে, এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, চৈতন্যের আবির্ভাব বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম যে হিল্লোল তুলেছিল সে একটা শাস্ত্র ছাড়া ব্যাপার। যাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যাকুল হলো। সেই অবস্থার মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এই জন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালি আত্মপ্রকাশ করতে বসল। (সংগীতের মুক্তি)। তবে সর্বসাধারণের মতে, কীর্তন দ্বারা ভক্তি প্রচার করাই ছিল চৈতন্যদেবের লক্ষ্য। শ্রীচৈতন্য দেবের সময় থেকেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার দেখা দিলো। এবং সাথে সাথে কীর্তন গানের প্রচার এবং প্রসারতা বাড়তে লাগলো। বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ মহাজনের পদাবলী বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন বলে পরিগণিত হলো। বৈষ্ণব লীলাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই প্রধান উপজীব্য। রাধা কৃষ্ণের এই ঐশ্বরীক প্রেমলীলা নজরুলকেও উদ্দীপিত করেছে। কবিপুত্র কাজী অনিরুদ্ধ তাঁর 'নজরুল গীতি' প্রবন্ধে বলেছেন, 'বৈষ্ণব যারা তাঁরা রাধাকৃষ্ণের বাল্য লীলা প্রেমলীলা ও গোষ্ঠলীলার সুরচিত দর্শনের দুর্লভ সুযোগ লাভ করবেন নজরুলের রচনায়' (নজরুল স্মৃতি, পৃ. ১৫৭)। ধর্মের দিক থেকে তিনি অত্যন্ত উদার মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন বলেই নজরুলের পক্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সম্ভব হয়েছিল এত মর্মস্পর্শী কীর্তন রচনা করা। হিন্দু ধর্মসংগীত পর্যায়ের এই কীর্তন রচনা একদিকে যেমন বিপুল অপর দিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়। অন্য কোন বাঙালি কবির রচনাকর্মে হিন্দু ধর্ম সম্পৃক্ত বিষয়ের এমন বহুমুখী প্রতিভা এ পর্যন্ত আর দেখা যায় নি।

কীর্তন গান যে বাঙালির জীবন ধারার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সেটা নজরুল নিজেও উপলব্ধি করেছিল। তাঁর দেশাত্মবোধক গানের পর্যায়ে 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী' গানটির শেষের স্তবকে আছে '... কীর্তন শোনো রাতে মা ...' এই স্থানের স্বরলিপি :

I	^পনা	-া	না	|	না	না	নর্সা	I	ধা	না	না	|	-া	-া	-নর্সা	I
	কী	র্	ত		ন	শো	ন০		রা	তে	মা		০	০	০০	
I	-ধনা	-া	-া	|	-া	-া	র্সা	I	-ধনা	-া	ধণা	|	-র্সা	-নর্সনা	-ধা	I
	০০	০	০		০	০	০		০০	০	০০		০	০০০	০	

I পধা -পা -া | -া -া -া I

০০ ০ ০ ০ ০ ০

বাংলাদেশের ষড়ঋতু বর্ণনামূলক এই অপূর্ব দেশাত্মবোধক গানটিতেও কি সুন্দর সাবলীলভাবে নিয়ে এসেছেন কীর্তন গানের কথা এবং গানের কথা নিয়ে এসেই খ্যান্ত হননি কীর্তনের সুরের পুরো আমেজটাই তিনি নিয়ে এসেছেন নির্দিষ্ট কয়েকটি লাইনে। এতেই বোঝা যায় নজরুল কতটাই একাত্ম হয়েছিলেন কীর্তন গানে।

নজরুলের কীর্তন গানগুলো ভাবের দিক থেকে যেমন সমৃদ্ধ তেমনি সুর লালিত্যেও অতুলনীয়। গীতিনাট্যেও তিনি কীর্তন ব্যবহার করেছেন। 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' গীতিনাট্যে কীর্তনটি –

ওহে রসিক রসাল কদলী
ভাবুকের তুমি ভাবের আধার ... ...

হাসির গানেও নজরুল কীর্তন রচনা করেছেন –

আমার হরি নামে রুচি
কারণ পরিণামে লুচি ... ...

বা আমি চাইনি হতে ভ্যাবা গঙ্গারাম
ও দাদা ও শ্যাম ... ...

বা কীর্তন গায় ছুচুন্দর
হুতুম প্যাচা বাজায় খোল ... ...।

পদাবলী কীর্তনের ঐতিহ্য অনুসারেও নজরুল যথেষ্ট সংখ্যক কীর্তন রচনা করেন। নজরুলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তন নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. সখি আমি না হয় মান করেছিনু
তোরা তো সকলে ছিলি
ফিরে গেল হরি
কেন পায়ে ধরি ফিরাইলিনা তারে।

২. ওরে নীল যমুনার জল
বল রে মোরে বল
কোথায় ঘন শ্যাম
আমার কৃষ্ণঘন শ্যাম।

Dhaka University Institutional Repository

৩. এস নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া
কৃষ্ণ কানাইয়া হরি।

৪. আমি কেন হেরিলাম ঘনশ্যাম

৫. একি অপরূপ রূপের কুমার

৬. ওলো বিশাখা ওলো ললিতে

৭. ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই

ঝ. হোলির গান

হোলি বা হরি'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বসন্তোৎসব, দোল খেলা, দোল লীলা বা আবির খেলা। অর্থাৎ বসন্তকালে রং-এর আবির ছিটিয়ে দোল যাত্রা উপলক্ষ্যে যে আনন্দ উৎসব করা হয় সেই সময়কে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের সাথে রং খেলার বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয় নিয়ে রচিত হয় এই হোলি। দোলযাত্রা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পর্ব হলেও এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট গান বাংলাদেশে খুব কম প্রচলিত। হোলি বা দোল-যাত্রা উপলক্ষে বাঙালি সমাজের ভিতর কীর্তন-সংকীর্তনে মাধ্যমে যে গান গাওয়া হয় তা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গান। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত, বিশেষ করে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এ সম্পর্কে পৃথকভাবে কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এ গানের সাথে ঢোলক এবং মন্দিরাই প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে দেবব্রত দত্ত সংগীত প্রভাকর তাঁর সংগীত তত্ত্ব প্রথম খণ্ড পৃ. ২৩৪এ বলেছেন,

> 'ধামার শৈলীর গানের অনুকরণে হোরী গান রচিত অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক ও বসন্তকালে হোলী উৎসবের রূপ বর্ণনামূলক ভাষা এই গানের প্রধান অঙ্গ। তবে ধামার গানের পরিবেশন পদ্ধতির সহিত এই গানের কোনই সংস্রব নাই এবং ভাষাও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে দুইটি বিভাগ আছে। যেমন স্থায়ী ও অন্তরা। হোরী গানের গতি ও প্রকৃতি ধামার অপেক্ষা যথেষ্ট লঘু। এই গান সাধারণতঃ দীপচন্দী, ত্রিতাল, কার্ফা ইত্যাদি তালেই গীত হয়, অপরপক্ষে ধামার গান ধামার তাল ভিন্ন আর কোন তালেই গাওয়া হয় না এবং হোরি শৈলীর গানের চলনে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয় ও ঠুংরী চালের গানের সহিত বিশেষ মিল দেখা যায়। খেয়াল গায়কগণ অনেক ক্ষেত্রে ঠুংরী গানের পরিবর্তে হোরী গান পরিবেশন করিয়া থাকেন।'[২৩]

[২৩] দেবব্রত দত্ত, সঙ্গীত তত্ত্ব, ব্রত প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃ. ২৩৪।

নজরুলের গানে এই হোলি বা হরি পর্যায়ের কিছু গান দেখতে পাই, যেখানে কবি হোলির রঙের আবিরে কৃষ্ণকে রাঙিয়ে দিয়েছেন বা দিতে চেয়েছেন তেমনই একটি গান,

আয় ওলো সই খেলবো খেলা
ফাগের ফাজিল পিচকিরীতে
আজ শ্যামে জোর করব ঘায়েল
হোরির সুরে গিট্‌কিরিতে ॥
বসন-ভূষণ ফেল্‌লো খুলে;
দে দোল্‌ দে দোল্‌ দোদুল দুলে
কর লালে লাল কালায় কালো
আবির হাসির টিট্‌কিরিতে।

এই গানটির বাণীতে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণকে রং দিয়ে কিভাবে রাঙিয়ে দিতে চেয়েছে কবি। আরো অনেক গানে একই বিষয় দেখতে পাই যেমন, ঝাঁপতালে (১০ মাত্রা) রচিত–

গগনে পবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রঙ
নিখিল রাঙিল রঙে অপরূপ ঢঙ ॥

বা, কাহারবা তালে রচিত –

আনন্দ-দুলালী ব্রজ বালার সনে
নন্দ দুলাল খেলে হোলি!
রঙের মাতন লেগে যেন শ্যামল মেঘে
খেলেছে রাঙা বিজলি ॥

বা,

হোরির রঙ লাগে আজি গোপিনীর তনুমনে,
অনুরাগে-রাঙা গোরীর বিধু-বদনে ॥

ফাগের লালী আনিল কে,
কাজল-কালো চোখে
কামনা-আবির ঝরে রাঙা নয়নে ॥

বা,

হোরির মাতন লাগল আজি লাগলো রে

বন উপবন নিখিল ভুবন আবির রঙে রাঙল রে ॥

নজরুলের হরি পর্যায়ের গানে তিনি বেশ কিছু রাগের ব্যবহার করে গানগুলোকে আরো সুললিত করেছেন। তেমনি কিছু গান –

- খাম্বাজ-কাফি / কাহারবা

  আজি নন্দ দুলালের সাথে

  ঐ খেলে ব্রজনারী হোরী।

- কাফি-সিন্ধু / কাহারবা

  ব্রজগোপী খেলে হোরী

  খেলে আনন্দ নবঘন শ্যাম সাথে।

- পিলু-হরি

  শ্যামের সাথে চল সখি খেলি সবে হোরি।

- ধানী/ কাহারবা

  আয় গোপিনী খেলবি হোরি

  ফাগের রাঙা পিচকারীতে।

- ধানী / হোরি ঠেকা

  আজি দোল ফাগুনের দোল লেগেছে

  আমের বোলে দোলন-চাঁপায়।

ঞ. ছাদ পেটানো গান

পরিশ্রমীরা, পরিশ্রমকে সহনীয় বা লাঘব করার উদ্দেশ্যে সমবেত কণ্ঠে বা একক কণ্ঠে ছাদ পেটানোর গান গেয়ে থাকে। এই গান গেয়ে পরিশ্রমকে সহনীয় করে তোলে, দূর করে তাঁদের কাজের এক ঘেয়েমী ভাব। সারিবদ্ধভাবে বা কাছাকাছি এক জায়গায় অবস্থান করে এই গান গাওয়া হয়। একজন গানের একটি কলি গাওয়ার পর সাধাণত সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করে সকলে। সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা

Dhaka University Institutional Repository

করে হাতের পিট্‌নিগুলি। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় ছন্দের সাথে সুর সঙ্গতির – একই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে তাদের হাতের কাজ। এখানে সুর ধরে রাখার জন্য কোন যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে না। হাতের পিটনির আঘাতের শব্দই তাদের যন্ত্রের কাজ করে। এই সঙ্গে সে গান চলে তার বিষয়বস্তু অধিকাংশই নর-নারীর চিরন্তন সম্পর্কজনিত এবং সংসারের যাবতীয় খুঁটি-নাটি বিষয়।

নজরুল প্রাচীন ছাদ-পেটানো গান অবলম্বনে ছাদ পেটানো গান সৃষ্টি করেছেন। যেমন,

সমবেত : সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো,
পাত ভরে ভাত পাইনা ধরে আসে হাত গো।
১ম : তোর ঘরে আজ কি রান্না হয়েছে
২য় : ছেলে দুটো ভাত পায়নি, পথ চেয়ে রয়েছে
৩য় : আমিও ভাত রাঁধিনি, দেখ্‌ না চুল বাঁধিনি
শাশুড়ি মান্ধাতার বুড়ি মন্দ কথা কয়েছে।
৪র্থ : আমার ননদ বড় দজ্জাল বজ্জাত গো।
সমবেত : সারাদিন পিটি ... ...

এই গানটি 'চৌরঙ্গী' বাণীচিত্রের কাজী নজরুল নিজেই এই গানের সুর করেছিলেন।

চ. চৈতী

বিহারের প্রধান লোক সংগীতগুলির মধ্যে অন্যতম গীতশৈলী এই চৈতী। চৈত্র মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে এই গানকে চৈতী গান বলে। এটি মূলত শৃঙ্গার রসাত্মক হলেও বিরহ ব্যথার স্পর্শই উক্ত শৈলীর গানে সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে রাম সীতার ব্যথাভরা বিরহাত্মক জীবন দর্শনই এই গানে প্রধান স্থান পেয়ে থাকে। চৈতী গান বিহার প্রদেশে বিশেষ লোকপ্রিয় এবং আদৃত। নজরুলের লোক সংগীতের বিশাল ভাণ্ডারে চৈতী পর্যায়ের কিছু গান পাওয়া যায়। যেমন – কাহারবা তালে রচিত –

প'রো প'রো চৈতালী সাঁঝে কুসুমী সাড়ি
আজি তোমার রূপের সাথে চাঁদের আড়ি
প'রো ললাটে কাঁচ পোকার টিপ
তুমি আলতা প'রো পায়ে হৃদি নিঙাড়ি ॥

কাব্য মাধুর্যে ভরা এই চৈতী গানটি অতুলনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

কাহারবা তালে রচিত আরেকটি চৈতী –

মনের রঙ লেগেছে
বনের পলাশ জবা অশোকে
রঙের ঘোর জেগেছে পারুল কনক চাঁপার চোখে ॥

বা,

ওকে মুঠি মুঠি আবীর কাননে ছড়ায়
রাঙা হাসির পরাগ ফুল আননে ঝরায়।

ছ. গ্রাম্য সুর

এ ছাড়া আবদুল আজীজ-আল-আমান সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি – অখণ্ড'-এ লোকগীতি অধ্যায়ে কিছু গানকে তিনি গ্রাম্য সুর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সহজ ভাষায়, সুরে রচিত গ্রাম্যসুরকে কেন্দ্র করে নিম্নে তেমনি কতগুলো গান :

১. গাছের তলে ছায়া আছে, সোঁত নদীর জলে
সেই না সোঁতে এস বন্ধু বস তরু তলে।

২. ডাল মেল, পত্র মেল, ওরে তরুলতা!
কইতে পার, কইতে পার আমার প্রাণের বন্ধু গেল কোথা (রে) ॥

৩. নিশি পবন নিশি পবন ফুলের দেশে যাও
ফুলের বনে ঘুমায় কন্যা তাহারে জাগাও।

৪. নিশির নিশুতি যেন হিয়ার ভিতরে গো

৫. বন্ধু পথ চেয়ে আকাশের তারা
পৃথিবীর ফুল গনি ॥

৬. রাজার দুলাল! রাজপুত্র! বল গো আমায়
ভাঙো ভাঙো পাষাণ পুরীর সাত মহলার দ্বার ॥

৭. সখি নাম ধরে কে ডাকে দুয়ারে

৮. সাপের মণি বুকে ক'রে কেঁদে নিশি যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নজরুল রচিত লোক সংগীতের সুর ও বাণী বৈচিত্র্য এবং সুরের স্বাতন্ত্র্য

নজরুল সংগীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের ভাণ্ডারে লোক সুরের গান এক অমূল্য সম্পদ। এই বৈচিত্র্যতা নজরুল সংগীতের বাণীর বেলায় যেমন প্রযোজ্য সুরের বেলায়ও তেমনি প্রযোজ্য। লোক সুর ও লোক গান আমাদের সকল গানের ধাত্রী অর্থাৎ এটি আমাদের মাটির গান – এর সাথে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। নজরুল ছাড়া অন্য কোন বাঙালি সংগীত রচয়িতার বাণী এবং সুরে এমন বিস্ময়কর বৈচিত্র্যতা পাওয়া যায়নি। আমরা ওপার বাংলা আর এপার বাংলার গানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই কী অসামান্যভাবে নজরুল নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন। একেবারে পৃথক একটি সাংগিতিক ও কাব্যিক জগত তিনি সৃষ্টি করেছেন। নজরুল প্রতিভার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, যে কোন পরিবেশে নতুন গান, নতুন সুর, নতুন বিষয়কে তিনি আত্মস্থ করতে পারতেন। শুধু আত্মস্থ করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, তাঁকে তার প্রতিভার রঙে রাঙিয়েও দিতেন। এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার জন্যই তিনি গানের যে কোন শাখাতেই অনায়াসে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। নজরুল প্রতিভার অসামান্য পরিচয় ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকাঙ্গিক গানে। বাংলা লোক অঙ্গিকের গানও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক ভাণ্ডার। নজরুল বৈচিত্র্যের প্রতিটি ধারাকেই যথাযথভাবে স্পর্শ করেছেন। ইতিপূর্বে ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, ঝুমুর অধ্যায়ে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

ওপারের ঝুমুর গানকে তিনি তাঁর গানে নিয়ে এসে বাংলা কাব্য সংগীতের ধারায় পৃথক একটি প্রবাহ সংযুক্ত করেছেন। এই ঝুমুর অঙ্গের গানের ভিতরেও যে কত বৈচিত্র্যতা তিনি এনেছেন। ভাব বৈচিত্র্যের সাথে সাথে ভাষারও বৈচিত্র্যতা। এই বৈচিত্র্যের মাত্রাগুলো সূক্ষ্ম। সাধারণভাবে চোখে পড়তে চায় না। সাঁওতালীদের জীবনের খুটিনাটি বিষয়ও তিনি নিয়ে এসেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। সাঁওতালীরা তাদের ভাষায় 'তুই' ব্যবহারটা অতি সাধারণভাবে ব্যবহার করে, নজরুল তাঁর গানে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন,

১. 'ও দুখের বন্ধুরে ছেড়ে কোথায় গেলি
এক্‌লা ঘরে ফেলি।'
বা

Dhaka University Institutional Repository

২.	'বাঁকা ছুরির মত বেঁকে উঠল যে তোর আঁখি রে
বেদের দুলাল আমার সাথে
সাপ খেলবি নাকি বল।'

নজরুলের গানে এই সূক্ষ্ম সাধারণ ব্যাপারগুলোও যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

আবার 'ঝুমুর' গানের প্রাণ মাতানো আড় দোলাকে কত না ভাবে নজরুল তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। তাঁর,

'নাচের নেশার ঘোর লেগেছে
নয়ন পড়ে ঢুলে লো
বুনো ফুল পড়লো ঝরে নাচের ঘোরে
দোলন খোপা খুলে লো ...

গানটিতে দেখা যায় এখানে কয়লা খনিতে কাজ করা মানুষের জীবন কেমন জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর গানের বাণীতে, সুরে, ছন্দে।

দাদরা তালে রচিত এই গানটির ছন্দে আছে এক অসাধারণ আড় দোলা, মাদকতা। স্বরলিপিতে দেখি গানটির শুরুটাই কত ছন্দময়। নাচের নেশার –

I	স রমাঃ	মপঃ	-া	|	পদপা	পমা	-া	I
	না০	চে০	র্		নে	শা	র্	

এই কাটা কাটা সূক্ষ্ম সুরের অলংকারটি গানটির রসকে আরো প্রগাঢ় করে। আবার দ্বিতীয় লাইনে '... নয়ন পড়ে ঢুলে লো' পুনরাবৃত্তির সময় –

									[জ্ঞা	-সঃ	-া]					
I	পদপা	মপমা	-া	|	জ্ঞমা	-জ্ঞা	সা	I	সা	সা	-া	|	-া	-া-	া	I
	না০০	য়০০	ন্		প০	০	ড়ে		ঢু	লে	০		০	০	০	

এভাবে গানটির যে ছন্দ তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর, বৈচিত্র্যময় এবং স্বতন্ত্র।

শচীন দেব বর্মনের গাওয়া 'মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে' গানটির সুরের ঢংটিও অসাধারণ।

Dhaka University Institutional Repository

আবার তাঁর 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে ...' গানটিতে ঝুমুরের প্রচ্ছন্ন ঢংটি মিলে অসাধারণ সৌন্দর্য রচনা করেছে।

নজরুল লোক সংগীতের ঢং-এর গানগুলোর মধ্যে বিরাট একটা স্থান দখল করে রেখেছে ঝুমুর গানে। তাইতো তিনি এই ঝুমুর গানকে নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। নজরুল গবেষক রশিদুন নবী তাঁর 'লোকগীতির অঙ্গিকে নজরুল সংগীত' বিষয়ক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,

> 'বেদেনী, সাপুড়ে ও জিপসীদের নিয়ে রচিত গানের মধ্যে ঝুমুর গানের সুর বসিয়ে কবি প্রাচীন একটি লুপ্ত সম্পদকে গানের আসরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।'

আমরা জানি রাঢ় বাংলার অন্যতম লোক সংগীতই হচ্ছে এই ঝুমুর। শাল-পিয়াল-মহুয়া বনের অদিবাসীদের এই ঝুমুর গান কবির হৃদয়কে এমনভাবে আন্দোলিত করেছিলো যে, কবি তাঁর মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এবং এর প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই তার রচিত ঝুমুর গানের বাণীতে। তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন মহুয়া বন, শাল পিয়াল বন, বইচ বন, ধুতুরা ফুল, কয়লা খাদ বা মাদল, বাঁশের বাঁশী, বেলয়ারী চুড়ি, খোপা, বৈঁচি মালা, পৈঁচি চুড়ি, কাঁকাল, নূড়ির মালা, ডুমুর গাছ, চোরাকাঁটা, শালুক ফুল, দোলন খোপা, পিয়াল পাতা প্রভৃতি নজরুলের ঝুমুর গান সাঁওতাল অধিবাসীদের যৌথ জীবন-যাত্রার ছন্দ, প্রেম-ভালবাসা-আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসব প্রবণতা, দৈনন্দিন সকল ঘটনাই যেন ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝুমুর গানে ব্যবহৃত মাদল এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র যা অপরিহার্যভাবে পাহাড়ী সাঁওতালীদের আনন্দ-উৎসবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তবতার ছোঁয়ামিশ্রিত বিষয়বস্তুর ঝুমুরের বৈশিষ্ট্য। নজরুলের ঝুমুর গানে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। এইজন্য নজরুলের ঝুমুর গানগুলো খুবই জনপ্রিয় ও প্রাণস্পর্শী, একদিকে যেমন কাব্যমাধুর্যে ভরপুর, অন্যদিকে তেমনি সুর-লালিত্যে পরিপূর্ণ।

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কিছু দ্বৈত-কণ্ঠের ঝুমুর গানও রয়েছে। যেমন,

পুরুষ : কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে
বাজে লো ঘুঙুর কাহার পায়ে।

স্ত্রী : হাতে তল্‌তা বাঁশের বাঁশী
মুখে জংলা হাসি
সে ঐ বুনো গো
বেড়ায় আদুল গায়ে।

অথবা,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈত : ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে
ঘুঙুর বেধে পায়ে লো
নাচব দু'জন মাদল, বাঁশি
নূপুর নিয়ে আয় লো।
স্ত্রী : আর জনমে চোর কাঁটা তুইছিলি রে
এ জনমে আঁচল ছিড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি।
পুরুষ : চোরকাঁটা নয় দিলাম পানের খিলি গো
গয়না দিলাম গায় গো ॥

নজরুলের বিভিন্ন গান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নজরুলের মধ্যে দু'টি সংগীত সুরধারা এসে মিলিত হয়েছে। একটি রাগ সংগীতের ধারা এবং অন্যটি লোক সংগীতের ধারা। এবং লোক সংগীতকে জনপ্রিয় করার মূলে নজরুলের অবদান কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগ নিলেও গান রচনা ও সুর সংযোজন করে ব্যাপকভাবে বাংলার আকাশে-বাতাসে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন নজরুল। সেই সময় লোক সংগীতের খ্যাতিমান শিল্পী আব্বাসউদ্দীন লোক সংগীতের আঙ্গিকে গান রচনা করার ব্যাপারে নজরুলকে অনুপ্রাণিত করেন। এর ফলে নজরুল সংগীতের জনপ্রিয়তা বাহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

নজরুলের লোকসংগীতের মধ্যে ভাটিয়ালি আর ঝুমুরের সংখ্যাই বেশী। ভাটিয়ালি আর ঝুমুরকে তাঁর লোক সংগীতের ঝুলিতে পাশাপাশি স্থান দিয়ে তিনি বাংলার পূর্ব প্রান্তদেশ আর পশ্চিম প্রান্তকে একসূত্রে বেঁধেছেন। অর্থাৎ তিনি কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড সীমারেখায় সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সমগ্র বাংলার সকল স্তরের মানুষকে তাঁর সহজ, সাবলীল সুর-তাল-ছন্দ-ভাষা দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। ভাটিয়ালি পূর্ব-বঙ্গের জনপথের গান আর ঝুমুর বাংলা ও বিহারের সীমান্ত জেলাস্থিত সাঁওতাল অদিবাসীদের গান। দু'টি ধারার গানের সুরভঙ্গির মধ্যে প্রকাশের পার্থক্য, রসের পার্থক্য, তবে লোকগীতির বিশেষ আমেজ উভয়ে সমান পরিলক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, মুকুন্দ দাস ও অন্যান্য সংগীত রচয়িতারা যেখানে বাউল, ভাটিয়ালি ও সারি গানের সুর ও ঢং ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন অর্থাৎ তাঁদের গানে বাউল, ভাটিয়ালি, সারি গানের প্রাতিফলন দেখা যায় যার সবই বাংলার প্রধান ভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর গান সেখানে নজরুল ওপার বাংলার ঝুমুর ও ঝাপানের ঢংটিকেও কাজে লাগিয়ে এক অনবদ্য বৈচিত্র্যতা স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ ঝুমুরকে বাংলা লোক সংগীতানুগ কাব্য সংগীতের একটি বিশিষ্ট উপাদান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের লোক সংগীতের অঙ্গিকে রচিত নজরুলের গানের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলা লোক সংগীতের প্রায় সমগ্রতাকে অনুভব করা যায়। বৈচিত্র্য যে নজরুলের সংগীত প্রতিভার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তা এই শ্রেণীর গানেও সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তাঁর প্রতিটি গানই পৃথক রচনা প্রতিটি গানই স্বতন্ত্র এবং সংগীত কলার যাবতীয় রূপ নজরুল সংগীতে পরিস্ফুট হয়েছে।

লোক সংগীতের উল্লেখযোগ্য ধারার মধ্যে নজরুলের ভাটিয়ালি গান অন্যতম একটি অধ্যায়। নজরুলের ভাটিয়ালি ঢঙের বিখ্যাত গান, 'পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয় পত্র নিয়ে যা...' যা ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করেছে। গানটিতে যেমন আছে ভাটিয়ালির ছোঁয়া তেমনি আধুনিকতার পরশ পাই। 'মোর পরাণ বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই' অংশটুকু ফোক সুরের আওতায় পড়ে না, আধুনিকতার ছাপ পাই। আবার 'নাইরে' অংশটুকু পুরোপুরি ফোক টিউন। শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠে গীত এই গানটি শ্রবণ মাত্রই সবার হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়। সহজ তালে সহজ সুরে সহজ ভাষায় এই গানটির আবেদন অবিস্মরণীয়। যার ফলে গানটি আরো বেশী মনমুগ্ধকর হয়ে হৃদয় আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তীতে এই গানিটি বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী ফেরদৌসী রহমান-এর কণ্ঠেও একদম জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। গানটির টানটা যখন দেয় তখন শরীরের প্রতিটি লোম শিহরিত হয়ে ওঠে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারে জেনেছি, তখন অতি জনপ্রিয়তার কারণে গানটি উর্দুতেও অনুবাদ করা হয়েছিল সুরটিকে অপরিবর্তিত রেখে, 'পদ্মা কি মওজো...' এই গান আজও জনপ্রিয় চিরকাল এর অবদান অম্লান হয়ে থাকবে। নজরুলের বাউল গানের সংখ্যা সীমিত হলেও তা আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। যেমন,

১. 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ
আমার এ প্রাণের ঠাকুর, নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির গেহ।'

বা,

২. 'পথ ভোলা কোন রাখাল ছেলে
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশি ফেলে'

Dhaka University Institutional Repository

আবার নজরুলের,

'আমি ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ির মতন
চলছি উড়ে, প্রাণ সই
ছুটি উর্দ্ধশ্বাসে ঝড়-বাতাসে
পড়ব কোথায় কেমনে কই ॥'

এই বাউল গানটিতে জীবন-দর্শনের খুব সুন্দর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

নজরুলের কাজরী গানগুলোর মধ্যে আছে প্রাণস্পর্শী আবেদন। বর্ষা প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বর্ণনা আর নানা রকম উপমা সমৃদ্ধ এই কাজরী গানগুলো প্রকৃতি ও মানব প্রেমের এক অপূর্ব রূপরেখা ধরা দিয়েছে নজরুলের গানে। তেমনি একটি কাজরী,

'কাজরী গাহিয়া চল গোপ ললনা
শ্রাবণ গগনে দোলে মেঘ-দোলনা ॥
পর সবুজ ঘাগরী চেলি নীল ওড়না
মাখো অধরে মধুর হাসি, চোখে ছলনা ॥
কদম চন্দ্রাহার প'রে এস চন্দ্রাবলী
তমাল শাখা বরণা এস বিশাখা শ্যামলী।
বাজায় করতাল দূরে তাল বনা ॥

বা,

গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে কিশোর দোলে বৃন্দাবনে,
... পরি ধানী রং ঘাঘরী, মেঘ রং ওড়না
গাহে গান, দেয় দোল গোপীকা চল চরণা,
ময়ূর নাচে পেখম খুলি বন-ভবনে।
গুরু-গম্ভীর মেঘ-মৃদঙ্গ বাজে আঁধার অম্বর তলে।

কাজরী গানের এই কাব্য বিশ্লেষণ করে সহজেই বোঝা যায় কাজী নজরুল শুধু বিদ্রোহী কবিই না প্রেমেরও কবি। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের গানে এই প্রেম ধরা দিয়েছে বিভিন্ন রূপে। কখনও ঈশ্বর প্রেম, স্বদেশ প্রেম,মানবীয় প্রেম, কখনও-বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দেখি তাঁর বাউল গান, কীর্তন, হোরি, কাজরী, চৈতীতে। কখনও প্রকৃতি প্রেমের পরশ সাজান অর্থাৎ জগৎ সম্পর্কে নানা বিচিত্র প্রেমের ধ্বনি তাঁর গানের কাব্যে-সুরে একাত্ম হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সত্যিই সুরের যাদুকর। রাঢ় বাংলায় জন্ম নিয়েও এপার বাংলার ভাটিয়ালি বাউল গান যে তাঁর ভিতরে কতটা গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল আরোকটি প্রমাণ পাই তাঁর লোকসুরের আমেজে ইসলামী গান রচনার দিকে দৃষ্টি দিলে। অপূর্ব বাণী-সুরের সমন্বয়ে লোকাঙ্গিক সুরের এই গানগুলো –

- ওরে ও দরিয়ার মাঝি
- কবর জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়
- পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া
- কারো ভরসা করিসনে তুই এক আল্লাহর ভরসা কর
- এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল – ইত্যাদি।

আমরা জানি নজরুল রাগসংগীতের প্রতি ছিল নজরুলের দুর্বার আকর্ষণ। তিনি এ নিয়ে অনেক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নব রাগও সৃষ্টি করেছেন। শুদ্ধ রাগ, মিশ্র রাগ, নিজস্ব রাগে রচিত তাঁর গানগুলো অতুলনীয়। এর প্রভাব আমরা তাঁর লোকাঙ্গিক গানের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। তাঁর কাজরী অঙ্গের গানে বিভিন্ন রাগের অনুপ্রবেশ দেখতে পাই বাউল গানে, কীর্তনে ও মিশ্ররাগ, কখনও বেহাগ, কখনও খাম্বাজ, লক্ষণীয় আবার তাঁর রচিত হোরী অঙ্গের গানে তিনি সিন্ধু, কাফি, পিলু ইত্যাদি রাগের প্রতিফলন দেখি। নজরুল সুরের এই রস বাংলা সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য গৌরবময় সম্পদ। তিনি কখনও এক সুরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। সুরবৈচিত্র্য এবং মাধুর্য আনার জন্য তিনি বার বার সুরান্তর করেছেন, তাল থেকে তালান্তরে, ছন্দ থেকে ছন্দান্তরে গমন করেছেন। এ প্রসঙ্গে করুণাময় গোস্বামী 'নজরুল গীতি প্রসঙ্গে' গ্রন্থে বলেছেন (পৃ. ৪১২),

> '... মিশ্ররাগের ব্যবহারেও এক ধরনের যৌগিক বৈচিত্র সম্পাদিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গজলে ব্যবহৃত রাগ সুরের চলনের সঙ্গে নজরুল উত্তর প্রদেশ অঞ্চলের লোক সংগীতের ঢঙটিকে জুড়ে দিয়েছেন তাতে বৈচিত্র্যের নতুন একটি মাত্রা পাওয়া গেছে।'

তাই সুর বাণীবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বাংলা সংগীতে নজরুলের কথাই সর্বাগ্রে আসে। এবং এর ফলে তিনি তৎকালীন বাংলা গানে প্রচলিত রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে একটি নতুন ও স্বতন্ত্র ধারা রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। নজরুলের লোক সুরের এই গানগুলির ভাবাদর্শ, কাব্যিক গুণাগুন, সুর মাধুর্য গায়কী স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ একটা নতুন স্বতন্ত্র ধারা যা দ্বারা নজরুলের লোক সুরের গানগুলোকে আমরা আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারি যাকে বলতে পারি নজরুলীয় ধারা। তা একবারেই স্বতন্ত্র একটি ধারা স্বতন্ত্র একটি রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

সুরের প্রতি নজরুলের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাই তাঁর গান রচনার পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন প্রকার। সাধারণত একজন সাধারণ সংগীত রচয়িতা একটা বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করে একটা কাব্য রচনা করেন এবং সেই কথার উপর পরে সুর আরোপ করেন। অর্থাৎ আগে কাব্য তারপর সুর। নজরুলের ক্ষেত্রে আমরা তার ব্যতিক্রম দেখি। তিনি আগেই ভেবে নিতেন কি সুরে তিনি গান বাঁধবেন, তারপর সেই সুরের উপর ভাব অনুযায়ী কথার মালা সাজিয়ে দিতেন। অর্থাৎ সুরের কাঠামোটা আগে তৈরি করে নিতেন মজবুত করে তারপর বাণী। উদাহরণ স্বরূপ 'দোলন-চাঁপা' রাগে রাচিত 'দোলন চাঁপার বনে দোলে, দোল পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে ...'। এখানে লক্ষণীয় বিষয় দোলন চাঁপা (রাগের নাম) গানের প্রথম পংক্তিতেই রয়েছে অর্থাৎ গানটি কবি দোলন চাঁপা রাগের উপর ভিত্তি করে লিখলেন তিনি তা আগেই মনোস্থির করে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে, নীলাম্বরী শাড়ী পরে নীল যমুনায় (নীলাম্বরী রাগ), বেণুকা ওকে বাজায় মহুয়া বনে (বেণুকা রাগ) ইত্যাদি অসংখ্য গানের বাণীতে তিনি রাগের নাম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সুর প্রথমে ঠিক করে বাণী বসিয়েছেন। এ কারণে তার গানে সুরের মর্যাদা বেশী। তাঁর সুর তাই বাণী নিরপেক্ষভাবেও মনকে আছন্ন করে সহজেই। এটাই তার সুরের মৌলিকতা। এই সুরের যথাযথ বাণীর প্রয়োগে।

গানগুলোর আবেদন আরো অন্তস্পর্শী হয়ে ওঠে। তার সুর সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যগুলো উপলব্ধি করতে না পারলে তিনি যে কত উচ্চমানের সুরকার তা অনুধাবন করা যাবে না। সুর সঙ্গতি অর্থাৎ সুর ও বাণীর মিলন সৌকর্যেও তার গানগুলো রসোত্তীর্ণ। প্রতিটি গানই এই সুর সঙ্গতির মাধুর্যে ভরপুর। লোক আঙ্গিকের গানের ক্ষেত্রেও দেখি প্রচলিত লোক সুরের কাঠামোতে নতুন রং মিশিয়ে রচনা করেছেন নিজস্ব ঢংয়ের লোকাঙ্গিক গান। এই গানগুলোর মধ্যে তাই মিশে আছে নজরুলের নিজের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার একটা অন্তর্চিত্র।

নজরুল বেশকিছু বাণীচিত্র, গীতিনাট্য ও নাটকের গান লিখে সুর প্রয়োগ করেছিলেন। নিম্নে কিছু গান উল্লেখ করছি :

শাল পিয়ালের বনে গীতিনাট্যের গান :

১. ও ঝুমরো তীর ধনুক নিয়ে বল না কোথায় যাস?

২. (ওরে) শোন ঝুমরো, শোন, তোর কাঁদবে যে মা-বোন

৩. কয়লা খাদে যাব না করবো ধানের পাট (দ্বৈত সংগীত)

৪. কুনুর নদীর ধারে –

Dhaka University Institutional Repository

৫. গিরি মাটির দেশে গো

৬. জংলা মায়ের জংলী খোকা-খুকী

৭. শাল পিয়ালের বনে গো পাহাড় তলীর কাছে

৮. শোন রে নূপুর পাহাড় তলীর মেয়ে

৯. হলুদ বরণ ফিঙে ফুলের কাছে

সাপুড়ে বাণীচিত্রের গান

১. আকাশে হেলান দিয়ে

২. কথা কইবে না বউ

৩. কালার মান্দাস বানিয়ে দাও গো

৪. পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম

৫. ফুল ফুটেছে কয়লা ফেলা

৬. ফুটফুটে ঐ চাঁদ হাসে

পাতালপুরী বাণীচিত্রের গান

১. এলো খোঁপায় পরিয়ে দে

২. ও কিশোরী মারিস না তুই

৩. তাল পুকুরে তুলছিল সে

৪. দুখের সাথী গেলি চলে

৫. ধীরে চল চরণ টলমল

মধুমালা নাটকের গান

১. ও বন পথ! ওরে নদী কোথায় রে তোর শেষ (মদন কুমারের গান)

২. ওগো বন্ধু! দাও সাড়া দাও (কাঞ্চনমালার গান)

৩. (ওরে ও) পদ্মা নদী বলতে পারিস কোথায় মধুমালা (মাঝিদের গান)

৪. কেউ বলতে পার কোথায় আমার মধুমালার দেশ (পরিচারিকাদের গন)

৫. তুমি এতদিনে মরণ টানে টানলে (কাঞ্চনমালার গান)

৬. (তোমার) চন্দন রঙ উত্তরীয় মেঘ ডমুর সাড়ি (মদনকুমার ও মধুমালার দ্বৈত গান)

৭. নিঝুমে নিদ্রা যায় (নৌ-সেনা মাঝির গান)

৮. ফুলের হাওয়া যারে ছুটে মধুমালার দেশ (ঘুমপরী স্বপন পরীর গান)

বনের বেদে গীতিনাট্যের গান

১. ওঠাও ডেরা, এবার দূরে যেতে হবে

২. ছন্নছাড়া বেদের দল, আয়রে আয়

চৌরঙ্গী বাণীচিত্রের গান :

১. সারা দিন পিটি কার দালানের ছাদ

নজরুল বেশ কিছু আধুনিক গানে প্রচলিত পদাবলীর সুরকে নিয়ে এসেছেন। এসব গানে আগা-গোড়া কীর্তনের সুর ব্যবহার হয়নি কিন্তু কোন কোন গানের অন্তরা বা স্থায়ী অংশে কীর্তনের সুর ব্যবহার করেছেন। যেমন : 'বসন্ত এলো এলো রে...' গানটির এই অংশে কীর্তনের সুর ব্যবহৃত হয়েছে : 'বেণুকার বনে বাঁশী বাজে, বনমালী এলো বনমাঝে, / নাচে তরু লতিকা যেন গোপ-গোপিকা রাঙা হয়ে রঙের বানে ॥' অথবা, 'তুমি হাত খানি যবে রাখ মোর হাতের পরে' গানটিতে 'যেন রাধা নাই আর বৃন্দাবনে গো সব গেছে মরে' অংশে কীর্তনের সুর ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা, 'বাঁশী তার কোথায় বাজে' গানটিতে 'মোর অন্তর গো বাজে ... ... মোর মথুরায়' অংশে পদাবলীর সুর ব্যবহৃত হয়েছে। নজরুলের এরূপ অনেক আধুনিক গানে ভাটিয়ালি, কীর্তন, বাউল ইত্যাদির সুর মিশ্রণ করার ফলে গানগুলো হয়ে উঠেছে অধিকতর ব্যঞ্জনাময়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সংগীতে নজরুলের লোক সুরের অবদান

বাংলার সংগীত ভাণ্ডার বিশাল এক ভাণ্ডার। অন্যান্য যে কোন প্রদেশের তুলনায় কাব্য সম্পদে সুরবৈচিত্র্যে বাংলার সংগীত আজও প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলার জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, গজল, গম্ভীরা, কবিগান, শ্যামা সংগীত, আগমনী সংগীত ইত্যাদি একান্তভাবে বাঙালির অন্তরের সম্পদ। বিশেষ করে বাংলার লোক সংগীত অত্যন্ত প্রাচীন সংগীত এ সংগীত আমাদের মাটির গান, আমাদের শিকড়ের গান। এই লোক সংগীতগুলো সাধারণত ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত নিম্নবিত্ত মানুষের পরিশ্রম লাঘবের বিনোদন বা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বিনোদনের একটা খোরাক ছিল এই লোক সংগীত। সে সময় সংগীতের ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত নিম্ন বিত্তের একটা স্পষ্ট সীমারেখা বিদ্যমান ছিল। বিত্তশালীরা গাইতেন বা শুনতেন এক শ্রেণীর গান যেমন মার্গ সংগীত, উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় সংগীত, বাঈজী সংগীত ইত্যাদি আর মুটে-মজুরেরা বা গ্রামের সাধারণ নিম্ন আয়ের লোকেরা শুনতো, গাইতো অন্য গান (পল্লী গান)। নজরুলের গান মালিক-মজুরদের এই ব্যবধানের বেড়াজাল ছিন্ন করে সর্বস্তরের মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিল। প্রাসাদ আর পর্ণকুটিরের ব্যবধানকে তিনি ঘুচিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন এই সংগীতের মাধ্যমেই। বাংলা গানের সমৃদ্ধিতে নজরুলের উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে তাঁর লোক সুরের গানগুলো দৃষ্টান্তমূলক। নজরুলের বাংলা গজল, বাংলা ইসলামী গান যেমন বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লাবিক পরিবর্তন সাধন করেছে লোক সুরের গানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয় এবং লোক সংগীতের জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও তার অবদান অসীম। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সর্ব প্রথম উদ্যোগী হলেও রবীন্দ্রনাথের গানে, অতুল প্রসাদের গানে বাউল, ভাটিয়ালি ভাব-অঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত, পক্ষান্তরে নজরুলের লোক সুরের ভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাঁর গানে আমরা বাংলা গানের পল্লী অঙ্গের সমস্ত ধারার গানের স্বাদই পাই ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, লেটোগান থেকে শুরু করে বাউল, কীর্তন, হোরি, কাজরী, চৈতি, ঝাপান, সাওতাল, ঝুমুর সব ধরনের গান পাই। তার সংগীতের বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য এক বিস্ময়ের বিষয়। এ থেকে বোঝা যায় তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা কোনও একটি গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। গতিশীলতাই ছিল তার ধর্ম। এ কারণে রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে থেকেও তিনি জন মানসে নিজেকে স্বতন্ত্র সু-প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখি, বাংলা লোক সংগীতের ধারার সাথে উত্তর ভারতীয় লোক সংগীতের ধারো দুটে সমানভাবে এসে মিশেছে নজরুলের গানে। বাংলা লোক সংগীতের ঝুমুর, সাওতালী, বাউল, রাম প্রসাদী, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, কাজরী ইত্যাদি উত্তর ভারতীয় লোক সংগীতের মধ্যে নাত, গীত, গজল, কাওয়ালী, হোরি, লাউনী, বিহারী প্রভৃতি সংগীতের সুর তিনি সমানভাবে বৈচিত্র্যময় পটভূমি নজরুলের দ্বারাই সৃষ্ট। এ প্রসঙ্গে আবদুল আজীজ-আল-আমান বলেন,

> '...এগুলি অনুকরণ নয়, স্বীকরণ এগুলি এখন নজরুল গীতির বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে আমির ওমরাহ, জমিদর, জোতদার, অভিজাত ধনী সম্প্রদায় লোকগীতিকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখতেন – এগুলো যে গান এবং এর সুরগুলি যে মানুষকে হাসায়-কাঁদায়, তার চিত্তকে উদার করার ক্ষমতা রাখে এই ধারণা ও উপলব্ধি তাদের ছিল না। গজল গানের মত নজরুলই সর্বপ্রথম লোক গীতির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে আশরাফ-আতরাফের ব্যবধান ভেঙে দিয়েছিলেন, ধনী-দরিদ্র সকলের কাছে লোক গীতি আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে নজরুল আব্বাসউদ্দীনকে সাথী হিসাবে পেয়ে বলা যেতে পারে অসাধ্য সাধন করেছেন। বাংলা সংগীত ধারার ইতিহাসে লোকগীতি এখন একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।'

গানের সুর বৈচিত্র্যে তিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের এই প্রতিভা সম্বন্ধে তার সচেতন উক্তি –

> 'কাব্য ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানিনা আমার আবেগ যা এসেছিল তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি তাই আমি বলেছি। এতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু জানা নেই, তবে এইটুকু মনে আছে সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সংগীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবে – এ আমার বিশ্বাস।'

লোকাঙ্গিক গানের ক্ষেত্রেও এ উক্তি যথার্থতা প্রমাণ করেছে। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের মতোই লোক সংগীতের ভাণ্ডারকে বিচিত্র সমাহারে উদ্ভাসিত করেছিল।

রেকর্ড ও সবাক চিত্রের মাধ্যমে লোক সুরে বাংলা গান প্রচারের যে ধারা সে ক্ষেত্রে নজরুল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাপুড়ে বাণীচিত্র, পাতাল পুরী বাণীচিত্র, শাল পিয়ালের বনে গীতিনাট্যের গান, মধুমালা নাটকের গান, মাঝিদের গান, বনের বেদে গীতি গীতিনাট্যের গান ইত্যাদি নাটক, বাণীচিত্রে লোক সুরের গান রচনা করে লোক সংগীতকে ভীষণভাবে জনপ্রিয় করে তুললেন, এর ফলে অন্যান্য সংগীত রচয়িতারাও এ ব্যাপারে ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। অর্থাৎ নজরুল এই ধারাটিকে বহুমুখী হয়ে উঠার ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
নজরুল ইন্সটিটিউট সংগৃহীত নজরুল-রচিত লোক সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকা

নং	রেকর্ড নং	গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী	পর্যায়
১.	এইচএমভি এইচ ৯৪৭	বঁধু ফিরে এসো	নজরুল	–	গৌরী বসু	কীর্ত্তন
২.	এইচএমভি ৯৪৭	সখি বল কোন দেশে যাই	নজরুল	–	গৌরী বসু	কীর্ত্তন
৩.	এইচএমভি এইচ ৯৭১	ওরে গো-রাখা রাখাল	নজরুল	–	কালীপদ সেন	ঝুমুর
৪.	এইচএমভি ৯৭১	এস ঠাকুর মহুয়া বনে	নজরুল	–	কালীপদ সেন	ঝুমুর
৫.	নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড	হলুদ গাঁদার ফুল [সাপুড়ে]	নজরুল	আর. সি. বড়াল	নিউ থিয়েটার্স (কোরাস)	ফিল্ম সং
৬.	এইচ.এম.ভি. ৯৯০৬	সাপুড়িয়া রে বাজাও বাজাও	নজরুল	নজরুল	সীতা দেবী	ফোক সং
৭.	এইচ.এম.ভি. ৯৯০৬	বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয়	নজরুল	নজরুল	সীতা দেবী	ফোক সং
৮.	এফ.টি. ৪০৩৬	আকাশের আর্শিতে ভাই	–	–	সুজন মাঝি	বাউল
৯.	এফ.টি. ৪০৩৬	আমারে ভুলিয়ো বন্ধু	–	–	সুজন মাঝি	ঝুমুর
১০.	এন. ৩৮৪৪	আমার এ না' যাত্রী না লয়	–	–	গুপ্ত (বিমল বাবু)	ভাটিয়ালি
১১.	এন. ৩৮৪৪	ওরে মাঝি ভাই	–	–	গুপ্ত (বিমল বাবু)	ভাটিয়ালি
১২.	এইচ.এম.ভি.৭	কুচ বরণ কন্যা রে	–	–	উমাপদ সেন	ভাটিয়ালি
১৩.	এইচ.এম.ভি. এন ৭৪৯২	যা সখি যা তোরা গোকূলে ফিরে	নজরুল	–	কমলা দেবী	কীর্তন

নং	রেকর্ড নং	গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী	পর্যায়
১৪.	এইচ.এম.ভি. এন. ৭১২২	বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু	–	–	ধীরেন্দ্রনাথ দাস	বাউল
১৫.	কলম্বিয়া কেসিবি ১০১৬৮	রাঙা মাটির পথে লো	নজরুল	নজরুল	নীলিমা বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য	ঝুমুর
১৬.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯৪৮	ব্রজপুর চন্দ্র পরম সুন্দর	নজরুল	–	কমলা পাট্টাদার	কীর্তন
১৭.	এইচ.এম.ভি. এন. ৭০০২	আমার গহীন জলের নদী	–	–	ধীরেন্দ্রনাথ দাস	ভাটিয়ালি
১৮.	এইচ.এম.ভি. এন. ৭০০২	তোমায় কোলে তুলে বন্ধু	–	–	ধীরেন্দ্রনাথ দাস	ভাটিয়ালি
১৯.	এইচ.এম.ভি. পি. ১১৭১৭	চৈতি রাতের উদাস হাওয়ায়	–	–	আঙ্গুরবালা	চৈতি
২০.	এইচএমভি এন. ৮৩০৬৭	শাওন রাতে যদি	নজরুল	–	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	মডার্ণ
২১.	এইচ.এম.ভি. এইচ. ৯৬৯	পদ্মার ঢেউ রে	নজরুল	–	শচীনদেব বর্মন	ফোক সং
২২.	এইচ.এম.ভি. এইচ. ৯৬৯	চোখ গেল চোখ গেল	নজরুল	–	শচীনদেব বর্মন	ফোক সং
২৩.	এইচ.এম.ভি. এইচ. ৮৫৭	মেঘলা নিশি ভোরে	নজরুল	নজরুল	শচীনদেব বর্মন	বেঙ্গল সং
২৪.	এইচ.এম.ভি. এন. ৭৪৭৬	ও তুই যাসনে রাই কিশোরী	–	–	আশ্চর্যময়ী দাসী	ঝুমুর
২৫.	এইচ.এম.ভি. এন. ৭৪৭৬	কালা এত ভালা কিহে	–	–	আশ্চর্যময়ী দাসী	ঝুমুর

নং	রেকর্ড নং	গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী	পর্যায়
২৬.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯১৫	তোমার আসার আশায়	নজরুল	–	আভা সরকার	ভাটিয়ালি
২৭.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯১৫	নাইতে এসে ভাটির স্রোতে	নজরুল	–	আভা সরকার	ভাটিয়ালি
২৮.	টুইন এফ ১২১৫২	দূরের বন্ধু আছে আমার	নজরুল	নজরুল	সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়	ভাটিয়ালি
২৯.	টুইন এফ ১২১৫২	আর্শীতে তোর নিজেরই রূপ	নজরুল	নজরুল	সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়	ঝুমুর
৩০.	মেগাফোন জেএনজি ৫৩৮০	আকাশে হেলান দিয়ে	নজরুল	নজরুল	কানন দেবী	সাপুড়ের গান
৩১.	মেগাফোন জেএনজি ৫৩৮০	কথা কইবে না বউ	নজরুল	নজরুল	কানন দেবী	সাপুড়ের গান
৩২.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭২৬২	ওলো ননদিনী বল	নজরুল	–	কে. মল্লিক	ঝুমুর
৩৩.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭২৬২	অমন করে হাসিস নে আর	নজরুল	–	কে. মল্লিক	ঝুমুর
৩৪.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৩০৮	তোরা বলিস লো সখি	নজরুল	–	যুথিকা রায়	কীর্ত্তন
৩৫.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৩০৮	আশ্বিনে পরবাসী	নজরুল	–	যুথিকা রায়	কীর্ত্তন
৩৬.	এইচ.এম.ভি. কে.ডি.বি. ১০০২৭	শাওন আসিল ফিরে	নজরুল	নজরুল	ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	কাজরী

নং	রেকর্ড নং	গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী	পর্যায়
৩৭.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৩৭০	কালো পাহাড় আলো করে	নজরুল	নজরুল	আঙ্গুরবালা	বেঙ্গলি রুরাল
৩৮.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৩৭০	নাচের নেশার ঘোর লেগেছে	নজরুল	নজরুল	আঙ্গুরবালা	বেঙ্গলি রুরাল
৩৯.	এইচ.এম.ভি. এন. ২৭২৬২	উপল নূড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে	নজরুল	–	বীণা চৌধুরী	বেঙ্গলি রুরাল
৪০.	এইচ.এম.ভি. এন. ২৭২৬২	চিকন কালো বেদের	নজরুল	নজরুল	বীণা চৌধুরী	বেঙ্গলি রুরাল
৪১.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯ ৮৮১	তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে	নজরুল	–	প্রমোদা	সাঁওতালী
৪২.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯ ৮৮১	রাঙ্গা মাটির পথে লো	নজরুল	–	প্রমোদা	সাঁওতালী
৪৩.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৭৩২	মহুয়া বনে	নজরুল	–	প্রমোদা	সাঁওতালী ডান্স
৪৪.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৭৩২	চুড়ির তালে নূড়ির মালা	নজরুল	–	প্রমোদা	সাঁওতালী ডান্স
৪৫.	টুইন এফটি ১২৬৬৯	গিরিধারী লাল কৃষ্ণ গোপাল	নজরুল	–	শোভারানী দে	কীর্ত্তন
৪৬.	টুইন এফটি ১২৬৬৯	ভক্ত নরের কাছে	নজরুল	–	শোভারানী দে	কীর্ত্তন
৪৭.	কলম্বিয়া জিই ২৭৩৫	মেঘ বরণ কন্যা থাকে	নজরুল	চিত্ত রায়	মৃণালকান্তি ঘোষ	বেঙ্গলি রুরাল
৪৮.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯১৬	আমি কি সুখে লো গৃহে রব	নজরুল	–	হরেন চ্যাটার্জী	কীর্তন

নং	রেকর্ড নং	গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী	পর্যায়
৪৯.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৪৪৮	শাওন রাতে যদি	নজরুল	–	জগন্ময় মিত্র	মডার্ণ
৫০.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৪০৪	সখি সাপের মনি বুকে করে	নজরুল	নজরুল	আঙ্গুরবালা	বেঙ্গলী রুরাল
৫১.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৪০৪	বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে	নজরুল	নজরুল	আঙ্গুরবালা	
৫২.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭১৮৫	ও বন্ধু! দেখলে তোমায়	নজরুল	নজরুল	পদ্মরানী চ্যাটার্জী	ফোক সং
৫৩.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭১৮৫	নিশির নিশুতি যেন	নজরুল	নজরুল	পদ্মরানী চ্যাটার্জী	ফোক সং
৫৪.	টুইন এফটি ১৩৯২৮	ওকে নাচের ঠমকে	নজরুল	রঞ্জিত রায়	রাধারানী	ডান্স সং
৫৫.	এইচ.এম.ভি. এন. ২৭১২২	বাঁকা চোখে চাহে ওকে	নজরুল	–	মৃণালকান্তি ঘোষ	রুরাল
৫৬.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯৪৭	মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী	নজরুল	–	যূথিকা রায়	কীর্তন
৫৭.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯৪৭	কেঁদো না কেঁদো না মাগো	নজরুল	–	যূথিকা রায়	কীর্তন
৫৮.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৩০৮	তোরা বলিস লো সখি	নজরুল	–	যূথিকা রায়	কীর্তন
৫৯.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭৩০৮	আশ্বিনে পরবাসী	নজরুল	–	যূথিকা রায়	কীর্তন
৬০.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯৬৩	বাঁশী বাজায় কে	নজরুল	–	মৃণালকান্তি ঘোষ	ভাটিয়ালি

নং	রেকর্ড নং	গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী	পর্যায়
৬১.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৯৬৩	আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে	নজরুল	–	মৃণালকান্তি ঘোষ	ভাটিয়ালি
৬২.	এইচ.এম.ভি. এন. ৭৩২৪	ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ	নজরুল	–	হরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী	কীর্তন
৬৩.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৭৮৮	ওরে নীল যমুনার জল	নজরুল	–	যূথিকা রায়	কীর্তনাঙ্গ
৬৪.	এইচ.এম.ভি. এন. ৯৭৮৮	তোমার কালো রূপে	নজরুল	–	যূথিকা রায়	কীর্তনাঙ্গ
৬৫.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭২৬২	অমন করে আসিস নে আর রাই লো	নজরুল	–	কে. মল্লিক	ঝুমুর
৬৬.		ওলো ননদিনী বল	নজরুল	–	কে. মল্লিক	ঝুমুর
৬৭.	মেগাফোন জেএনজি ৫৩৮০	আকাশে হেলান দিয়ে	নজরুল	–	কানন দেবী	সাপুড়ে ফিল্মের গান
৬৮.	মেগাফোন জেএনজি ৫৩৮০	কথা কইবে না বউ	নজরুল			সাপুড়ে ফিল্মের গান
৬৯.	এইচ.এম.ভি. পি. ১১৫৩৭	কালা কত না চাতুরী জানে	–	–	আঙ্গুরবালা	ভাটিয়ালি
৭০.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭০৭১	কোন বিদেশী নাইয়া তুমি	নজরুল	–	পদ্মরাণী চট্টপাধ্যায়	
৭১.	এইচ.এম.ভি. এন. ১৭০৭১	সোনার বরণ কন্যা গো	নজরুল			
৭২.	এফটি ৪২১৬	ওরে ও দরিয়ার মাঝি	নজরুল	–	আব্বাসউদ্দীন	ইসলামী
৭৩.	এন ৯৯৪৮	ব্রজপুর চন্দ্র পরম সুন্দর	নজরুল	–	কমলা পাট্রাদার	কীর্তন

নং	রেকর্ড নং	গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী	পর্যায়
৭৪.	এন ৯৯৪৮	সখি কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামরায়	–	–	কমলা পাট্টাদার	কীর্তন
৭৫.	কিউ.এস. ৫৩৭	আমি কলহেরি তরে কলহ করেছি	নজরুল	নজরুল	নীলিমা ব্যানার্জী	কীর্তন
৭৬.	কিউ.এস. ৫৩৭	মুরলী শিখিব বলে	নজরুল	নজরুল	নীলিমা ব্যানার্জী	কীর্তন
৭৭.	এন. ৭৩২৪	ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ	নজরুল	–	হরেন্দ্র চট্টপাধ্যায়	কীর্তন
৭৮.	জে.এন.জি. ৬	নদীর নাম সই অঞ্জনা	–	–	আব্বাসউদ্দীন	গ্রাম্য সঙ্গীত
৭৯.	জে.এন.জি. ৬	পদ্মা দীঘির ধারে ঐ	–	–	আব্বাসউদ্দীন	গ্রাম্য সঙ্গীত
৮০.	এন. ১৭৪১৪	কাণ্ডারী গো কর কর পার	নজরুল	–	মৃণালকান্তি ঘোষ	বেঙ্গলি রুরাল
৮১.	এন. ১৭৪১৪	এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে	নজরুল	নজরুল	মৃণালকান্তি ঘোষ	বেঙ্গলি রুরাল
৮২.	কে.ডি.বি. ১৫০৪৯	রাঙা মাটির পথে লো	নজরুল	রঞ্জিত রায়	প্রমোদ	সাঁওতাল
৮৩.	কে.ডি.বি. ১৫০৪৯	তেপান্তরের	নজরুল	রঞ্জিত রায়	প্রমোদ	সাঁওতাল
৮৪.	এন. ৯৭৮৮	তোমার কালো রূপে	নজরুল	–	যূথিকা রায়	কীর্তনাঙ্গ
৮৫.	এইচ.এম.ভি. এন. ৭০৭৬	কালা এত ভাল কিহে	–	–	আশ্চর্যময়ী দাসী	ঝুমুর
৮৬.	এইচ.এম.ভি.	ও তুই যাসনে রাই	–	–	আশ্চর্যময়ী	ঝুমুর

নং	রেকর্ড নং	গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী	পর্যায়
	এন. ৭০৭৬	কিশোরী			দাসী	
৮৭.	মোগাফোন জে.এন.জি. ৬১	দোপাটি লো লো করবী	–	–	সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী	বেঙ্গলী সং
৮৮.	মোগাফোন জে.এন.জি. ৬১	সোনার মেয়ে	–	–	সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী	বেঙ্গলী সং
৮৯.	টুইন এফ.টি. ৪২১৫	তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে	–	–	ইন্দুসেন ও রেণু	বেঙ্গলী সং
৯০.	টুইন এফ.টি. ৪২১৫	এলে তুমি কে	–	–	ইন্দুসেন ও রেণু	বেঙ্গলী সং
৯১.	টুইন এফ.টি. ২২২৭	কুচ বরণ কন্যারে তার	–	–	আব্বাসউদ্দীন	বেঙ্গল সং

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

রশিদুন্ নবী সম্পাদিত নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র গ্রন্থে উল্লেখিত লেটোগানের তালিকা

১.	**২৫৮৬. লেটো গান : 'রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র'** চল ওহে মন্ত্রী-সূত, স্বরাজ্যে ফিরে। ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখিলাম দেশে-দেশান্তরে ॥
২.	**২৫৮৭. লেটো গান : 'রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র'** শুন শুন মন্ত্রী নন্দন। কথার নড়চড় হবে না, যদি মোর যায় জীবন ॥
৩.	**২৫৮৮. লেটো গান : 'রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র'** প্রতিজ্ঞার কথা মন্ত্রীসূত, নাই স্মরণ আমার। শীঘ্র কারণ না বলিলে প্রাণ বাঁচা তব হবে ভার ॥
৪.	**২৫৮৯. লেটো গান : 'রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র'** বল, বল, বল ওস্তাদ, ইহার কি উপায় হইবে? কি রূপেতে পাবে মুক্তি, কে ইহার প্রাণ বাঁচাবে?
৫.	**২৫৯০. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'** আব্বা গেছেন হজ করতে মক্কা মদিনা। কুলসুম আছে, আমরা তারি প্রেমের দিওয়ানা ॥
৬.	**২৫৯১. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'** কুলসুম, কুলসুম, সুন্দরী কুলসুম ও হে এ বাগের সোনা। ফাগুন বনে ফুল ফুটেছে, সুবাসে ভ্রমর দিওয়ানা ॥
৭.	**২৫৯২. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'** ও রে তুই যে মায়ের চোখের মণি, মায়ের প্রাণের ধন। চোখে চোখে রাখবে মায়ে, এই তো মায়ের পণ ॥
৮.	**২৫৯৩. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'** সখি রে, উপায় কি করি? সখি রে উপায় কি করি? তিনজন বর আমি একা, কারে পছন্দ করি ॥
৯.	**২৫৯৪. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'** চল্ চল্ চল্ লো সখি ফুল বাগানে যাই। বিয়ের ফুল ফুটল আমার সৌরভ ছুটল ভাই ॥
১০.	**২৫৯৫. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'** বল, বল, বল ওস্তাদ, কুলসুমের কি হইবে। খরিস সাপের বিষ হইতে, কি রূপে সে জীবন পাইবে ॥
১১.	**২৬৯৬. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'** সাজে পাত্র, সাজে মিত্র, সাজে সৈন্য, রাজা যাবেন শিকারে। শিকারে রাজার নেশা, শিকার ছাড়া থাকে না কো ঘরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

১২.	**২৫৯৭. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'** (আমি) কোন পথে সখি, যাব গো, কোন পথে সখি যাব। আমার পায়ে আলতা, পথে কাদা, পায়ে কাদা না লাগাব ॥
১৩.	**২৫৯৮. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'** সখি, মান ক'রো না, মুখ তুলে চাও, আসছে তোমার বর। অচিন দেশের, রাজার কুমার, আসছে ঘোড়ার পর ॥
১৪.	**২৫৯৯. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'** নয় বনহরিণী, তব মন হরণী, তব মনোমোহিনী। এনেছে ভুলায়ে, মনকে দুলায়ে, দেখাইতে তব মন-রানী ॥
১৫.	**২৬০০. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'** বল, বল, ওস্তাদ, কি ইহার উপায় হইবে। কি রূপেতে অন্ধ রাজা, চক্ষু দুটি ফিরিয়া পাইবে ॥
১৬.	**২৬০১. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** লোকে বলে আঁটকুড়ো রাজা, বলে, দেখ্‌ব না মুখ সকালে রাজার মুখ দেখ্‌লে ফাটবে হাঁড়ি, দিন যাবে না কুশলে ॥
১৭.	**২৬০২. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** শোন্ শোন্ শোন্ রে রাজা, উত্তর দিকে যা চলে। এখানে এক আম গাছ আছে, দেখ্‌বি তার দখিন ডালে ॥
১৮.	**২৬০৩. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** ও বাবা ফকির সাহেব, তোমার কথা সত্য যে দেখছি। এখানে গাছের দখিন ডালে এক থোকায় সাত আম পেয়েছি ॥
১৯.	**২৬০৪. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** ওগো রাজা, ওগো রাজা পিছন ফিরে চাও। আরো সাতটা আম রয়েছে, সে আম নিয়ে যাও ॥
২০.	**২৬০৫. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** চোরে আম ল'য়ে পালায়, চোরে আম ল'য়ে পালায়। অসময়ের পবিত্র আম, আম ল'য়ে কে যায় ॥
২১.	**২৬০৬. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** আই লো, আই সতীন-রা আম খাবি তো আয়। এ আম খেলে, হবে ছেলে ঘুচবে সকল দায় ॥
২২.	**২৬০৭. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** ভক্তি হলো বড়, ও রানী মা আসল হলো ভক্তি। আমের খোসা যে খেয়েছো তাতে নাই কোন শক্তি ॥
২৩.	**২৬০৮. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** বলবো কি দুখের কথা, সুখের দিনে আজ। সে কথা বলতে রাজা, পাই যে বড় লাজ ॥

২৪.	**২৬০৯. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'** বল বল বল ওস্তাদ, এই বানর ছানার কি হইবে কিশোর কালে কি করিবে, বড় হলে কি করিবে ॥
২৫.	**২৬১০. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে?'** কি আশ্চর্য দেখলাম আমি। একটি নারীর দুইজন স্বামী ॥
২৬.	**২৬১১. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে?'** কেমনে থাকিবি ও রে কবরে একলা।
২৭.	**২৬১২. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে?'** মধু রাতি গো, মিলন সাথী গো।
২৮.	**২৬১৩. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে?'** কি আশ্চর্য দেখলাম আমি। একটা নারীর দুটো স্বামী ॥
২৯.	**২৬১৪. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে?'** কি খেলা, খেলালে কালী মা, তুমি কি খেলা খেলালে। কার মাথা, কার ঘাড়ে দিয়ে জীবন দিয়ে দিলে ॥
৩০.	**২৬১৫. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে?'** শোনো ওহে গোদাকবি প্রশ্ন করি তোমারে। অমলাকে, কে পাবে, বলে যাবে আমারে ॥
৩১.	**২৬১৬. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** দেবরাজের রাজসভায় ইন্দ্র পুরে। পঞ্চ অপ্সরী তালে তালে নৃত্য করে ॥
৩২.	**২৬১৭. লেটো গান 'রাজা হরিশচন্দ্র'** তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, নয়নে নয়নে জানি গো। আমার এ মন, কি চাই অনুক্ষণ, গোপনে গোপনে বলি গো ॥
৩৩.	**২৬১৮. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** কি রূপে মোচন হবে, এ শাপ দুর্গতি ॥
৩৪.	**২৬১৯. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** প্রণাম প্রণাম ও হে দেবরাজ। দেব-সভা ছেড়ে যেতে পাই বড় লাজ ॥
৩৫.	**২৬২০. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** প্রথম অপ্সরী :তপোবনে ফুল বাস ছড়ায় সুবাস।

৩৬.	**২৬২১. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** মোরা ফুলের দেশের রানী গো, রানী গো। কে তুমি? মোরা জানি না, জানি না, না, না গো ॥
৩৭.	**২৬২২. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** মোরা পঞ্চ জনে, লতার বাঁধনে, বাঁধা এই তরু শাখে। ফেলি অশ্রুজল, ভিজে তরুতল, কে গো তুমি পথ-বাঁকে ॥
৩৮.	**২৬২৩. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** : এত বড় নাম, নাহি বলিবারে পারি। আজি হতে তব নাম, শুধু হোক হরি ॥
৩৯.	**২৬২৪. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** আহা কি ফুল ফুটেছে, এই তপোবনে। ফুল দেখে পুলক জাগিছে মোর মনে ॥
৪০.	**২৬২৫. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** ফুল তুলিব সাজি ভ'রে, ফুল তুলিব আজ। পত্র ফুলে হবে এবে, দেব পূজার কাজ ॥
৪১.	**২৬২৬. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** শ্মশান চণ্ডাল, শ্মশান চণ্ডাল শোন, বলি গো তোমারে। আমি অনাথিনী, পেয়ে একাকিনী, বৌ কেন বল মোরে ॥
৪২.	**২৬২৭. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'** বল, বল, ওহে ওস্তাদ হরি ডোমের কিবা হবে। শৈব্যা তাঁরে কি বলবে, শ্মশানে কি ঘটনা হবে ॥
৪৩.	**২৬২৮. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** শব্দভেদি শিখেছি, শব্দ শুনে ছুঁড়ব। শব্দ শুনে শব্দ ভেদি, মোর একবার দেখব ॥
৪৪.	**২৬২৯. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** দাঁতাল হাতি মেরেছেন রাজা শব্দভেদি বাণে। শব্দভেদি মারা দেখে, বন মুখরিত জয়গানে ॥
৪৫.	**২৬৩০. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** হরিণ শিকার হয়েছে ভাই, ভোজ হবে আজ ভালো। শব্দ শুনে, শব্দভেদি হরিণ এক মারিল ॥
৪৬.	**২৬৩১. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** বুকেতে কে বাণ মারিল, পরান জ্বলে যায়। পরান জ্ব'লে যায় গো আমার, মরি বেদনায় ॥
৪৭.	**২৬৩২. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** ভুল, ভুল, ভুল, ভুল শুনিয়াছি আমি ভুল। মৃগ জল পান করিতেছে বুঝি সরযূ নদীর কূল ॥

৪৮.	**২৬৩৩. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** তুমি দশরথ অযোধ্যাপতি, শুনেছি দয়ালু রাজা। তোমার বনের আশ্রমে থাকি, আমরা তোমারি প্রজা ॥
৪৯.	**২৬৩৪. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** শোন, শোন, অন্ধমুনি, সিন্ধু নহি আমি। আমি পাপী দশরথ অযোধ্যার স্বামী ॥
৫০.	**২৬৩৫. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** কোথায় আমার সিন্ধু আছে, সেথায় মোদের নিয়ে চল। নিয়ে চল, নিয়ে চল, সেথায় মোদের নিয়ে চল ॥
৫১.	**২৬৩৬. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** সিন্ধু, সিন্ধু, সিন্ধু, ওরে উথলিয়া ওঠে প্রাণ। মা, বাবা বলে ডাকবি না আর করবি না অভিমান ॥
৫২.	**২৬৩৭. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'** বল বল ওহে ওস্তাদ লেটো গানের আসরেতে। কি অভিশাপ দিয়েছিল, অন্ধ মুনি অন্ধাকিনীতে ॥
৫৩.	**২৬৩৮. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** ওরে মেঘনাদ, প্রিয় পুত্র ধন। মেঘের আড়ালে থাকি করেছিলি রণ ॥
৫৪.	**২৬৩৯. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করি আসিয়াছি রণে। সম্মুখে দেখিতে পাই শ্রীরাম লক্ষণে ॥
৫৫.	**২৬৪০. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** গোদাকবির বর্ণন : অঙ্গদ, পাদপ পাথর আনিল বিস্তর।
৫৬.	**২৬৪১. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** এ কি হেরি! রণভূমে, ধূলায় পড়ে শ্রীরাম লক্ষণ। কপিকুল চারিপাশে মনোদুখে করে যে ক্রন্দন ॥
৫৭.	**২৬৪২. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** ও রে কপি সেনাদল, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। ঐ উঠেছে ধূলি হতে, শ্রীরাম ধনুর্ধর ॥
৫৮.	**২৬৪৩. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** প্রমীলা প্রিয়ে, রণে যাব দাও বিদায়। সংহারিব নর ও বানর অবহেলায় ॥
৫৯.	**২৬৪৪. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** রাক্ষস, নিশাচর, রাবণি মেঘনাদ। আজিকে ঘুচাব তোর নিশি রণসাধ ॥
৬০.	**২৬৪৫. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** যেথা যাই সেথা শুনি, একই সে কথা। মাতা তুলি দেয় গালি, বুকে লাগে ব্যথা ॥

Dhaka University Institutional Repository

৬১.	**২৬৪৬. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** দক্ষিণ দুয়ারে সবে হলো অচেতন। মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, শরভ, বালীর নন্দন ॥
৬২.	**২৬৪৭. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** অচেতন বানরকুল, পতন সবার জিনিবারে যাব, এবে উত্তর দুয়ার ॥
৬৩.	**২৬৪৮. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** উত্তর দুয়ারে জাগে ধূম্রাক্ষ সুগ্রীব। আর জাগে তার সনে যত কপিবীর ॥
৬৪.	**২৬৪৯. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** কথায় কথায় বহু কথা বলা যায়। বীর যে বলে না কথা, করে সে লড়াই ॥
৬৫.	**২৬৫০. লেটো গান 'মেঘনাদ বধ'** ইন্দ্রজিৎ মোর নাম, জানে দেবকুল। নর ও বানর আজ করিব নিরমূল ॥
৬৬.	**২৬৫১. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** বাণে বাণে রণক্ষেত্র হলো আঁধিয়ার। কোথায় রাবণি তুই খুঁজি বার বার ॥
৬৭.	**২৬৫২. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** বিভীষণ : জাম্বুবান, জাম্বুবান, বুদ্ধি-বৃহস্পতি। কেমনে বাঁচিবে শ্রীরাম কর অবগতি ॥
৬৮.	**২৬৫৩. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** আর কতদিন থাকব দুখে অশোক কাননে।
৬৯.	**২৬৫৪. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** শোন, শোন, সীতা দেবী বলি গো তোমারে। বহু রক্ষঃ বীর পড়ে রণের মাঝারে ॥
৭০.	**২৬৫৫. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** সীতা, সীতা, সীতা মোর নয়নের তারা। এত দিনে লঙ্কাপুরে হনু সীতা হারা ॥
৭১.	**২৬৫৬. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** হনুমান, বীর তুমি জানে সর্বজন। সীতাদেবী নাই, তুমি বল কি কারণ ॥
৭২.	**২৬৫৬. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** অশোক কাননে আমি এখনি যাইব। মা জানকী, আছে কিনা, দেখিয়া আসিব ॥
৭৩.	**২৬৫৭. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** শ্রীরাম : এসো এসো বুকে ধরি, মিত্র বিভীষণ। তুমি জান রক্ষঃদের ধরন-ধারন ॥

Dhaka University Institutional Repository

৭৪.	**২৬৫৮. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** বল ওস্তাদ গোদাকবি, মেঘনাদ কেমনে মরিবে। কোন স্থানে, কি রূপেতে, কে তাহারে বধ করিবে ॥
৭৫.	**২৬৫৯. লেটো গান : 'কুশ ও লব'** মোর এ যজ্ঞের ঘোড়া অতি সুশোভন। ছিল তুরঙ্গ নগরে, এনেছি যজ্ঞের কারণ ॥
৭৬.	**২৬৬০. লেটো গান : 'কুশ ও লব'** সারা ভারত আজ, মোর করতলে। শত্রু বধিয়াছি আমি নিজ ভুজবলে ॥
৭৭.	**২৬৬১. লেটো গান : 'কুশ ও লব'** শান্ত এ তপোবন, শান্ত এ তপোবন। বেদ মন্ত্র, নিশিদিন হেথা, হয় যে উচ্চারণ ॥
৭৮.	**২৬৬২. লেটো গান : 'কুশ ও লব'** ওরে, কে তোরা দুইজনে, এলি মুনির তপোবনে, চাহিলে বদন পানে, সীতা পড়ে মনে ॥
৭৯.	**২৬৬৩. লেটো গান : 'কুশ ও লব'** বল, বল, বল ওস্তাদ, শ্রীরামচন্দ্রের কি হইবে। কি বা অঘটন ঘটিবে, কুশলব কি করিবে ॥
৮০.	**২৬৬৪. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** নহ কলঙ্কিনী, নহ কলঙ্কিনী।
৮১.	**২৬৬৫. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** আহা! রাধা সুন্দরী, রাধা সুন্দরী। কাঁদিতে ছিল দুচি আঁখি রাঙা করি ॥
৮২.	**২৬৬৬. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** লোকে বলে রাধিকা সে কৃষ্ণ কলঙ্কিনী শ্যাম সোহাগী বলে ডাকে কুটিলা ননদিনী ॥
৮৩.	**২৬৬৭. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** রাধা : সখিরা শোন শোন ঐ দূরে বাজে বাঁশরি।
৮৪.	**২৬৬৮. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** নহ কলঙ্কিনী, নহ কলঙ্কিনী। নহ কলঙ্কিনী নহ কলঙ্কিনী ॥
৮৫.	**২৬৬৯. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** সখি, রাধা রাধা নামে বাজে বাঁশরি সহিতে পারি না সুর চল্ লো ত্বরা করি ॥
৮৬.	**২৬৭০. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** সখি, কৃষ্ণ দরশনে যাব। ভূষণের কি প্রয়োজন? সখি, আমার নয়ন ভূষণ, শ্যাম নাগরের দরশন ॥

৮৭.	**২৬৭১. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** ওহে, তোমরা মান করেছ দু'জনায়। সেই মান সাধিতে মোর প্রাণ যে যায় ॥
৮৮.	**২৬৭২. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** আহা রে বাঁশি, রাধা নামে সাধা বাঁশি। বাঁশের বাঁশি, কালার মোহন বাঁশি ॥
৮৯.	**২৬৭৩. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** শোন হে রাধিকে, বলি হে তোমাকে, কেন অভিসারে নাহি যাও। তোমার বিরহে, কালা দুখে রহে, কেন তারে ব্যথা দাও ॥
৯০.	**২৬৭৪. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** বড়ায়ি লো, সহিতে পারি না আর। গোকুল-গোপিনী, দিয়েছে লো দুখভার ॥
৯১.	**২৬৭৫. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** ওহে নাগর শ্যাম-কালাচাঁদ, পরজনমে হয়ো রাধা। মোর এ হৃদয়, তোমার ও মন একই প্রেম ডোরে বাঁধা।
৯২.	**২৬৭৬. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'** বল বল ওহে ওস্তাদ, কবিরাজ কি ঔষধ দিবে। নন্দরাজ কি করিবে? মা যশোদা কি করিবে ॥
৯৩.	**২৬৭৭. লেটো গান : 'কংস বধ'** ওলো, কদম তলায় বাঁশি বাজে, বলে রাধা রাধা। আমরা জলকে যাব নীল যমুনায় সঙ্গে যাবে রাধা ॥
৯৪.	**২৬৭৮. লটো গান : 'কংস বধ'** নীল যমুনার কদম তলে বাঁশি বাজে গো। বাঁশি বাজে গো, রাধার হৃদয় মাঝে গো ॥
৯৫.	**২৬৭৯. লেটো গান : 'কংস বধ'** বলি, ওলো রাধে দেখ্‌বি আয়। তোর শ্যাম কালাচাঁদ যাচ্ছে মথুরায় ॥
৯৬.	**২৬৮০. লেটো গান : 'কংস বধ'** কৃষ্ণ যার সখা। ও তু মরবি কি রাই কমলিনী, ও তু মরবি কি একা। ও তুদের এক মিলনে, দুজন মিলন আছে যে লেখা ॥
৯৭.	**২৬৮১. লেটো গান : 'কংস বধ'** ওহে ওস্তাদ বলে যাবে, দাঁত দুটো কৃষ্ণ কেন নিলে এবার কংস কি করবে, এই আসরে যাবে বলে ॥
৯৮.	**২৬৮২. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'** চল চল চল সখিরা সরোবরে যাই। সেথা মনোসুখে স্নান করিব বনে নিরালায় ॥

৯৯.	**২৬৮৩. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'** সখিগণ চল, চল সরোবরে যাব। সরোবরে মনসুখে জলকেলি করিব ॥
১০০.	**২৬৮৪. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'** দেখ দেখ সখি, ফুটেছে ফুল, ফুটেছে ফুল। গুন্‌গুনিয়ে আলাপ করে ফুলের সাথে অলিকুল ॥
১০১.	**২৬৮৫. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'** সখি রে, মলয় বহিছে ধীরে উপবনে তরু শাখে। বসন্তের সাড়া পেয়ে কুহু তানে পিক ডাকে ॥
১০২.	**২৬৮৬. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'** ঝড়, ঝড়, ঝড়, ঝড়, মেঘ ডাকে কড় কড়।
১০৩.	**২৬৮৭. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'** এলো ঝড়, এলো ঝড়, ডাকে দেয়া, কড়, কড়।
১০৪.	**২৬৮৮. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'** লেগেছে কেমন মজা, চলিছে টানাটানি। শাড়ি লয়ে ঝগড়া করে শর্মিষ্ঠা দেবযানী ॥
১০৫.	**২৬৮৯. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'** বল, বল, বল ওস্তাদ দেবযানীর কি উপায় হবে। কেমন করে কূপ হইতে দেবযানী মুক্তি পাবে ॥
১০৬.	**২৬৯০. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** যাব মুনির তপোবন, যাব মুনির তপোবন। রাক্ষসেরা তপোবনে, করছে জ্বালাতন ॥
১০৭.	**২৬৯১. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** ওরে রাক্ষসেরি দল, এবার পালিয়ে চল, পালিয়ে চল। ঐ আসিছে, ঐ আসিছে, মহারাজ দুষ্মন্তের সৈন্য দল ॥
১০৮.	**২৬৯২. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** শকুন্তলা : শোন, শোন, শোন রাজা বলি তোমারে। বনহরিণী, নয় এ হরিণ, দেখ ভালো করে ॥
১০৯.	**২৬৯৩. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** কণ্ব ঋষির কন্যা আমি, নামটি শকুন্তলা। তপোবনে থাকি আমি, আমি বনমালা ॥
১১০.	**২৬৯৪. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** তোমার সেবায় মুগ্ধ আমি, ওহে বন ললনা। হরিণীর দাবি ছাড়িলাম। তার দাবি আর করিব না ॥
১১১.	**২৬৯৫. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** আমার নীল বরজের পান। সবুজ পানে, লাল ভরা আছে, খাও হে রাজা পান ॥

১১২.	**২৬৯৬. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** সখি, ফুল ফুটেছে শাখে শাখে অলির গুঞ্জরণ ফুল সুবাসে মুখরিত বসন্তের পবন ॥
১১৩.	**২৬৯৭. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** সখি, যাব, যাব রাজার কাছে লয়ে তোমার কথা। রাজার কাছে জানাব আমি তোমার মনব্যথা ॥
১১৪.	**২৬৯৮. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** ও রাজা, শকুন্তলার মনের খবর এনেছি তোমার কাছে। তোমার প্রেমে পাগলিনী, ফুল চিঠি পাঠিয়েছে ॥
১১৫.	**২৬৯৯. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** আসুন, আসুন, আসুন, রাজন, আসুন তপোবনে। ফুলে ফুলে সাজিয়েছি দেখুন নয়নে ॥
১১৬.	**২৭০০. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** মন কাঁদে মোর ছেড়ে যেতে এই তপোবন। অনুসূয়া প্রিয়ংবদা তরুলতা হরিণীগণ ॥
১১৭.	**২৭০১. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** বল বল বল ওস্তাদ, শকুন্তলা কোথায় গেল। কে তাহারে তুলে নিল। কোন্ লোকেতে লয়ে গেল ॥
১১৮.	**২৭০২. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'** পালা রে, পালা রে পাখি, বনে আসছে পাখমারা ও সে দিনে মারে পায়রা ঘুঘু রাতে মারে রাত চরা ॥
১১৯.	**২৭০৩. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'** তুমি যে আমার মনচোরা, চুরি করেছ মন। কথায় কথায় রাগ কর তুমি, রাগ কর অকারণ ॥
১২০.	**২৭০৪. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'** অনুরাগের পায়রী আমার, অভিমানে উড়ে গেল। ঝড় এলো হায় বৃষ্টি এলো, পায়রী আমার কোথা রইল ॥
১২১.	**২৭০৫. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'** ধন্য ধন্য ধন্য রে এই পায়রা পায়রী। অতিথি সেবার নাই তুলনা হায় মরিমরি ॥
১২২.	**২৭০৬. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'** বল, বল, বল ওস্তাদ, পায়রা-পায়রীর কি হইল। পাখ্মারা ঐ অগ্নিকুণ্ডে, অবাক হয়ে কি দেখিল ॥
১২৩.	**২৭০৭. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'** ঘোড়া আমি ছেড়েছি এখানে। (আমি) করিব অশ্বমেধ যজ্ঞ জ্ঞাতি বধ কারণে ॥

১২৪.	**২৭০৮. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'** পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে। যুধিষ্ঠির ছাড়িলেন অশ্ব যজ্ঞের কারণে ॥
১২৫.	**২৭০৯. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'** আমার অসাধ্য কি আছে ধর্মরাজন। করিয়াছি কুরুক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন ॥
১২৬.	**২৭১০. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'** গদা ও শ্যামা আজি সেনাপতি সাজে। মহারাজের সাড়া পেয়ে বাদ্যসকল বাজে ॥
১২৭.	**২৭১১. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'** কার অভিশাপে হয়েছে পাষাণ। কতদিন হয়ে আছে সে পাষাণ ॥
১২৮.	**২৭১২. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** আমি কর্ণ অঙ্গাধীপ, দাতা বলে মোরে, যে চাহিবে যাহা দান, দিব তার করে ॥
১২৯.	**২৭১৩. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** অঙ্গাধীপ মহারাজ, আমি চাই দান। আপন পুত্ররে রাজা করি খান খান ॥
১৩০.	**২৭১৪. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** দ্বিজবর, অতিথি নারায়ণ তাই মোরা জানি যাহা চাহিয়াছ দেব, তাই দিব আনি ॥
১৩১.	**২৭১৫. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** ওহে ওস্তাদ বলে যাবে, কর্ণ কিবা দেখেছিল। আরো তুমি বলে যাবে, ঐ দ্বিজবর কে বা ছিল ॥
১৩২.	**২৭১৬. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** আমি কর্ণ সেনাপতি, কুরুক্ষেত্র রণে। চলিতেছে মহাযুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডব সনে ॥
১৩৩.	**২৭১৭. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নীরে করি স্নান, করি সূর্য বন্দনা। সূর্যদেব, তোমারে বন্দিব সদা, ভুলিব না, ভুলিব না ॥
১৩৪.	**২৭১৮. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** কে, কে তুমি জননী? নাহি দেখি মুখ। অঙ্গে তব মাতৃস্নেহ ঝরে, তব মুখ দেখিতে উৎসুক ॥
১৩৫.	**২৭১৯. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** কর্ণ : এ কি? পাণ্ডব জননী! তুমি হেথা, মোর কাছে!
১৩৬.	**২৭২০. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** আমি নহি শুধু পাণ্ডব জননী। প্রথম পার্থ মোর, আমিও যে তোর জননী ॥

১৩৭.	**২৭২১. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** তুমি মোর জননী? ধরেছ জঠরে? বলনি তো কোন দিন ইঙ্গিতে আকারে ॥
১৩৮.	**২৭২২. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** আমি কুন্তী, ভোজ কন্যা ছিনু ভোজপুরে। রূপসী কুমারী আমি থাকি সমাদরে ॥
১৩৯.	**২৭২৩. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** এখন জানিনু আমি নহে সূত সুত। সূর্যের ঔরসে জন্ম, কুন্তীগর্ভ জাত ॥
১৪০.	**২৭২৪. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** একি দেবী, তব এ চরণপদ্ম, মোর চরণসম। চরণে চরণ চিহ্ন, তুমি মাতা মম ॥
১৪১.	**২৭২৫. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** আমি সূর্য, তব পিতা, তুমি সুত মোর। কুন্তী দানিয়াছে তোমা সঠিক খবর ॥
১৪২.	**২৭২৬. লেটো গান 'কর্ণ বধ'** প্রথম পার্থ মোর, চল মোর সাথে। মিলাইয়া দিব তোরে পঞ্চ ভ্রাতা-হাতে ॥
১৪৩.	**২৭২৭. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** সূর্য : যাও বীর, যাও তুমি জননীর সনে।
১৪৪.	**২৭২৮. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** চলো মাতা চলো, চলো নিয়ে যাবে কোথা। তোমার চরণ সেবি, যাইব গো সেথা ॥
১৪৫.	**২৭২৯. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** আয় কর্ণ, আয় মোর সাথে ত্যাজি দুর্যোধন। পাপাত্ম, দুর্জনে এবে করহ বর্জন ॥
১৪৬.	**২৭৩০. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** কি বলিলে জননী গো, ত্যাজি দুর্যোধন। কদাচ মা না করিব, সে কাজ এখন ॥
১৪৭.	**২৭৩১. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** সূর্য : ওরে ও বীরসুত রাখিলি না কথা।
১৪৮.	**২৭৩২. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, চলিতেছে মহারণ। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, যুঝিতেছে প্রাণপণ।
১৪৯.	**২৭৩৩. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** ওহে ওস্তাদ গোদাকবি, প্রশ্ন করি তোমায় এবে। কর্ণের এ হাল কেন হলো? এ আসরে বলে যাবে ॥

১৫০.	**২৭৩৪. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** শোন শোন সভাজন, রাজসূয় সমাপন। রাজসূয় করিল শুধু যুধিষ্ঠির রাজন।
১৫১.	**২৭৩৫. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** বাজাও শঙ্খ, বাজাও ঘণ্টা, আকাশ পাতাল কাঁপায়ে। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, স্বর্গেতে যাক পৌঁছায়ে ॥
১৫২.	**২৭৩৬. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** শঙ্খ বাজে না, ঘণ্টা বাজে না, একি হলো যদুপতি। তুমি নারায়ণ স্বয়ং এখানে, কেন হেন দুর্গতি ॥
১৫৩.	**২৭৩৭. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** হে দেব নারায়ণ, হয়েছে অপরাধ, ক্ষমা কর তুমি মোরে। কিসে কিবা মোর হলো অপরাধ, বল তুমি দয়া করে ॥
১৫৪.	**২৭৩৮. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** রাজা, শুচি কর মন, শুচি কর মন, শুচি কর তব মন। বাল্মীকি নামে ইন্দ্রপ্রস্থে মুচি আছে একজন ॥
১৫৫.	**২৭৩৯. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** একি! একি বিপদ!! একি বিপদ দয়াল নারায়ণ। আমি যে অশুচি, জাতে হই মুচি, মোর কেন আমন্ত্রণ ॥
১৫৬.	**২৭৪০. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** রন্ধন পটিয়সী কৃষ্ণা রাঁধেন বহুবিধ রন্ধন। দেব ভোগ চালের অন্ন, রোহিতের ব্যঞ্জন ॥
১৫৭.	**২৭৪১. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** আমি হই মুচি ঘৃণ্য অশুচি, শোন শোন মহারাজ। সোনার থালায় অন্ন দানিয়া পুরী অপমান আজ ॥
১৫৮.	**২৭৪২. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** বল, বল, বল ওস্তাদ শঙ্খ ঘণ্টা কেন না বাজিল। কোন খানে তার খুঁত রহিল, সে খুঁত ওস্তাদ কে করিল ॥
১৫৯.	**২৭৪৩. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'** শোন ওস্তাদ শ্রী ভুবন, জবাব দিয়ে যাই। সঠিক জবাব পাবে তুমি, ভাবছ, জবাব জানা নাই ॥
১৬০.	**২৭৪৪. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'** ও বাবা, আবার দেখি বিরাট হাতি ঐ যে আছে দাঁড়িয়ে। শিং দুটো মাথার উপর, শুঁড় আছে ঐ বাড়িয়ে ॥
১৬১.	**২৭৪৫. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'** সব দিক দেখা সারা, এবার এই দিকেতে যায়। কোথা যজ্ঞের ঘোড়া, কোথা আছে খুড়া যদি হেথা দেখা পায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

১৬২.	**২৭৪৬. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'** তোমায় করি গো প্রণতি, প্রণতি, করি গো প্রণতি ॥ নগরী অযোধ্যার, সগর রাজার, আমি যে নাতি ॥
১৬৩.	**২৭৪৭. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'** শোন শোন শোন ওস্তাদ মুক্তির তরে কে আসিল। মুক্তি তরে স্বর্গ হতে মর্ত্য ধামে গঙ্গা এলো ॥
১৬৪.	**২৭৪৮. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** প্রণাম করি সর্বজনে, আজি এ লেটোর আসরে। দুখুমিয়া লেটো ওস্তাদ, চলে গেছেন প্রশ্ন করে ॥
১৬৫.	**২৭৪৯. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** মা, মাগো, মা তুমি করেছ মোর লাজ নিবারণ। রাজসভাতে মূর্ছা কেন, বলি তোমায় তাহার কারণ ॥
১৬৬.	**২৭৫০. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** ও রে পালিয়ে চল, ও রে পালিয়ে চল। মর্ত হতে এসেছে রাজা দুষ্মন্তের দল ॥
১৬৭.	**২৭৫১. লেটো গান : 'হারানো আংটি'** ওস্তাদ, হারানো আংটির জবাব দিয়ে গেলাম এ আসরে। জবাব, ঠিক হলো কি ভুল হলো, দেখবে তুমি চিন্তা করে ॥
১৬৮.	**২৭৫২. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** আজি পড়িয়ে বিপাকে, অনুরোধ তোমাকে ক্ষণকাল অস্ত্র কর সংবরণ।
১৬৯.	**২৭৫৩. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** সখা, সখা হের কর্ণের দশা, রথ ছাড়ি ঐ ধূলার পরে। ধরণী গ্রাসে রথ চক্র তাঁর, রথ চক্র তুলিতে না পারে ॥
১৭০.	**২৭৫৪. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** কৌরবের সেনাপতি পড়ে রণ মাঝে। পাণ্ডবের জয়ধ্বনি সবদিকে বাজে ॥
১৭১.	**২৭৫৫. লেটো গান 'কর্ণ বধ'** একি! কিছুই বুঝিতে নারি। কর্ণ অগ্রজ সহোদর। তাঁর সনে করিলাম হায় মহা রণ ঘোরতর ॥
১৭২.	**২৭৫৬. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** শোন শোন ওস্তাদ, উতোর গেয়ে যায়। ডুবল কেন রথচক্র, বলি হে তোমায় ॥
১৭৩.	**২৭৫৭. লেটো গান : 'চাষার সঙ'** আমি চাষা এসেছি ভাই চাষ করিতে। বড় ইচ্ছা, চাষ করিব, এই ভবের জমিতে ॥
১৭৪.	**২৭৫৮.** সখি সাজায়ে রাখ্ লো পুষ্প-বাসর তেমনি করিয়া তোরা

১৭৫.	**২৭৫৯. লেটো গান : 'চাষার সঙ'** সংসার জীবন যাপন করিতে, চাষ কর ভাই বিধিমতে, রবে যদি সুখেতে, এই পৃথিবী মাঝার ॥
১৭৬.	**২৭৬০. লেটো গান : 'চাষার সঙ'** মোর মাঠের জমিতে, লাগিয়েছি বিধিমতে, ধান হয়েছে ভালো তাতে, এখন ফসল আলু ডাল ॥
১৭৭.	**২৭৬১. লেটো গান : 'চাষার সঙ'** আমরা যে ভাই হনুমারা, হনুর যম সবাই জানে। হনু শিকার করে ফিরি, আমরা যখন যাই যেখানে ॥
১৭৮.	**২৭৬২. লেটো গান : 'চাষার সঙ'** রে দুর্মতিগণ, তোদের কেন এ দুর্ঘটন। করিস গাছে লম্ফ ঝম্ফ, কেন থির হয়ে এখন ॥
১৭৯.	**২৭৬৩. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** কমলিনী রাধা, রাধা কমলিনী, কতদিন দেখিনি তোমারে। তাই যমুনা পুলিনে, বনে উপবনে, খুঁজে ফিরি বারে বারে ॥
১৮০.	**২৭৬৪. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** বলি ওহে মনচোরা, বংশীধারী, কি খুঁজিছ্ হেথা তুমি। পাগলের মত ঘুরে ঘুরে চাহ, দূর হতে দেখি আমি ॥
১৮১.	**২৭৬৫. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** আমি বাছুরী খুঁজে বেড়াই গো। উঠ্তি বাছুরী। বনে বনে ঘুরি, তবু দেখা নাহি পাই গো ॥
১৮২.	**২৭৬৬. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** আমি বাছুরী তোমার বেঁধে রেখেছি। আমি উঠ্তি বাছুরী একটা বেঁধে রেখেছি ॥
১৮৩.	**২৭৬৭. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** বড়ায়ি গো বল, কোথা সে বাছুরী আছে। মন কাঁদে মোর বাছুরীর লাগি, ছুটে যাব তার কাছে ॥
১৮৪.	**২৭৬৮. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** চল চল কানু, এই পথে চল। বুঁইচি কাঁটার, বন ভেঙে কানু যেতে কি পারিবে বল ॥
১৮৫.	**২৭৬৯. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** কাঁটা বন ভেঙে এখনি যাইব, যদিবা বাছুরী পাই। বুঁইচি ফলের মালা গাঁথি আমি দোলাব তার গলাই ॥
১৮৬.	**২৭৭০. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** কানাই, বাছুরী তোমার এই বনে বাঁধা আছে। ফুল ডোর দিয়ে বাঁধা আছে দেখ, কদম শাখার কাছে ॥

১৮৭.	**২৭৭১. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'** এই তো তোমার কমলা বাছুরী, পেলে ভেদি কাঁটা বন। বাছুরী নহে এ রাধা সুন্দরী, শীতল কর জীবন ॥
১৮৮.	**২৭৭২. লেটো গান : 'কুলসুম'** কাঁটা চুরি করে আমার, যাবে কোথা যাদুধন। খুঁজে খুঁজে দেখব আমি, না পেলে খুঁজিব মন ॥
১৮৯.	**২৭৭৩. লেটো গান : 'কুলসুম'** তোমরা ঝগড়া করো না, তোমরা ঝগড়া করো না। আমার জন্যে, তোমরা তিনজন ঝগড়া করো না ॥
১৯০.	**২৭৭৪. লেটো গান : 'কুলসুম'** আয় লো সখি, ফুল বাগানে, ফুল তুলিতে যায়। ফুল তুলিয়ে গাঁথব মালা পরিব গলায় ॥
১৯১.	**২৭৭৫. লেটো গান : 'কুলসুম'** আমার কান দুটো ধরে, বলে গেছে বাবা, পরের উপকার করিস না। ছেঁড়া জুতো পরে বরযাত্রী যাবি।
১৯২.	**২৭৭৬. লেটো গান : 'কুলসুম'** কোন কিতাবে লেখা আছে, হারাম বাজনা গান। দাউদ নবীর বাঁশির সুরে চমকে উঠে পাখির প্রাণ ॥
১৯৩.	**২৭৭৭. লেটো গান : 'কুলসুম'** আমি আল্লার ফকির, করি জিকির, কাঁকসাতে হয় মোর মোকাম। আমি, আল্লা, আল্লা, জপি মালা, জপি সদা আল্লার নাম ॥
১৯৪.	**২৭৭৮. লেটো গান : 'কুলসুম'** ফকির : অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে। কোন বা দেশের ফকির আমি, কোন বা দেশে যাই রে ॥
১৯৫.	**২৭৭৯. লেটো গান : 'কুলসুম'** ফুলের বাসে মন রাঙিল, ফুলের বাসে মন রাঙিল। শাদির লাগি যে মন উথল হলো, মন উথল হলো ॥
১৯৬.	**২৭৮০. লেটো গান : 'কুলসুম'** সখি, এতদিনে ফুটল তোমার বিয়ের ফুল। সুবাসে অলি এলো, গুন্‌গুনিয়ে হয়ে আকুল ॥
১৯৭.	**২৭৮১. লেটো গান : 'কুলসুম'** সখি, আমি কাঁটা ঘেরা কেয়াফুল, কাঁটা ঘেরা কেয়াফুল। সুবাসে ধীর বাতাসে, মাতাল হলো অলিকুল।
১৯৮.	**২৭৮২. লেটো গান : 'কুলসুম'** সখি, চল চল ঐ কেয়া ঝাড়ের কাছে যাই। কেয়ার বাসে মন মাতিল, কেয়া কেন টানে ভাই ॥

১৯৯.	**২৭৮৩. লেটো গান : 'কুলসুম'** তোমরা এখন এমন করে ঝগড়া করো না। কে করিবে আমায় বিয়ে? ঝগড়া করো না ॥
২০০.	**২৭৮৪. লেটো গান : 'কুলসুম'** শোন শোন চাচাজান বাড়ির বিবরণ। তুমি গেলে হজ করিতে আরবে যখন ॥
২০১.	**২৭৮৫. লেটো গান : 'কুলসুম'** মোর চুলের কাঁটা চুরি করে, রেখেছিলে মনচোর। বুঝি নাই সে দিনের প্রেম, ভেবে ছিনু কাঁটা চোর ॥
২০২.	**২৭৮৬. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'** ওরে আমার সোনা, পীর পুকুরের পোনা।
২০৩.	**২৭৮৭. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'** সাথী হারা পাখি আমি, চলার সাথী পেয়েছি। বনের দেশে আমি, বনে বনে ফিরেছি ॥
২০৪.	**২৭৮৮. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'** হরি এই তো বলার সময় বটে, হরি বল রে। একবার গৌর বল রে, একবার নিতাই বল রে ॥
২০৫.	**২৭৮৯. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'** তুমি দুঃখ দিতে ভালোবাসো, আমি তাইতো নিলাম দুখের ব্রত। তুমি যতই আঘাত হানবে হে প্রিয় আমি পাষাণ হয়ে সইবো তত ॥
২০৬.	**২৭৯০. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'** ছেলের হাতে দড়ি বেঁধে স্তন দেয় এক নারী। তিল মাত্র বিশ্বাস নেই, সাধু ব্রহ্মচারী।
২০৭.	**২৭৯১. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'** চাঁদের আলো সম, রূপসী ছিলাম, তোমাদের মত আমি গো।
২০৮.	**২৭৯২. লেটো গান : 'স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া'** না, না, না, স্বামীর শাসন মানবো না। জ্বালাতন, রাতদিন জ্বালাতন আর তো সহ্য করব না ॥
২০৯.	**২৭৯৩. লেটো গান : 'স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া'** মন দুখের কথা মোড়ল, আমি বলবো কি তোমার কাছে ॥
২১০.	**২৭৯৪. লেটো গান : 'স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া'** কোন পথে পালাল শালী, ফেলে সোনার ঘরকন্না। ফেলে সোনার ঘর কন্না গো, ফেলে সোনার ঘরকন্না ॥
২১১.	**২৭৯৫. লেটো গান : 'স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া'** যুবতী ও যুবক : এই বাংলাদেশে, আমরা দু'জন একমন এক প্রাণ। এক মন এক প্রাণ আমরা, এক মন এক প্রাণ ॥

২১২.	**২৭৯৬. লেটো গান : 'ঠক্‌পুরের ঠগ্‌'** শোন শোন ও ভারতবাসী, ও ভারতবাসী। বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধির দাম, হয় অনেক বেশি ॥
২১৩.	**২৭৯৭. লেটো গান : 'ঠক্‌পুরের ঠগ্‌'** নয়ন ভরিয়া দেখিলাম রূপ, তুলনা কি দিব তার। সে রূপে হৃদয় জ্বলে পুড়ে খাক, হয়ে গেল ছারখার ॥
২১৪.	**২৭৯৮. লেটো গান : 'ঠক্‌পুরের ঠগ্‌'** (ওরে) ঠক্‌পুরের ঠক্‌, ধরতে এলি আকাশেরি চাঁদ। ও ঠক্‌ পড়লি ফাঁদে নিজে এসে নিজের পাতা ফাঁদ ॥
২১৫.	**২৭৯৯. লেটো গান : 'বিদ্যা ভুতুম'** হে রাজ বৈদ্য, হে রাজ বৈদ্য শীঘ্র হাজির হও। কি রোগে মরিল এই রাজহাতি করহ নির্ণয় ॥
২১৬.	**২৮০০. লেটো গান : 'বিদ্যা ভুতুম'** তবে শুনুন মহারাজ করি নিবেদন। এ হাতি জীবিত এর নাহিকো স্পন্দন ॥
২১৭.	**২৮০১. লেটো গান : 'বিদ্যা ভুতুম'** কি চিকিৎসা কর্‌লি বেটা ভুতুম কবিরাজ। গোবেদে রে, গোবেদে তুই, তোর ফাঁসি হলো আজ।
২১৮.	**২৮০২. লেটো গান : 'বিদ্যা ভুতুম'** বুড়ি কর্তামায়ের গলা ফুলা হয়েছে ভালো। ঝোলাগুড় যা খেয়েছিল বেরিয়ে গেল ॥
২১৯.	**২৮০৩. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'** পয়সা হলো দেশের রাজা, যাই বলিহারী। আমি সভাস্থলে, তার প্রশংসা করি ॥
২২০.	**২৮০৪. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'** শুঁড়ি সাক্ষি মাতাল, আমার খ্যাতি। আম বাবার কুলে, সন্ধা হলে, জ্বালতাম একটি বাতি ॥
২২১.	**২৮০৫. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'** ফাগুন বেলায়, এলে তুমি, আমার অঙ্গনে। কি দিয়ে, করিব বরণ, ভাবি তাই মনে ॥
২২২.	**২৮০৬. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'** আমারে কে আসতে বলেছে রে কালা।
২২৩.	**২৮০৭. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'** পিরিত হলো শূল গো, পিরিত হলো শূল। পিরিত করে মরল রাধে, মজিয়ে দ'কূল গো মজিয়ে দু'কূল ॥
২২৪.	**২৮০৮. লেটো গান : 'বৌ এর বিয়ে'** আমি স্বপ্ন দেখিলাম গো। আমি নিশি ভোরে, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম গো ॥

২২৫.	**২৮০৯. লেটো গান : 'বৌ এর বিয়ে'** ও পাপিষ্ঠ, এই উচ্ছিষ্ট কেন না খাবি। তোর বিধবা মা'র বিয়ে হলে, তাকে কি তুই বাবা বলবি ॥
২২৬.	**২৮১০. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'** ভাই লেগেছে বড়ই মজা, লেগেছে বড়ই মজা এবার মজা করে খাবো মোরা খাজা-মণ্ডা গজা ॥
২২৭.	**২৮১১. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'** গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর। লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর ॥
২২৮.	**২৮১২. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'** বুড়োকে উচিৎ শিক্ষা দিব আমি, জেনেও জানে না। আচ্ছা জব্দ করব তারে, এ মোর মনের বাসনা ॥
২২৯.	**২৮১৩. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'** আমার এই-রূপ আগুনে পুড়বে এসে কত জনা। রূপ-আগুনে মরবে পুড়ে দেখ্‌ব তাহার রঙ্গখানা।
২৩০.	**২৮১৪. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'** প্রিয়, তুমি হবে ঘোড়া, আমি হব তোমার সওয়ারি। ধরবে দাঁতে, দিব লাগাম, আমার ছেঁড়া শাড়ি ॥
২৩১.	**২৮১৫. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'** বুড়ো জমিদার, ঘোড়া সেজে, জব্দ এইবারে। রক্ষা কর, রক্ষা কর বলে কাঁদে চরণ ধরে ॥
২৩২.	**২৮১৬. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'** বুড়ো ঘোড়া ডাকছিস যমে, এখন রে তোর দুঃসময়। ও তোর মুখে দড়ি, পিঠে বাড়ি, মুখ হয়েছে ফেনাময় ॥
২৩৩.	**২৮১৭. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'** দেখ দেখ ভ্রাতাগণ, অদৃষ্টের কি দুর্ঘটন। পরের লেগে খাল খুঁড়লে, সে খালে নিজের মরণ ॥
২৩৪.	**২৮১৮. লেটো গান : 'হারাধনের বিয়ে [বিয়ে পাগলা ছেলে]'** তা-রে না-রে-না ॥ আমার মা বলেছে গরু চরাতে, তা-রে না-রে না। আমার বাপ বলেছে পাঠশালে যেতে, তা-রে না-রে না ॥
২৩৫.	**২৮১৯. লেটো গান : 'হারাধনের বিয়ে [বিয়ে পাগলা ছেলে]'** (আমি) রাজকন্যার খোঁজে যাব সাত সাগরের পার। বিজন, গহন বন পেরিয়ে খুঁজব বারে বার ॥
২৩৬.	**২৮২০. লেটো গান : 'হারাধনের বিয়ে [বিয়ে পাগলা ছেলে]'** ওরে ও বাঁশরি ছোঁড়া, তু অতি বদের গোড়া, বসেছিস্‌ ঘাটের মাথায় ॥

২৩৭.	**২৮২১. লেটো গান : 'হারাধনের বিয়ে [বিয়ে পাগলা ছেলে]'** জল সর, জল সর, তোমরা, জল সর, জল সর। আমি ভালো লোকের ছেলে, কেন অমন কর ॥
২৩৮.	**২৮২২. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** হায় হোসেনা, হায় হোসেনা, রব উঠিছে কারবালায়। ফোরাত নদী, ঘিরে রেখেছে, এজিদের যত সিপাই ॥
২৩৯.	**২৮২৩. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** জোয়াল কাঁধে বলদ চলে, আগে আগেতে। বা জান আমার সঙ্গে চলে, পান্তা লয়ে মাথে ॥
২৪০.	**২৮২৪. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে। না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে ॥
২৪১.	**২৮২৫. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** সখি লো, ফুল বনে, মনে দোলা লাগিল। মধু সৌরভে হিয়া মোর পাগল হলো ॥
২৪২.	**২৮২৬. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** হে বীর জোয়ান, হে বীর জোয়ান, যাও যাও ছুটে যাও। বাংলা মায়ের বুকে হতে ঐ নীল বাঁদরদের তাড়াও ॥
২৪৩.	**২৮২৭. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** নীল বাঁদরে, বাঙলা মায়ের কন্যা হরণ করেছে। পথ হতে ঐ ললনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ॥
২৪৪.	**২৮২৮. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** আমার এই টাটকা লুচি, দিই গো কারে। প্রেমিক যারা, নেয় গো তারা, দিই না আমি যারে তারে ॥
২৪৫.	**২৮২৯. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** ও ভাই, নীলকুঠির ঐ নীলবাঁদর ছিল বদের সর্দার। বাঙলা মায়ের শ্যামল প্রান্তর করছিল ছারখার ॥
২৪৬.	**২৮৩০. লেটো গান : 'নীলকুঠি'** নমঃ মাগো বিষহরি, মা গো মনসা। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তোর করি পূজা ॥
২৪৭.	**২৮৩১. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** কোথা পাব বল না পাখি, আমার চলার সাথী। দিখা হলে বলিস তারে কাটে না মোর রাতি ॥
২৪৮.	**২৮৩২. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** সাথীহারা পাখি আমি সুজন সাথী পেয়েছি। পাহাড় দেশে ছিলাম আমি, বনে বনে ফিরেছি ॥

২৪৯.	**২৮৩৩. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** নাগনাগিনীর খেলা দেখাই, আমি বেদের মেয়ে। পদ্মমণি, চিতি, গোখ্‌রা দিখ্‌ না বাবু চেয়ে ॥
২৫০.	**২৮৩৪. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** কেউটে নাচে, গোখ্‌রো নাচে, নাচে পদ্মমণি। কাজল লতার দাগ পিঠে ভাই, নাচে কালনাগিনী ॥
২৫১.	**২৮৩৫. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** ও সুজন, তু হলি মাঠের গোখ্‌রা, আমি পাহাড়ি চিতি। নাগ নাগিনী একই হুয়ে গাইবো মিলন গীতি ॥
২৫২.	**২৮৩৬. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** নুমো নুমো মা মুনসা চুরণে তুমার। তুই মায়ী তু ছাড়া কিছু নাই আমার ॥
২৫৩.	**২৮৩৭. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** তু যা যা যা যারে পাখি, যা রে উড়ে যা। ডাকিস্‌ না আর, ডাকিস না, কিছু ভালো লাগে না ॥
২৫৪.	**২৮৩৮. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** পরনে শাড়ি লিব, না লিব গয়না। সোনার ও গয়না, আমার গায়েতে সয় না ॥
২৫৫.	**২৮৩৯. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** নমঃ মাগো বিষহরি, মাগো মুনসা। বাজনা দেব, বলি দেব, দেব মা অজা ॥
২৫৬.	**২৮৪০. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** ছিনু পাহাড়ি মেয়ে, ছিনু বনের পাখি। আমি চাঁপাডাঙ্গা রায়গড়ে উঠিনু ডাকি ॥
২৫৭.	**২৮৪১. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** কর প্রণাম চরণে, এ যে তোমার স্বর্গের সিড়ি ভুলো না ভাই, এ জীবনে ॥
২৫৮.	**২৮৪২. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু কেন সৃজিলে মোরে। কেন সৃজিলে, সৃজিলে কাহারও তরে ॥
২৫৯.	**২৮৪৩. লেটো গান (পালা) : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** মন জুড়াতে জুড়ি নাই মোর, আমি বনমাঝে বনফুল। সৌরভে মোর এত দিনে আসিল হে অলিকুল ॥
২৬০.	**২৮৪৪. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** যৌবন ঢেউ এসে লাগিল, মোর দেহ্‌ যমুনার কূলে উথলিল এ মন নদী, জোয়ারেতে উঠিল দুলে ॥
২৬১.	**২৮৪৫. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** একে এবার রোগে ধরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৬২.	**২৮৪৬. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** মোর এ ভরা যৌবন আমি তোমারে দিয়েছি প্রিয় তুমি ছাড়া মোর যৌবন সুধা পান করিবে না দেহ ॥
২৬৩.	**২৮৪৭. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** কাঁদিস্ নে মা, কাঁদিস্ নে মা, এ যে কর্মফল।
২৬৪.	**২৮৪৮. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** আমার গীতের সুর ও লহরী তব হৃদি মাঝে বাজে। বঁধু হে তব হৃদি মাঝে বাজে ॥
২৬৫.	**২৮৪৯. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** পালাস না রে, পালাস না রে সর্বহারার দল। সামনে দাঁড়ায়ে বীর সেনাপতি, চল তার সাথে চল ॥
২৬৬.	**২৮৫০. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** লৌহ কারার দুয়ার ভাঙো, দুয়ার ভাঙো বন্দী আজি মহান রাজা। কে রাজাকে বন্দী করে, কোন বিদেশিনী, দেয় সে সাজা ॥
২৬৭.	**২৮৫১. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** কে গো তুমি বাঁশি হাতে, বাঁশুরিয়া। সুধায় ভরিয়ে দিলে মোদের হিয়া ॥
২৬৮.	**২৮৫২. লেটো গান : 'আকবর বাদশা'** সর্ব প্রথম বন্দনা গাই, তোমারী ওগো বারি তালা। তার পরে দরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লে আলা ॥
২৬৯.	**২৮৫৩. লেটো গান : 'আকবর বাদশা'** সাজ সাজ সাজ সেনাপতি, সাজ হে যত সৈন্যগণ। দুরন্ত পাঠান মম এ রাজ্য মাঝে দৌরাত্মি করিছে অকারণ ॥
২৭০.	**২৮৫৪. লেটো গান : 'আকবর বাদশা'** ধিক্ ধিক্ ধিক্, শত ধিক্ তোর, নির্লজ্জার প্রাণে। বিদ্রোহী হয়েছ নির্বোধ, ভেবেছ কি মনে ॥
২৭১.	**২৮৫৫. লেটো গান : 'আকবর বাদশা'** রক্ষার ছেড়ে দে আশা মম সদনে। চাপে পড়লে বাপকে ডাকে, জানে সর্বজনে ॥
২৭২.	**২৮৫৬. লেটো গান : 'আকবর বাদশা'** দেখ, নয়ন মেলে, কর্মের অনুরূপ ফল তোর এখন। এখন কেন নিঃশব্দেতে ভূমি শয্যায় করি শয়ন ॥
২৭৩.	**২৮৫৭. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'** আমি প্রথমে বন্দনা করি তোমারি ওগো বারী তালা। আমি তার পরে বন্দনা করি, রসুল সাল্লে আলা ॥
২৭৪.	**২৮৫৮. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'** শোন শোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মৌলভি সবে। সকল ধর্মের সার কি? জানিতে মোরে হবে ॥

২৭৫.	**২৮৫৯. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'** ওরে মানুষে মানুষে ভেদ নাই, সকল মানুষ ভাই ভাই। বাবা আদম আর মা হাওয়া হতে, সৃজন যে সবাই ॥
২৭৬.	**২৮৬০. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'** আগ্রা প্রাসাদ ছেড়ে, দারা চলে যায়, হায় রে হায়। শাহজাহান কাঁদে দুর্গে, তাজবিবি কাঁদে রওজায় ॥
২৭৭.	**২৮৬১. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'** খোদার লীলা কে বুঝিতে পারে, আহা কে বুঝিতে পারে। আজ যে আমির, কাল সে ফকির, এই ধরণীর পরে ॥
২৭৮.	**২৮৬২. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'** খোদাকে স্মরণ কর, খোদাকে স্মরণ কর, কেঁদে কিবা ফল। চিন্তা কর রে ধৈর্য ধরে বিধির বিধান কর্মফল ॥
২৭৯.	**২৮৬৩. লেটো গান** এসো গো মা সরস্বতী সর্বমঙ্গলা। সুর এনে দাও কণ্ঠে মোদের, তুমি কমলা ॥
২৮০.	**২৮৬৪. লেটো গান** পীর, সালাম করি, তব চরণে। আমরা অবোধ শিশু রেখো যতনে ॥
২৮১.	**২৮৬৫. লেটো গান** ও সই, বেঁধেছে বিনুনী মোর নতুন ছাঁদে। যেন বঁধু বাঁধা পড়ে মোর বিনুনী ফাঁদে ॥
২৮২.	**২৮৬৬. লেটো গান** মন বাঁধা আছে আমার এলোকেশীর গামছাতে। এলোকেশী গামছা দিয়ে মুখ মোছে রোজ সন্ধ্যাতে ॥
২৮৩.	**২৮৬৭. লেটো গান** মজিয়া শিমুল ফুলে, সই লো সই, পরান গেল। পদ্মা, গাঁদা গন্ধে ভরা, সে তো আর লাগে না ভালো ॥
২৮৪.	**২৮৬৮. লেটো গান** আয় লো, পাড়ার বৌ ঝিরা, কাজল পরবি আয়। আমার কাজল পরলে পরে, কত নাগর ভুলে যায় ॥
২৮৫.	**২৮৬৯. লেটো গান** মন চুরি করে আমার যাবে কোথা প্রাণধন। যৌবনেরি দাবি দিয়ে, পাঠাব তোমার সমন ॥
২৮৬.	**২৮৭০. লেটো গান** ফাগুন বেলায়, বুঁইচি বনে, খেলতে খেলা গো। হারিয়ে গেছে, নাকছাবি মোর, পাই না খুঁজে গো ॥

২৮৭.	**২৮৭১. লেটো গান** ফোটা ফুল কে নিবি আয়, বোঁটা কাটা টাটকা তোলা। টক্ করে তুই গাঁথ না মালা, আমি বাড়িয়ে আছি লম্বা গলা ॥
২৮৮.	**২৮৭২. লেটো গান** ও তোতা পাখি রে, জানের জান, পাকা পেয়ারা। পাকা পেয়ারা রে, আমার কাঁচা পেয়ারা ॥
২৮৯.	**২৮৭৩. লেটো গান** চারা গাছে, ফল পেকেছে, তাড়া লো বুলবুলি তাড়া। আমার গাছে, ফল পেকেছে, তোর কেন রে নজর কাড়া ॥
২৯০.	**২৮৭৪. লেটো গান** আমার ভিজে গেল আঁচলখানি চোখের জলে লো। আমি ঝাঁপ দিব যমুনার জলে, তোরা কে কে যাবি লো ॥
২৯১.	**২৮৭৫. লেটো গান** রাঙাদিদি রে, লাল টুকটুকে বৌ, আমার সনে আয় না। আমার সনে আয় না, তুই কারো পানে চাস্ না ॥
২৯২.	**২৮৭৬. লেটো গান** আমি সেয়ানা বিটি, মাথায় বেধেছি ঝুটি, মেঘ বরণ কালো চুল।
২৯৩.	**২৮৭৭. লেটো গান** রামধনুকের দেশে প্রিয়া রাম ধনুকের দেশে। একটি মাটির, বাঁধব কুটির, তোমায় ভালোবেসে ॥
২৯৪.	**২৮৭৮. লেটো গান** এসো আপে বারি, ডাকি বারে বার। পড়েছে মুসিবতে, করহ্ উদ্ধার ॥
২৯৫.	**২৮৭৯. লেটো গান** পার কর, পার কর আল্লা রব্বেল বারি ওহে তুমি পার না করিলে, আমার শুখ্নো ডাঙ্গায় ডোবে তরী ॥
২৯৬.	**২৮৮০.** মেষ চারণে যায় রে হাসিন আমিনা দুলাল। বিশ্বভুবন মুগ্ধ হেরি, সুরত জামাল ॥
২৯৭.	**২৮৮১.** ইসলামের বাণী লয়ে, কে এলো ধরাতে। কে এলো আঁধারে, নূর বাতি জ্বালাতে ॥
২৯৮.	**২৮৮২.** কবে সে মদিনার পথে, গিয়াছে সুজন। বহায়ে নয়ন বারি, ভিজিল বসন ॥
২৯৯.	**২৮৮৩.** সদা মন চাহে মদিনা যাব। আমার রসুল আরবি, না হেরে নয়নে, কি সুখে গৃহে রব ॥
৩০০.	**২৮৮৪.** আল্লা আমার মাথার মুকুট, রসুল গলার হার। ঐ নামেতে মন উথলা, জপি বারে বার ॥
৩০১.	**২৮৮৫.** নামাজী, তোর নামাজ হলো রে ভুল।

৩০২.	**২৮৮৬.** দাও দখিনা, দাও গো বিদায়, কারবালাতে যায়। রণ ডংকা বাজিয়ে গেল, এজিদের সিপাই ॥
৩০৩.	**২৮৮৭.** মরুর তরু তলে দখিনা ঘুমায়। মুছে নাও মেহেন্দীর হাতে, মুছে নাও ॥
৩০৪.	**২৮৮৮.** আর আমায় বাঁধিস না করে, ওগো ও মা নন্দরানী। তোর ননীর ঘরে যাব না, আর খাব না তোর ননী ॥
৩০৫.	**২৮৮৯.** অবেলায় যমুনার কূলে, কে আবার বাজায় লো বাঁশি। আমি লো সই কলসি কাঁখে, বাঁশি শুনে জলকে আসি ॥
৩০৬.	**২৮৯০.** অবেলাতে, জল আনিতে, সই লো সই পথে কালা। এক হাতে আড় বাঁশিখানি তাঁর, আর এক হাতে ফুলমালা ॥
৩০৭.	**২৮৯১.** কালা, আমার নীলাম্বরী ভিজিয়ে দিলে যমুনার জলে। হায়, কি বলিব, ননদীকে, কারণ শুধালে ॥
৩০৮.	**২৮৯২.** সখি, একেলা যাব না যমুনা। কালো ছোঁড়া, বাঁশি হাতে পিছু ছাড়ে না ॥
৩০৯.	**২৮৯৩.** আর বাঁশি, — আর বাঁশি বাজাও না কালিয়া। তোমার বাঁশির সুর শুনে, মোর মন যে গেল মাতিয়া ॥
৩১০.	**২৮৯৪.** ওলো, আয় চলে আয়, সাঁঝের বেলায়, জল আনিতে যায়। কত রঙ্গ রসের ঢেও খেলাব মনের মত রসিক পায় ॥
৩১১.	**২৮৯৫.** এসো এসো, কাছে এসো, হৃদয় রতন। ডাকি তোমা বারে বারে, করি নিবেদন ॥
৩১২.	**২৮৯৬.** কৃষ্ণকে, কালো ব'লো না, কৃষ্ণ আমার নয় গো কালো। কৃষ্ণ আমার নয়ন-মণি, কৃষ্ণ নামে জ্বলে আলো ॥
৩১৩.	**২৮৯৭.** মন ভোলাতে এসেছি, আমি বন কিশোরী। ভরা যৌবনে, কাঁখে ভরা গাগরি ॥
৩১৪.	**২৮৯৮.** সখি, নিকুঞ্জ সাজানো, মোর বৃথা হলো। কালাচাঁদ মোর কুঞ্জ নাহি এলো ॥
৩১৫.	**২৮৯৯.** বেলা গেল, ও ললিতে, কৃষ্ণ এলো না আজকে কেন, রাধার কুঞ্জে বাঁশি বাজে না ॥
৩১৬.	**২৯০০.** সখি, বল বল, কেমনে মান বজায় রয়। নাথ বিনে পোড়া মন প্রবোধ না হয় ॥
৩১৭.	**২৯০১.** বুঝলাম নাথ এতদিনে, যুবকের ছলনা হে। কোথা শিখিলে এ প্রণয়, আমারে বল না হে ॥
৩১৮.	**২৯০২.** কেমনে ধৈর্য ধরি, বল লো বল সহচরী। সহে না বিরহ জ্বালা, ঐ জ্বালাতে জ্বলে মরি ॥
৩১৯.	**২৯০৩.** হে নিঠুর কালা, কতদিন জ্বালাবে বিচ্ছেদে। উচ্ছল প্রেম ফোয়ারা, বহিছে মোর এ হৃদে ॥
৩২০.	**২৯০৪.** কি গুণে হে গুণনিধি, মজাইলে অবলা। প্রেম মজায়ে, দাও হে জ্বালা, ছি ছি নিঠুর কালা ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৩২১.	**২৯০৫.** ছি ছি সই, সে কালা বই, চিন্তা নাই আর। দরশন পেলি না তাঁর, কুঞ্জে আসা হলো সার ॥
৩২২.	**২৯০৬.** প্রাণে দিও না ব্যথা, ও হে রাধা বিনোদিনী। তোমায় কি ভুলিতে পারি, তুমি আমার প্রাণ সজনী ॥
৩২৩.	**২৯০৭.** ছি ছি ভ্রমর, লাজ লাগে না, বাসিফুলে কি মধু মেলে। তোমায় দেখে অঙ্গ জ্বলে, কি আশায় এখানে এলে ॥
৩২৪.	**২৯০৮.** রাধে, তোর খাঁটি প্রেমের ভালোবাসা মাটিতে লুটায়। মানের দায়ে, প্রাণের বঁধু, দিয়েছো বিদায় ॥
৩২৫.	**২৯১০.** কোন ঘাটে চান করলি কানাই, গামছা কোথা হারালি। ঐ যমুনার কূলে বসে, কেন বাঁশি বাজালি ॥
৩২৬.	**২৯১১.** আমায় উপায় বল লো ললিতে, কৃষ্ণ হারা হলাম গোকুলে। আমার নাইকো ক্ষুধা, নাইকো তৃষ্ণা, নিন্দ্রা নাই মোর আঁখিতে ॥
৩২৭.	**২৯১২.** আমার গলার হার খুলে লে। ওলো বিশাখা, ওলো ললিতে।
৩২৮.	**২৯১৩.** সই লো সই, আমি মলে পোড়াস না তোরা। আমি বঁধুর, প্রেম আগুনে পোড়া ॥
৩২৯.	**২৯১৪.** ছেলে : সখি নেচে নেচে আয়, যমুনাতে যায়, ডুব দিয়ে তুলি সোনা।
৩৩০.	**২৯১৫.** মেয়ে : বলবো না মোর, মনের কথা কি যে. তুমি নাও বুঝি নাও নিজে। 449660
৩৩১.	**২৯১৬.** ছেলে : বৌ কথা কও, বৌ কথা কও।
৩৩২.	**২৯১৭.** ছেলে : ও স্বপনপুরের রাজকুমার শোন শোন।
৩৩৩.	**২৯১৮.** ছেলে : যে পথ দিয়ে নিত্য তোমার, হয় যাওয়া আসা। সেই পথের ধারেতে আমি বাঁধিনু বাসা ॥
৩৩৪.	**২৯১৯.** ছেলে : মন হরি নাম ভজ্‌বে কেমনে। মালা গাঁথ অতি যতনে ॥
৩৩৫.	**২৯২০.** দেওরা : ও সোনার ভাবী রে, কি উপায় করি রে
৩৩৬.	**২৯২১.** কথা কও না কেন বৌ, আমার মনটা কেমন করছে। কথা কও না কেন বৌ, আমার প্রাণটা ছেড়ে পড়ছে ॥
৩৩৭.	**২৯২২.** আয় লো আয়, আয় সজনী, আয় সজনী, আয় নদীর কূলে। নাইকো রে মোর মাতা পিতা, যাব না পুলিনে ॥
৩৩৮.	**২৯২৩.** আমার বিয়ের শখ মিটেছে, দাদার বিয়ে দিয়ে। আমি করব না আর বিয়ে, আমি করব না আর বিয়ে ॥
৩৩৯.	**২৯২৪.** থাড্ডিসে ফোর নাম্বার, হাতিসে বাগান। বাড়ি আমার কেলেজোড়া গ্রাম ॥
৩৪০.	**২৯২৫.** ঘর জামাই-এ বিয়ে করে ঘটল কি জঞ্জাল। বাবু গো ঘটল কি জঞ্জাল ॥

Dhaka University Institutional Repository

৩৪১.	২৯২৬. ঐ দেখ, মুলতানি এক গাই। ওর পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, ওর কি বাছুর ভাই ॥
৩৪২.	২৯২৭. মসজিদো মে, হ্যায় খোদা কে, মন্দিরো মে রাম হ্যায়। মালেক হ্যায় উত্তম, মন্দিরো মে রাম হ্যায় ॥
৩৪৩.	২৯২৮. যেয়ো না সুন্দরী লো প্রাণ মাথা খাও, ফিরে চাও, তু হি মেরিজান ॥
৩৪৪.	২৯২৯. দিল্লী সে দুলাহানা লায়ারে আয় বাবুজি। আয় বাবুজি, আয় বাবুজি, আয় বাবুজি ॥
৩৪৫.	২৯৩০. এসে হাওড়ার হাটে, থেকো মন বিপাটে, নেয় না যেন লুটে, আসিয়ে বাটপাড়।
৩৪৬.	২৯৩১. আমি এলাম সবার আগে, বাবাতো কই এলো না। বলতে কইতে মাসি এলো, আই মা তো ছিল না ॥
৩৪৭.	২৯৩২. **লেটো গান** ও বাছাধন, পেট বাজিয়ে, ঠ্যাং নড়িয়ে, লাফাও না অকারণ। তুমি, যুক্তির মাঝে, কথায় ছলে, কর হেথা গান নাচন ॥
৩৪৮.	২৯৩৩. **লেটো গান** ওস্তাদজী, ভালোলোকের ছেলে, কি বলে গেলে। হদের ভাঁড়ে, গোমূত্র তুমি, কেন ছিটাইলে ॥
৩৪৯.	২৯৩৪. **লেটো গান** পড়েছ ফাঁদায় হে, এই বারে, সভার মাঝে। কেমন মুসলমান, দেখ তুমি, অদ্য এই আসরে ॥
৩৫০.	২৯৩৫. **লেটো গান** চন্দ্র এক, কেবল একা, আপে নৈরাকার। পক্ষ দুই, দীন মোহাম্মদ, যাঁর জন্য সংসার ॥
৩৫১.	২৯৩৬. **লেটো গান** এত করে বুঝাইলাম, তবু বুঝলি না কেনে। এত উপহাসে কি তোর লজ্জা হয় না মনে ॥
৩৫২.	২৯৩৭. **লেটো গান** কেমন ওস্তাদ হে তুমি, দেখব আজ সভাস্থলে। ভীত হবে, তোর ঐ দম্ভে, যে হবে কচি ছেলে ॥
৩৫৩.	২৯৩৮. **লেটো গান** মরি, হায় হায় রে, কোকিল ডেকেছে। মরা গাব গাছে, আজ কোকিল ডেকেছে ॥
৩৫৪.	২৯৩৯. **লেটো গান** যুবক : বাঁকা নদীর গতিক বোঝা ভার। ঐ নদীতে, নামিস্ না ভাই খবরদার ॥

৩৫৫.	**২৯৪০. লেটো গান** (বলি) ওষুদ উঠেছে কেমন ঝাঁটা পড়া। (আহা) কেমন উঠেছে ওষুদ ঝাঁটা পড়া ॥
৩৫৬.	**২৯৪১.** নারী : ল্যগী হ্যায় বাজী, ল্যগী হ্যায় বাজী কৃষ্ণ কান্‌হা আওর রাধা সে আজ লগী হয়ে বাজী ॥
৩৫৭.	**২৯৪২.** যুগল : প্যকড় গ্যয়ে দিল কে চোর রে।
৩৫৮.	**২৯৪৩. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'** তৃতীয় পাণ্ডব আমি নামেতে অর্জুন
৩৫৯.	**২৯৪৪. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** কর্ণ ভীমে মহারণ, কুরুক্ষেত্র রণে
৩৬০.	**২৯৪৫. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** বীরপুত্র মেঘনাদ, পূজি গঙ্গাধরে, ধরেছিনু বৎস তোমা, মোর এ উদরে ॥
৩৬১.	**২৯৪৬. লেটো গান : 'কংস বধ'** রাজা কংস মথুরাতে করে অত্যাচার। দুঃখে কষ্টে যত প্রজা করে হাহাকার ॥
৩৬২.	**২৯৪৭. লেটো গান : 'কুলসুম'** অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে কোন্‌ বা দেশের ফকির আমি, কোন বা দেশে যাই রে ॥
৩৬৩.	**২৯৪৮. লেটো গান : 'কুলসুম'** ফকির : হবে, হবে, হবে তোরই সাথে কুলসুমের বিয়ে হবে।
৩৬৪.	**২৯৪৯. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** ঐ, ঐ, ঐ আসে কর্ণ কৌরব সেনানী।
৩৬৫.	**২৯৫০. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'** এ কি? ঐ ঐ দূরে, কর্ণ পাশে জননীরে দেখি। ক্রোড়েতে কর্ণের শির, ঝরিতেছে আঁখি ॥
৩৬৬.	**২৯৫১. লেটো গান : 'কুলসুম'** তুমি হবে লায়লা, আমি মজনু দিওয়ানা দুনিয়াতে রেখে যাব প্রেমেরি নিশানা ॥
৩৬৭.	**২৯৫২. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** কর্ণ : অতিথি এসেছে এক মোদের কুটিরে। মনে হয় এসেছেন, মোরে ছলিবারে ॥
৩৬৮.	**২৯৫৩. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** কর্ণ : শোনো রানী, লোকে মোরে দাতা কর্ণ বলে। দান যদি নাহি দিই বলিবে সকলে ॥
৩৬৯.	**২৯৫৪. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** কর্ণ ও রানী : ওরে, মোর পুত্ররত্ন, বৃষকেতু বৃষকেতু।

৩৭০.	**২৯৫৫. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** কর্ণ : ধন্য ধন্য বৃষকেতু, ধন্য আজ আমি। তোমার জনক হয়ে গরবিত আমি ॥
৩৭১.	**২৯৫৬. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** কিছু টক কিছু ঝাল মাংস রেঁধেছি। দধি দিয়ে কিছু দধি মাংস করেছি ॥
৩৭২.	**২৯৫৭. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** আসুন হে দ্বিজবর, বসুন আহারে। তব লাগি রানী মোর বহু যত্ন করে ॥
৩৭৩.	**২৯৫৮. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** ধন্য তুমি মহারাজ, অঙ্গরাজ্য স্বামী। তোমার অতিথি সেবা, হেরে অন্তর্যামী ॥
৩৭৪.	**২৯৫৯. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** কর্ণ : বৃষকেতু ছিল শিশু, আর শিশু নাই। কোথায় পাইব শিশু, কি করি উপায় ॥
৩৭৫.	**২৯৬০. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'** জেলো আসছে জাল ঘাড়ে করে, জেলো রে। জেলো মাছ ধরবে তালপুকুরে, জেলো রে।
৩৭৬.	**২৯৬১. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'** দ্বৈতকণ্ঠে : ডোমনী ডোবায় এলো জেলে জাল ফেলাতে। ডোমনী ডোবায় এলো জেলেনী, জেলোর সাথে।
৩৭৭.	**২৯৬২. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'** জেলেনী : জেলো আমার মাছ ধরছে, রুই কাতলা, জেলো রে।
৩৭৮.	**২৯৬৩. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'** জেলো : জেলেনীর মাথাতে চম্পার ফুল লো জেলোনী ॥
৩৭৯.	**২৯৬৪. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'** জেলো : ও লো জেলেনী, আমার ভাত নাইরে ঘরে।
৩৮০.	**২৯৬৫. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'** ও জেলো তুই গেলি সাগরে, আমি একলা থাকি ঘরে রে।
৩৮১.	**২৯৬৬.** সে কেন মজাইল সই আমি যে তার বিয়ে করা বৌ যে না হই ॥
৩৮২.	**২৯৬৭.** কালো রূপে আমি কেন নয়ন দিলাম সই। কালো দেখে কালার রূপে আমি পাগল হই ॥
৩৮৩.	**২৯৬৮.** জল আনিতে যাব না আর ঐ যমুনার কূলে। কদম গাছের শাখে কালা বাঁশিতে সুর তোলে ॥
৩৮৪.	**২৯৭০.** সখি রাঙাও না, রাঙাও না, রাঙাও না। খুনের মেহেন্দী দিয়ে এ হাত মোর রাঙাও না ॥

৩৮৫.	২৯৭১. মরুর বালু ভিজালো আজ নবীর জল। মদিনা বাগের বুলবুলি আজ শহীদ মরুর তল ॥
৩৮৬.	২৯৭২. নয়না গাঁয়ের নয়নমণি, সে যে রূপের রানী গো।
৩৮৭.	২৯৭৩. লহ লহ লহ মোহিনী মায়া আবরণ। মায়া সুন্দর এই নাও আভরণ ॥
৩৮৮.	**২৯৭৪. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'** যাই যাই রাজপথে, শিশু আনিবারে। না হইলে দ্বিজবর, আহার না করে ॥
৩৮৯.	**২৯৭৫. লেটো গান : 'কংস বধ'** রাজা কংস মথুরাতে, করে অত্যাচার। দুঃখে কষ্টে যত প্রজা করে হাহাকার ॥
৩৯০.	**২৯৭৬. লেটো গান : 'কংস বধ'** মোরা নাগরী, মোরা মথুরা নগরের নাগরী। মোরা নাচি, মোরা গাহি, মোরা প্রেমের গীত করি ॥
৩৯১.	**২৯৭৭. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** উঠ, উঠ, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্বুবান। এসো এসো বিভীষণ, এসো হনুমান ॥
৩৯২.	**২৯৭৮. লেটো গান : 'কুশ ও লব'** এক বাণে, রে পিশাচ করিব সংহার। আর বাণে যজ্ঞ অশ্ব করিব উদ্ধার ॥
৩৯৩.	**২৯৭৯. লেটো গান** আমারা যে ভাই বানর মারা বানরের যম সবাই জানে।
৩৯৪.	**২৯৮০. লেটো গান** ইয়ারে দিবি না মোরাগো তবাফ দেহবাজখান কে তোরা মোরা বাশাম দেরনা খাহাদ বুদান ॥
৩৯৫.	**২৯৮১. লেটো গান** আসর বন্দি আগে নামেতে তোমার। তোমার শত পাক নামেতে রাখি চারিধার ॥
৩৯৬.	**২৯৮২. লেটো গান** নেগাবান হও রহমান আজি আমার আসরে। লতিফোল খবির তুমি, তোমা বই কে উদ্ধারে ॥
৩৯৭.	**২৯৮৩. লেটো গান** বিড়াল বলে মাছ খাব না, আঁশ ছোব না, কাশী যাবো ॥
৩৯৮.	**২৯৮৪. লেটো গান** মাহেরম দারসে মাহতাব সা জেগাং কারি।

৩৯৯.	**২৯৮৫. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'** যাও যাও ছুটে যাও, ও কর্মবীর। আমি আছি পশ্চাতে ধরিয়া নিশান মুছাতে অশ্রুনীর ॥
৪০০.	**২৯৮৬. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'** বিজয়ের মালা পর গলে হে, ওহে বীরচূড়ামণি। তুমি রণে গেলে, বসিয়ে বিরলে, গেঁথেছি এ মালাখানি ॥
৪০১.	**২৯৮৭. লেটো গান : 'কংস বধ'** আর বাঁশি বাজাও না শ্যাম হে, আর বাঁশি বাজাও না শ্যাম তোমারি বাঁশির সুরে, যমুনা উজান ধরে।
৪০২.	**২৯৮৮. লেটো গান : 'দেবযানী শর্মিষ্ঠা'** তেলের বাটি, গামছা হাতে, মোদের কাঁকালে কলসি গো। ফুল তুলিতে সাঁতার কাটিতে, সরোবরে যাই গো ॥
৪০৩.	**২৯৮৯. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'** ভীমসেন বীর শঙ্খে ফু দেয়, নাড়া দেয় ঘণ্টায়। শঙ্খ বাজে না, ঘণ্টা বাজে না, মূক কেন তারা হায় ॥
৪০৪.	**২৯৯০. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'** কি দেখিলাম সামনেতে, ও বাবা পিলে চমকে যায়। বিরাট হাতী দাঁড়িয়ে আছে, জোড়া শিং মাথায় ॥
৪০৫.	**২৯৯১. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'** থাকব নাক বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে। কেমন করে ঘুরছে মানুষ, যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ॥
৪০৬.	**২৯৯২. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'** হরি : মিছে হবে কল্পনা, তোর মিছে হবে কল্পনা। সেই আগুনের ফুলকি হতে তোকেই দেবে যন্ত্রণা ॥

অষ্টম অধ্যায়

আবদুল আজীজ-আল-আমান সম্পাদিত 'নজরুলগীতি – অখণ্ড' গ্রন্থে লোকগীতি পর্যায়ের গানের তালিকা

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১.	অসীম আকাশে হাতড়ে ফিরে খুঁজিস	বাউল
২.	আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়	সাপুড়ে বাণীচিত্র
৩.	আকাশের আর্শিতে ভাই	–
৪.	আজি দোল্ ফাগুনের দোল লেগেছে	ধানী – হোরী ঠেকা
৫.	আঁধার ঘরের আলো ও কালো শশী	'পাতালপুরী' বাণীচিত্র
৬.	আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা	ভাটিয়ালি – কার্ফা
৭.	আমার মন যারে চায় সে বা কোথায় গো সখি	–
৮.	আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে	ভাটিয়ালি – কার্ফা
৯.	আমি ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ির মতন	বাউল – কার্ফা
১০.	আমি বাউল হ'লাম ধূলির পথে	–
১১.	আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল	বাউল
১২.	আমি ময়নামতির সাড়ি দেব	ভাটিয়ালি – কার্ফা
১৩.	আমি যাবই যাব বনে	'শাল-পিয়ালের বনে' গীতিনাট্য
১৪.	আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস চেয়ে চেয়ে	ঝুমুর
১৫.	আসিলে কে গো বিদেশী দাঁড়ালে মোর আঙিনায়	দেশী টোড়ি মিশ্র
১৬.	আয়লো বনের বেদিনী (আয় আয় আয়)	–
১৭.	উজান বাওয়ার গান গা এবার	–
১৮.	উপল নূড়ির কাঁকন চুড়ি	–
১৯.	এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে	–

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
২০.	এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা কেউ অচেনা নাই	মিশ্র বাউল
২১.	রাঙা মাটির পথে লো, মাদল বাজে	–
২২.	এলো খোপায় পরিয়ে দে	'পাতালপুরী' বাণীচিত্রের গান
২৩.	এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন	ঝুমুর
২৪.	ও কালো শশী রে বাজাও না আর বাঁশী রে	–
২৫.	ও কূল ভাঙ্গা নদী রে	ভাটিয়ালি – কার্ফা
২৬.	ও ঝুম্‌রো, তীর ধনুক নিয়ে বলনা কোথায় যাস	'শাল পিয়ালের বনে' গীতিনাট্যের গান
২৭.	ও দুখের বন্ধু রে, ছেড়ে কোথায় গেলি	ঝুমুর
২৮.	ও বন পথ! ওরে নদী কোথায় রে তোর	'মধুমালা' নাটকে মদন কুমারের গান।
২৯.	ও বাঁশের বাঁশী রে বাজে বাজে নদীর ও পারে	ঝুমুর – ভাটিয়ালি
৩০.	ও শিকারী মারিস না তুই মানিক জোড়ের	'পাতালপুরী' বাণীচিত্রের গান
৩১.	ওগো বন্ধু! দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ	'মধুমালা' নাটকে কাঞ্চন মালা গান।
৩২.	(ওগো) ললিতে আমি পারি না সহিতে শ্যাম শোকে	–
৩৩.	ওঠাও ডেরা, এবার দূরে যেতে হবে	'বনের বেদে' গীতিনাট্যের গান
৩৪.	(ওরে ও) পদ্মা নদী বলতে পারিস কোথায় মধুমালা	'মধুমালা' নাটকের গান
৩৫.	ওরে গো-রাখা রাখাল তুই কোথা হতে এলি রে	–
৩৬.	ওরে বেভুল – তবু ভাঙলো না তোর ভুল	–
৩৭.	ওরে মাঝি ভাই	–
৩৮.	ওরে রাখাল ছেলে বল কি রতন	ভজন

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
৩৯.	(ওরে) শোন ঝুমরো, শোন কাঁদবে	'শাল পিয়ালের বনে' গীতিনাট্যের গান।
৪০.	ওরো ননদিনী বল কপট	–
৪১.	ওহে রাখাল রাজ কি সাজে সাজালে	বাউল – খেমটা
৪২.	কত নিদ্রা যাওরে কন্যা	গ্রাম্য সুর
৪৩.	কথা কইবে না কথা	'সাপুড়ে' বাণীচিত্রের গান
৪৪.	কন্যার পায়ের নূপুর বাজে রে	গ্রাম্য সুর
৪৫.	কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো	'সাপুড়ে' বাণীচিত্রের গান
৪৬.	কয়লা খাদে যাব না করব ধানের পাট	'শাল পিয়ালের বনে' গীতিনাট্যের দ্বৈত সঙ্গীত। .
৪৭.	কাণ্ডারী গো, কর কর পার	–
৪৮.	কালা এত ভালা কি হে কদম্ব গাছের তলা	ঝুমুর - খেমটা
৪৯.	কালো জল ঢালিতে সই চিকন কালারে	'সাঁওতালী' – ঝুমুর
৫০.	কালো পাহাড় আলো করে কে ওকে কালো শশী?	–
৫১.	কি জানি পইড়াছে বন্ধু মনে	–
৫২.	কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে	দ্বৈত সঙ্গীত – ঝুমুর
৫৩.	কুনুর নদীর ধারে শোন ডাকছে বালি হাঁস	'শাল পিয়ালের বনে' গীতিনাট্যের গান।
৫৪.	কুচ বরণ কন্যা রে তোর মেঘ বরণ কেশ	ভাটিয়ালি – কার্ফা
৫৫.	কে, দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল গো	–
৫৬.	কেউ বলতে পার কোথায় আমার মধুমালার দেশ	'মধুমালা' নাটকে পরিচারিকাদের গান।
৫৭.	কোন বিদেশের নাইয়া তুমি আইলা আমার গাঁও	–
৫৮.	গাছের তলে ছায়া আছে	গ্রাম্য সুর

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
৫৯.	গিরি মাটির দেশে গো নাই যদি আর ফিরি	‘শাল পিয়ালের বনে’ গীতিনাট্যের গান।
৬০.	গেরুয়া রঙ মেঠো পথে বাঁশরি বাজিয়ে কে যায়	বাউল – নবতাল
৬১.	চাঁপা রঙের শাড়ি আমার	সারং-মিশ্র – কার্ফা
৬২.	চিকন কালো বেদের কুমার	–
৬৩.	চুড়ির তালে নূড়ির মালা রিনি ঝিনি বাজে গো	ঝুমুর
৬৪.	চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে	–
৬৫.	ছন্নছাড়া বেদের দল, আয়রে আয়	‘বনের বেদে’ গীতিনাট্যের গান
৬৬.	জংলা মায়ের জংলী খোকা-খুকি	‘শাল পিয়ালের বনে’ গীতিনাট্যের গান
৬৭.	ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এলো গো	–
৬৮.	ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে	দ্বৈত সঙ্গীত – ঝুমুর
৬৯.	ডাল মেল পত্র মেল ওরে তরুলতা	গ্রাম্য সুর
৭০.	তাল পুকুরে তুলছিল সে শালুক	‘পাতালপুরী’ বাণীচিত্রের গান।
৭১.	তুমি এত দিন মরণ টানে টানলে	‘মধুমালা’ নাটকে কাঞ্চনমালার গান।
৭২.	তুমি পীরিতি কি কর হে	ঝুমুর
৭৩.	তেপান্তরের মাঠে বধূ হে	‘সাঁওতালী’ সুর।
৭৪.	তোমার আসার আশায় দাঁড়িয়ে থাকি	–
৭৫.	(তোমার) চন্দন রং উত্তরীয় মেঘ ডম্বুর শাড়ি	‘মধুমালা’ নাটকে মদন কুমার ও মধুমালার গান।
৭৬.	তোমার কূলে তু’লে বন্ধু	ভাটিয়ালি – কার্ফা
৭৭.	তোর রূপে সই গাহন করে	ভাটিয়ালি
৭৮.	দুখের সাথী গেলি চলে	‘পাতালপুরী’ বাণীচিত্রের গান

Dhaka University Institutional Repository

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
৭৯.	দুধে আলতার রঙ যেন তার	ভাটিয়ালি – কার্ফা
৮০.	ধীরে চল চরণ টলমল	'পাতালপুরী' বাণীচিত্রের গান
৮১.	নদী এই মিনতি তোমার কাছে	'ভাটিয়ালি' – কার্ফা
৮২.	নদীর নাম সই অঞ্জনা	গ্রাম্য সঙ্গীত
৮৩.	ননদী – হার মেনেছি তোর সনে	আড়ানা-মিশ্র – তেতালা
৮৪.	নাইতে এসে ভাটির স্রোতে	–
৮৫.	নাচের নেশার ঘোর লেগেছে	'সাঁওতালী' নাচ
৮৬.	নিঝুম নিদ্রা যায় রে মধুমালা	'মধুমালা' নাটকে নৌ সেনা মাঝির গান।
৮৭.	নিম ফুলের মৌ পিয়ে	–
৮৮.	নিশি পবন! নিশি পবন ফুলের দেশে যাও	গ্রাম্য সুর
৮৯.	নিশি ভোরের বেলা কাহার পাহাড়ী বাঁশী	ঝুমুর (বনের বেদের গান)
৯০.	নিশির নিশুতি যেন হিয়ার ভিতরে গো	গ্রাম্য সুর
৯১.	পথ ভোলা কোন রাখাল ছেলে	বাউল – লোফা
৯২.	পদ্ম দীঘির ধারে ঐ সখি লো	–
৯৩.	পদ্মার ঢেউ রে	–
৯৪.	পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম হিজল ফুলের মালা	'সাপুড়ে' বাণীচিত্রের গান
৯৫.	প্রাণ বন্ধু রে! তোমার জন্য জীবন করলাম ক্ষয়	–
৯৬.	ফুল ফুটে ঐ চাঁদা হাসে রে	'সাপুড়ে' বাণীচিত্রের গান
৯৭.	ফুল ফুটেছে কয়লা ফেলা	'পাতাল পুরী' বাণীচিত্রের গান
৯৮.	ফুলের হাওয় যা রে ছুটে	'মধুমালা' নাটকে ঘুমপরী।
৯৯.	বন বিহঙ্গ! যাও রে উড়ে	স্বাপন পরীর গান – ভাটিয়ালি
১০০.	বনের হরিণ আয়রে	–
১০১.	বন্ধু, আজো মনে যে পড়ে আম কুড়ানো	–

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১০২.	বন্ধু! দেখলে তোমায় বুকের মাঝে	ভাটিয়ালি
১০৩.	বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে	গ্রাম্য সুর
১০৪.	বল্ সই বসে কেনে, একা আনমনে	সাঁওতালী – ঝুমুর
১০৫.	বাজলো শ্যামের বাঁশী বিপিনে	–
১০৬.	বাঁকা ছুরির মত বেঁকে উঠল	–
১০৭.	বাঁশী বাজায় কে কদম তলায় ওগো ললিতে	ভাটিয়ালি – কার্ফা
১০৮.	বাঁশী বাজায় বনে আমি চিনি চিনি	সাঁওতালী – ঝুমুর
১০৯.	বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয় আয় আয়	–
১১০.	বৈঁচি মালা রইল গাঁথা	–
১১১.	ভবের এই পাশা খেলায়	বাউল – লোফা
১১২.	ভালবেসে অবশেষে কেঁদে দিন গেল	বাউল – লোফা
১১৩.	মহুল গাছে ফুল ফুটেছে নেশার ঘোরে ঝিমায়	–
১১৪.	মহুয়া বনে লো মধু খেতে সই	–
১১৫.	মাদল বাজিয়ে এল বাদ্‌লা মেঘ এলমেল	–
১১৬.	মেঘ বরণ কন্যা থাকে মেঘলা মতীর দেশে	ভাটিয়ালি
১১৭.	মেঘলা নিশি ভোরে	–
১১৮.	মোর বিহান বেলা উঠেরে ভাই চাষ করি	–
১১৯.	রাজার দুলাল! রাজপুত্র! বল গো	গ্রাম্যসুর
১২০.	লাল নটের ক্ষেতে লাল টুকটুকে বৌ যায় গো	–
১২১.	শাল পিয়ালের বনে গো পাহাড়তলির কাছে	'শাল পিয়ালের বনে' গীতিনাট্যের গান
১২২.	শোন দেখি মন বাঁশের বাঁশীর বুক	–
১২৩.	শোনরে নূপুর, পাহাড় তলীর মেয়ে	'শাল পিয়ালের বনে' গীতিনাট্যের গান

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১২৪.	সখি নাম ধরে কে ডাকে দূয়ারে	গ্রাম্য সুর
১২৫.	সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরী বাজে	–
১২৬.	সন্ধ্যা হ'ল ঘরকে চল ও ভাই	–
১২৭.	সই লো বন্ধু থাকে পাহাড়িয়া দেশে	–
১২৮.	সাপুড়িয়া রে বাজাও কোথায়	–
১২৯.	সাপের মণি বুকে করে কেঁদে নিশি যায়	গ্রাম্য সুর
১৩০.	সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো	–
১৩১.	সোনার চাঁপা ভাসিয়ে দিয়ে	'শ্রীমন্ত' নাটকে মাঝির গান
১৩২.	সোনার বরণ কন্যা গো	দ্বৈত সঙ্গীত
১৩৩.	হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল	সাঁওতালী গান
১৩৪.	হলুদ বরণ ঝিঙে ফুলের কাছে	'শাল পিয়ালের বনে' গীতিনাট্যের গান
১৩৫.	হলুদ বাটিতে হলুদ বরণ গৌর	ঝুমুর
১৩৬.	হাসে নাচে গায়, ঝাঁক বেঁধে যায়	–
১৩৭.	হে ব্রজ কুমার, শোন শোন মোর নিবেদন	ভজন

আবদুল আজীজ-আল-আমান সম্পাদিত নজরুলগীতি অখণ্ড গ্রন্থে নজরুলের কীর্তনাঙ্গের গানগুলোকে 'লোকগীতি' অধ্যায়ে রাখেন নি। বেশীর ভাগই তিনি ভক্তিগীতি অধ্যায়ে রেখেছেন আর কিছু কাব্যগীতি, দেশাত্মবোধক, পরিশিষ্ট ও হাসির গানের পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। নিম্নে নজরুল রচিত কীর্তনাঙ্গের গানের তালিকা দেয়া হলো (আবদুল আজীজ-আল-আমান সম্পাদিত নজরুল-গীতি অখণ্ড গ্রন্থ অবলম্বনে) :

	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১.	তব চরণ প্রান্তে মরণ বেলায়	(কাব্যগীতি) কীর্তন
২.	সখি এ নিবিড় বিরহ	(কাব্যগীতি) কীর্তন
৩.	আজি প্রথম মাধবী ফুটিল কুঞ্জে	ভক্তিগীতি – কীর্তন

	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
৪.	আমি কলহেরি তরে কলহ করেছি	ভক্তিগীতি
৫.	আমি কেন হেরিলাম	ভক্তিগীতি
৬.	একি অপরূপ রূপের কুমার	ভক্তিগীতি
৭.	ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ	ভক্তিগীতি
৮.	ওমা ফিরে এলে কানাই মোদের	ভক্তিগীতি
৯.	ওলো বিশাখা ওলো ললিতে	ভক্তিগীতি
১০.	কালো রূপে মন ভুলালো	ভক্তিগীতি
১১.	কেমনে রাধার কাঁদিয়া বষয় যায়	ভক্তিগীতি
১২.	কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো	ভক্তিগীতি
১৩.	খোল মা দুয়ার	ভক্তিগীতি
১৪.	গিরিধারী লাল কৃষ্ণ গোপাল যুগে যুগে হ'য়ো প্রিয়	ভক্তিগীতি
১৫.	ছি ছি ছি কিশোর হরি	ভক্তিগীতি
১৬.	তুমি কোন পথে এলে হে সাধক	ভক্তিগীতি
১৭.	তোরা যা লো মথুরাতে	ভক্তিগীতি
১৮.	দেখে যা তোরা নদীয়ায়	ভক্তিগীতি
১৯.	নওল শ্যাম তনু গোরীর	ভক্তিগীতি
২০.	নব কিশালয় রাঙা	ভক্তিগীতি
২১.	নব ঘন শ্যাম মুরতি	ভক্তিগীতি
২২.	না মিটিতে মনো সাধ	ভক্তিগীতি
২৩.	নাটুয়া ঠমকে যায়	ভক্তিগীতি
২৪.	ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই	ভক্তিগীতি
২৫.	ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে	ভক্তিগীতি
২৬.	রাজে মঞ্জুল রিনিকি ঝিনি	ভক্তিগীতি
২৭.	বঁধু ফিরে এস	ভক্তিগীতি

Dhaka University Institutional Repository

	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
২৮.	বঁধু সেদিন নাহিক আর	ভক্তিগীতি
২৯.	ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা	ভক্তিগীতি
৩০.	ব্রজের দুলাল ব্রজে আবার	ভক্তিগীতি
৩১.	মাকে আদর করে কালি বলি	কালী কীর্তন
৩২.	মুরলি শিখব বলে	ভক্তিগীতি
৩৩.	মোর পুষ্প পাগল মাধবী কুঞ্জে	ভক্তিগীতি
৩৪.	মোর মাধব শূন্য মাধবী কুঞ্জে	ভক্তিগীতি
৩৫.	মোর সেই রূপে	ভক্তিগীতি
৩৬.	যা সখি যা তোরা	ভক্তিগীতি
৩৭.	শ্যাম মনে পড়ে গো যমুনায়	ভাঙ্গা কীর্তন
৩৮.	শ্যাম মুখ আর না হেরব সজনী	ভক্তিগীতি
৩৯.	আমি না হয় মান করেছিনু	ভক্তিগীতি
৪০.	সখি সাজায়ে রাখলো	ভক্তিগীতি
৪১.	সখি সেই তো পুষ্প	ভক্তিগীতি
৪২.	সখি যায়নি ত শ্যাম মথুরায়	ভক্তিগীতি
৪৩.	আমার হরি নামে রুচি	হাসির গান
৪৪.	আমি চাইনি হতে ভ্যাবাগঙ্গারাম ও দাদা শ্যাম	হাসির গান
৪৫.	কীর্তন গান ছুচুন্দর, ভুতুম পেঁচা বাজায় ঢোল	(ছুঁচোর কীর্তন) হাসির গান
৪৬.	ওহে রসিক রসাল কদলী ভাবুকের তুমি ভাবের আধার	পণ্ডিত পশায়ের ব্যাঘ্র শিকার গীতিনাট্য
৪৭.	তোরা শোনালো শ্রবণে শোনো শ্যাম শ্যামনাম	কীর্তন
৪৮.	নমি গোকুল গোপাল গোবিন্দ	কীর্তন
৪৯.	যে হারাইয়া গেছে শ্যাম রূপলো	কীর্তন

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য কিছু লোকাঙ্গিক গান যা বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত আছে তার তালিকা নিম্নরূপ (আবদুল আজীজ-আল-আমান সম্পাদিত নজরুল-গীতি অখণ্ড গ্রন্থ অবলম্বনে) :

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১.	কাজরী গাহিয়া চল গোপ ললনা	রাগপ্রধান – কাজরী
২.	ঘোর ঘন ঘটা ছাইল গগন	রাগপ্রধান – কাজরী
৩.	রিমঝিম রিমঝিম ঝিম ঘন দেয়া বরষে কাজরী নাচিয়া চল পুরনারী হরসে	রাগপ্রধান – কাজরী
৪.	শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না	রাগপ্রধান – কাজরী
৫.	আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায়	কাব্যগীতি – বাউল
৬.	আজি এ বাদল দিনে কত কথা মনে পড়ে	কাব্যগীতি – কাজরী
৭.	আলো-আঁধারে ফুটল যে ফুল	কাব্যগীতি – মিশ্রসুর বাউল
৮.	আজকে দোলের হিন্দোলায়	কাব্যগীতি – কাফি হোরী
৯.	কার বাঁশরী বাজিল মেঠো সুরে	কাব্যগীতি – বাউল
১০.	কি হবে লাল পাল তুলে ভাই সাম্পানের উপর	কাব্যগীতি – ভাটিয়ালি
১১.	প'রে প'রো চৈতালী সাঁঝে	কাব্যগীতি – চৈতী
১২.	নাইয়া ধীরে চালাও তরণী	কাব্যগীতি – ভৈরবী
১৩.	বিজলী চাহিয়া কাজল কালো	কাব্যগীতি – কাজরী
১৪.	ওকে মুঠি মুঠি আবীর কাননে	কাব্যগীতি – চৈতি
১৫.	মনের রঙ লেগেছে	কাব্যগীতি – চৈতি
১৬.	সাগর আমায় ডাক দিয়েছে	কাব্যগীতি – বাউল
১৭.	গগনে পবনে ছড়িয়ে গেছে রং	ভক্তিগীতি – হোরী
১৮.	আজি নন্দ দুলালের সাথে	ভক্তিগীতি – হোরি
১৯.	ঐ খেলে ব্রজনারী হোরী	ভক্তিগীতি – হোরি
২০.	আয় ওলো সই খেলবো খেলা	ভক্তিগীতি – হোরি
২১.	আয় গোপিনী খেলবি হোলি	ভক্তিগীতি – হোরি

নং	গানের প্রথম লাইন	প্রাসঙ্গিক তথ্য
২২.	এল শ্যামল কিশোর	ভক্তিগীতি – হোরি
২৩.	আনন্দ দুলালী ব্রজবালার সনে	ভক্তিগীতি – হোরি
২৪.	তুমি দুখের বেশের এলে বলে ভয় করি কি হরি!	ভক্তিগীতি – হোরি
২৫.	সখি বাঁধো লো বাঁধ রো ঝুলনা	ভক্তিগীতি-কাজরী
২৬.	পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশী	ভক্তিগীতি – বাউল
২৭.	বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু	ভক্তিগীতি – বাউল
২৮.	ব্রজগোপী খেলে হোরী	কাফি-সিন্ধু/ভক্তিগীতি – হোরি
২৯.	মা এসেছে মা এসেছে উঠল কলরোল	ভাটিয়ালি মিশ্র দাদরা/ ভক্তিগীতি – বাউল
৩০.	শ্যামের সাথে চল সখি খেলি সবে হোরি	ভক্তিগীতি – পিলু হোরি
৩১.	হোরির রং লাগে আজি গোপিনীর তনুমনে	ভক্তিগীতি – হোরি
৩২.	ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি	দেশাত্মবোধক – বাউল
৩৩.	আজকে হোরি ও নাগরী	হাসির গান – হোরি
৩৪.	নিয়ে কাঁদা মাটি তাল খেলে হোরী ভূতের পাল	হাসির গান – হোরি
৩৫.	মা ষষ্ঠী গো তোর গুষ্ঠির পায়ে পড়ি	হাসির গান – বাউল
৩৬.	ওরে মাঝি ভাই	হাসির গান – ভাটিয়ালি কার্ফা
৩৭.	আবির রাঙা আভীরা নারী সনে	হাসির গান – হোরী

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত সিরিজ আকারে প্রথম থেকে বত্রিশ খণ্ড পর্যন্ত মোট বত্রিশটি স্বরলিপিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্বরলিপিগুলি সরকার কর্তৃক গঠিত 'নজরুল সঙ্গীত প্রমাণীকরণ পরিষদ' কর্তৃক সত্যায়িত ও অনুমোদিত। এ সব স্বরলিপিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লোক সুরের গানগুলির স্বরলিপি সুর বিশ্লেষণ ও গবেষণার সুবিধার্তে নিম্নে দেওয়া হলো।

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই
ওই পাহাড়ের ঝর্ণা আমি, ঘরে নাহি রই গো
উধাও হ'য়ে বই ॥

চিতা বাঘ মিতা আমার গোখ্‌রো খেলার সাথী
সাপের ঝাঁপি বুকে ধ'রে সুখে কাটাই রাতি
ঘূর্ণি হাওয়ার উড়্‌নি ধ'রে
নাচি তাথৈ থৈ গো আমি
নাচি তাথৈ থৈ ॥

MEGAPHONE JNG. 5380 ॥ শিল্পী ঃ কানন দেবী ॥ ফিল্ম–সঙ্গীত ॥ তাল ঃ দাদ্‌রা

II {	-া	-া	সা	I	রা	সাঃ	-ন্ঃ	I	সা	গা	-া	I	মা	পধা	[র্স]-ণা	I
	০	০	আ		কা	শে	০		হে	লা	ন্		দি	য়ে০	০	
							॥									
I	[প]-ধা	[ধ]-পা	-া	I	-া	-া	-া	I	সা	সা	-গা	I	রা	রা	-রগা	I
	০	০	০		০	০	০		পা	হা	ড়্		ঘু	মা	০য়	
I	[র]গরা	[র]-সা	-া	I	-া	-া	-া }	I	{ [গ]পা	-া	ক্ষা	I	[ক্ষ]ধা	পা	-া	I
	ও০	ই	০		০	০	০		ও	ই	পা		হা	ড়ে	র্	
I	গা	-পা	[র্স]না	I'	ধা	পা	-া }	I	পা	পা	[প]-ধা	I	ধা	ধা	[প]-া	I
	ঝ	র্	ণা		আ	মি	০		ঘ	রে	০		না	হি	০	
I	ধনধা	-পা	-া	I	পধা	-না	-া	I	পা	ধা	-র্সা	I	র্সা	র্সা	[র্স]-র্রা	I
	র০০	ই	০		গো০	০	০		উ	ধা	ও		হ'	য়ে	০	

Dhaka University Institutional Repository

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই
ওই পাহাড়ের ঝর্ণা আমি, ঘরে নাহি রই গো
উধাও হ'য়ে বই ॥

চিতা বাঘ মিতা আমার গোখ্‌রো খেলার সাথী
সাপের ঝাঁপি বুকে ধ'রে সুখে কাটাই রাতি
ঘূর্ণি হাওয়ার উড়্‌নি ধ'রে
নাচি তাথৈ থৈ গো আমি
নাচি তাথৈ থৈ ॥

MEGAPHONE JNG. 5380 ॥ শিল্পী ঃ কানন দেবী ॥ ফিল্ম-সঙ্গীত ॥ তাল ঃ দাদ্‌রা

II { -া -া সা | রা সাঃ -ন্‌ঃ I সা গা -া | মা পধা [র্স]-ণা I
০ ০ আ কা শে ০ হে লা ন্ দি য়ে০ ০

||
I [ণ]-ধা [ধ]-পা -া | -া -া -া I সা সা -গা | রা রা -রগা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ পা হা ড়্ ঘু মা ০য়্

I [র]গরা [র]-সা -া | -া -া -া } I { [গ]পা -া ক্ষা | [ক্ষ]ধা পা -া I
ও০ ই ০ ০ ০ ০ ও ই পা হা ড়ে র্

I গা -পা [প]না | ধা পা -া } I পা পা [প]-ধা | ধা ধা [প]-া I
ঝ র্ ণা আ মি ০ ঘ রে ০ না হি ০

I ধনধা -পা -া | পধা -না -া I পা ধা -র্সা | র্সা র্সা [র্স]-র্রা I
র০০ ই ০ গো০ ০ ০ উ ধা ও হ' য়ে ০

Dhaka University Institutional Repository

I নর্সা -া নর্স-না | ধন-ধা ধ-পা প-মা I ম-গা -া -া | -া -া -া I
ব ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই

I সা সা -গা | রা রা -রগা I গরা র-সা -া | -া -া -া II
পা হা ড়্ ঘু মা ০য় ও০ ই ০ ০ ০ ০

II { -া -া র্সা | না ধপা -গা I গা পা -া | ধা ধা -ণা I
০ ০ চি তা বা০ ঘ্ মি তা ০ আ মা ০

I -পধা -পা -া | -া -গপা -ধর্সণা I ধা -পা গা | গা রা -া I
০০ ০ ০ ০ ০০ ০০র্ গো খ্ রো খে লা র্

I গা ধা -া | -া -নর্সা -ধনা I -পধাঃ -পাঃ -া | -া -া -া } I
সা থী ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

I { পা ধা র্সা | র্রা র্গা -া I ধা র্সা -র্রা | র্গর্গা র্রর্গা -র্রা I
সা পে র ঝাঁ পি ০ বু কে ০ ধ' রে০ ০

[-া র্সর্রা -র্জ্ঞা]
I র্গা র্রা -র্সা | ধা পা -া I ধর্সা ধর্সা -া | (-া র্স-ণা ণ-ধা)} I
সু খে ০ কা টা ই রা০ তি০ ০ ০ ০ ০

I { র্রর্জ্ঞা -া র্রর্সা | র্জ্ঞর্রা র্সা -া I র্গর্মা -া র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া } I
ঘূ র্ ণি০ হাও য়া র্ উ০ ড়্ নি ধ' রে ০

I { না না -র্সা | র্সা র্সা র্র-র্সা I র্সনা -া -া | ঃনঃ না না } I
না চি ০ তা থৈ ০ থৈ ০ ০ ০গো আ মি

Dhaka University Institutional Repository

I না · না -র্সা | র্সা র্সা [র্]-র্সা I [র্]র্সর্সা [র্স]-না [ন]-ধা | [ধ]-পা [প]-মা -া I
   না চি ০   তা থৈ ০   থৈ০ ০ ০   ০ ০ ০

I -রগা -া -া | -া -া -া I সা সা -গা | রা রা [র]-গা I
   ০০ ০ ০   ০ ০ ০   পা হা ড়্   ঘু মা য়্

I গরা [র]-সা -া | -া -া -া II II
   ও০ ই ০   ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

আমি   কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে বলিস্ ননদীরে
সই, বলিস্ ননদীরে ।
শ্রীকৃষ্ণ নামের তরণীতে প্রেম-যমুনার তীরে
বলিস্ ননদীরে
সই, বলিস্ ননদীরে ।।

সংসারে মোর মন ছিল না, তবু মানের দায়ে
আমি   ঘর করেছি সংসারেরি শিকল বেঁধে পায়ে
শিক্‌লি-কাটা পাখী কি আর পিঞ্জরে সই ফিরে
সই, বলিস্ ননদীরে ।।

বলিস্ গিয়ে কৃষ্ণ নামের কলসী বেঁধে গলে
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কালিদহের জলে ।

কলঙ্কেরই পাল তুলে সই, চল্‌লেম অকূল-পানে
নদী কি সই, থাকতে পারে সাগর যখন টানে ।
রেখে গেলাম এই গোকুলে কুলের বৌ-ঝিরে
সই বলিস্ ননদীরে ।।

H.M.V. N 9963 ।। শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ ।। ভাটিয়ালী ।। তাল : কাহার্‌বা

সা	-া	-া	-া	র-সা	-গা	-া	-মা	গ-মপা	-া	-া	-মপা	-া	-া	-মগা	-া
আ	০	০	০	০	০	০	০	০০	০	০	০০	০	০	০০	০

-সগা	-রগা	-সরা	-সা	-া	-া	-া	সসা	সগা	গগা	মপা	মপা	-া	-মগা	সগা
০০	০০	০০	০	০	০	০	আমি	কূল্	ছেড়ে	চলি	লা০	০	০ম্	ভেসে

-া	-া	-া	-া	পনা	না	-া	র্সা	র্সর্রা	-া	-র্সনা	নর্সা	নর্সা	-া	-া	-া	-া
০	০	০	০	ব০	লি	স্	ন	ন০	০	০০	দী০	রে০	০	০	০	০

৪

-ধনা -া -া -ধপা -া -া -পমা: -মগগ: -া -া -া মগা গ-মা ম-পা -া
০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০০০ ০ ০ ০ সও ০ ০ ০

-পণা: -ধ: -পধা: -প: -মপা: -মা: -গা -া -া -া গগা -া গা -মগা রসা
০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ই বলি স্ ন ০০ নও

I সা সগা: -স: -া | -া -া রসা ন্া I
দী রে ০ ০ ০ ০ আ মি

II রসা: -গ: -া গা | গা -া মা পা I মপা: -: -মগা সা | গা -া -া -া I
কৃ ০ ল্ ছে ড়ে ০ চ লি লাও ০ ০ম্ ভে সে ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া -া -া I -া গা গা -া | গা মা পা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্রী কৃ ষ্ ণ না মে ০

I -পণা: -ধ: -পধা: -প: | -মপা: -ম: -গা -া I গমা গরসা: স: সা | -া -া -া -া I
০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ র্ তও ০রও নী তে ০ ০ ০ ০

I স-গরা -সণ্া -ধ্ণ্া -া | -া সা: -গ: মা I মপা -মা -মপা: -মগ: | মপা মা: -গ: -া I
০০ ০০ ০০ ০ ০ প্রেম্ য মু না ০ ০০ ০র্ তীও রে ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া -া -া I -া -া পনা না | -া র্সা র্রা -গর্রা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব লি স্ ন ন ০০

I গর্রা: -র্স: র্সা -া | -া -া -া -া I -ধনা -া -া -ধা | ধ-পা -া প-মা -া I
দী ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I [ম]-গা -া -া -া | -া -া -া -া I [ম]গা -মা [ম]-পা -া | -া -া -মপা -মা I
O O O O O O O O স O O O O O OO O

I [ম]-গা -া [ম]গা গা | -া গা -মগা রসা I সা [স]গা: -স: -া | -া -া -া -া I
O ই ব লি গ্ ন OO নO দী রে O O O O O O

I -া রা -মা মা | [ম]-পা: প: পা -া I -া পা [প]ণা ধা | ধণা: -ধ: [ধ]-পা -া I
O সঙ্ O গা O রে মো র্ O মন্ ছি ল নাO O O O

I -া -া -া -া | -া -া -া -া I -া -া পধা ধর্সা | -া র্সর্রা র্রর্গা: -র্স: I
O O O O O O O O O O তO বুO O মাO নেO র্

I র্সর্রা: -: র্সা -া | -া -া -া -া I -া -া -া -া | [নর্স]-া -া -া -পা I
দাO O য়ে O O O O O O O O O O O O O

I -া -া -া -া | -া -া র্সা র্সা I র্সা -া র্সর্রা র্রা | র্রা -া -া -া I
O O O O O O আ মি ঘ র্ ক'O রে ছি O O O

I র্সা -র্রা র্গর্মা -র্গা: | র্রর্স: -া র্সা -া I -া -া র্সা ণর্সা | -ণা [ণ]ধা পা -া I
গ ঙ্ সাO O রেO O রি O O O শি কO ল্ বেঁ ধে O

I পা -ধা ধণা: -ধ: | -পা -া -া -া I -া রা -মা মা | [ম]পা: প: পা -া I
পা O বেO O O O O O O সঙ্ O গা O রে মো র্

I -া পা [প]ণা ধা | ধণা: -ধ: [ধ]-পা -া I -া -া পধা ধর্সা | -া র্সর্রা র্রর্গা: -র্স: I
O মন্ ছি ল নাO O O O O O তO বO O মাO নেO র্

I র্সর্রাঃ -ঃ র্সা -া | -া -া -া -া I -া -া -া -া | র্স-পা -া র্সা র্সা I
দা০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I র্র্সাঃ -র্রঃ র্রা র্রা | র্রা -া -া -া I র্সা -র্রা র্গর্মা -র্গাঃ | র্রর্সঃ -া র্সা -া I
ঘ র্ ক' রে ছি ০ ০ ০ স ঙ্ সা০ ০ রে০ ০ রি ০

I -া -া র্সা ণর্সা | -ণা ণধা পা -া I পা -ধা ধণাঃ -ধঃ | -পা -া -া -া I
০ ০ শি ক০ ল্ বেঁ ধে ০ পা ০ য়ে০ ০ ০ ০ ০ ০

[নর্সা]

I {-া -া পর্সা র্সা | -া র্সা র্সা -র্রা I -না না -া র্সা | র্সনাঃ -পঃ পনা -পা I
০ ০ শিক্ লি ০ কা টা ০ ০ পা ০ খী কি ০ আ র্

I ধা -র্রা র্সর্রা -র্সা | নর্সা -না ধা -নধা I পা -ধা মাঃ -পঃ | প-গা -া -া -া } I
পি ন্ জ০ ০ রে০ ০ স ০ই ফি ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I গা -মা পা -া | -া -া -মপা -া I -মগা -া গা গা | -া গা -মগা রসা I
স ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ই ব লি স্ ন ০০ ন০

I সা সগাঃ -সঃ -া | -া -া -া -া -া I -া -া গা গা | -া মা পা -া I
দী রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব লি স্ গি য়ে ০

I -পণা -া ধণ-ধা ধ-পা | -মপা -মা ম-গা -া I মা -া মজ্ঞা -া | -মজ্ঞা জ্ঞরা সা -ন্া I
০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ কৃ ষ্ ণ০ ০ ০০ না মে ০

I -া -া সা গা | -া মা মপা -মা I মপা -া মপাঃ -মঃ | ম-গা -া -া -া I
র্ ০ কল্ সী ০ বেঁ ধে০ ০ গ০ ০ লে০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -া -া -া -া | -া -া -া -া I -া -া গা মা | ধা ধণা ধণা -ধপা I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ড্ বে ছে রা০ ই০ ০০

I -া -া পা ধণা | -র্সা ণর্সণা গধাঃ -ণঃ I -া -া -া -া | -া -া -া -া I

০ ০ ক ল০ ঙ্ কি০০ নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -ধণা -ধা -পধা -পা | -মপা -মা ম-গা -া I -া -া সা সা | -গা গা গা -সা I

০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ কা লী ০ দ হে র্

I মপা -া পমা -পা | -া -া -া -া I -মপা -মা -গমা -গা | গ-রা -সা স-রা র-গা I

জ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

I -সরা -সা -া -া | -া -া -া -া I -া -া মা পা | -া পনা না -া I

০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক ল ঙ্ কে রি ০

I র্সনা -া -র্সা র্সা | র্সা নর্সা -র্রর্সা -না I -া -া র্সনা না | -া র্সা র্রা -র্গা I

পা ০ ল্ তু লে স০ ০০ ০ ই ০ চল্ লে ম্ অ কূ ল্

I র্সর্রাঃ -র্সঃ র্সা -া | -া -া -া -া | -া -া র্সা র্সা | র্স-র্রা র্রা র্রা -া I

পা০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন দী ০ কি স ই

I র্সা -র্সা র্সা া | র্মর্গর্রা -া র্রর্গাঃ -র্রঃ I -র্সা -া র্সা ণর্সা ; -ণা ণধা পা -া I

থা ক্ তে ০ পা০ ০ রে ০ ০ ০ সা গ০ র্ য খ ন্

I পণা -ধা -পধা -ধা | পা -া -া -া I { -া -া পর্সা র্সা | -া র্সা নর্সা -র্রাঃ I

টা ০ ০০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ রে খে ০ গে লা০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -ন: ন: -া র্সা | না: -প: না: -প: I ধা -র্রা র্সা -র্রর্সা | না -র্সনা ধা -ণা I
ন্ এ ই গো কু ০ লে ০ কূ ০ লে ০০ র ০০ ব উ

I ধপা -ধা মা -পা | -মগা -া -া -া } I মগা -মা -পা -া | -া -া -মপা -া I
ঝি ০ রে ০ ০০ ০ ০ ০ স ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০

I -মগা -া গা গা | -া গা -মগা রসা I সা সগা: -সা -া | -া -া সা ন্া II II
০০ ই ব লি স্ ন ০০ ন০ দী রে ০ ০ ০ ০ "আ মি"

Dhaka University Institutional Repository

আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস চেয়ে' চেয়ে',
আমায় চেয়ে দেখিস না তাই রূপ-গরবী মেয়ে।
ওলো রূপ-গরবী মেয়ে ॥

নাইতে গিয়ে নদীর জলে
দেরী করিস নানান্ ছলে,
ওরে ভাবিস তোরে দেখতে কখন
আস্‌বে জোয়ার ধেয়ে।
ওলো রূপ-গরবী মেয়ে ॥

চাঁদের সাথে মিলিয়ে দেখিস্
চাঁদ-পানা মুখ তোর,
ভাবিস তুই আসল্ শশী
চাঁদ যেন চকোর
ওলো চাঁদ যেন চকোর।

বনের পথে আনমনে
দাঁড়িয়ে থাকিস অকারণে
ওরে ভাবিস্ তোরে দেখেই বুঝি
বিহগ উঠে গেয়ে'।
ওলো রূপ-গরবী মেয়ে ॥

TWIN F.T. 12152 ॥ শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী ॥ সুর : কাজী নজরুল ॥ ঝুমুর ॥ তাল : কাহার্‌বা

I { -া -া গা ^গমা | -গা রা ^রসা -া I -া -গা গমগা -রসা | -া সা ণ্ধ্া -া I
০ ০ আর্ শি ০ তে তো ০ ০ র্ নি০০ জে০ র্ রূপ্ ই০ ০

I -া -া সা সা | -রা মা মা -া I মা -পা মা -পা | -পা ^পধা ^ধ-পা -মা I
০ ০ দে খি স্ চে য়ে ০ চে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -া -া মা মা | -ধা ধা ধণা -ধা I ^{ম}-পা -া ^{ধ}পা পধা | -া ^{ধ}পা ^{প}মা -া I
o o প্রা মা য়্ চে য়েo o o o দে খিo স্ না তা ই

I -া পা -া ণা | ণধা -পা ধপা -মা I পমা -গা মগা -রসা | -া সরা সণ্া -ধ্ণ্া I
o রূপ্ o গ রo o বীo o মেo o য়েo oo o ওo লোo oo

I -া সা -া গা | গরা -সা রগা -মগা I রসা -া সা -া | -া -া -া -া } II
o রূপ্ o গ রo o বী oo মেo o য়ে o o o o o

II { -া মা -া মা | ^{ম}ধা -া ধা -না I -া -া না না | -র্সা র্গা র্সা -র্রা I
o না ই তে গি o য়ে o o o ন দী ব্ জ লে o

[ধা ধা]
I -না -র্সা -া -া | -া -া $^{নর্স}$-না -ধা I -া -া না না | ^{ন}-র্রা র্সা র্সর্রা $^{র্}$-র্সা I
o o o o o o o o o o দে রী o ক রিo o

I $^{র্স}$-না -া না নর্সা | -না ^{ন}ধা ধা -ণা I (-ধপা -া -া -ধা | -পধপা -া ^{প}-মা -া)} I
o স্ না নাo ন্ ছ লে o oo o o o ooo o o o

I -ধপা -া -া -া | -া -া পা ধা I { -া -া ^{ধ}র্সা র্সা | -া র্সা র্সর্রা $^{র্}$-র্সা I
oo o o o o o ও রে o o ভা বি স্ তো রেo o

[ধা -পা পা -া]
I র্সধা -া ধা -ণা | ধপা -া পা -ধা } I -া পা -া ধা | ধা -ণা ধপা -া I
দেo খ্ তে o কo o খ ন্ o আ স্ বে জো o য়াo র্

I পা -ধা পা -ধা | -া ^{ধ}পমা -গরা সা I -া গা -া মা | গরা -সা ^{স}রগা ^{মগ}-া I
যে o যে o o ওo oo লো o রূপ্ o গ রo o বীo o

I রসা -া সা -া | -া -া -া -া II
মেও ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

II -া -া সরা [র]সা | -া [স]ধ্া [ধ]-প্া -া I ধ্া সা [স]রা -া | -া রা সা -া I
০ ০ চাঁ০ দে র্ সা থে ০ মি লি য়ে ০ ০ দে খি ০

I -া -া -া -া | -া -া -া -া I -া -া সা -া | রা মা মা -পা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্ ০ ০ চাঁ দ্ পা না মু খ্

I [ম]পা -া -া -া | -ধণা -ধা [ণধ]-পা -া I -া -া পা ধা | -র্সা র্সা -র্রজ্ঞ্র্রা -র্সা I
তো ০ ০ ০ ০০ ০ ০ র্ ০ ০ ভা বি স্ তু ই০০ ০

I র্সধা -া ধা -ণা | [ণ]ধা: -প: পা -া I -া পা -া ধা | [ধ]ণা -া [ণ]ধপা -া I
আ০ ০ স ল্ শ ০ শী ০ ০ চাঁ দ্ বে ন ০ চ০ ০

I পধা -া -া -পমা | -গা -া গমগা রসা I -া গা -া [গ]মা | মগা -রা [গ]রা: -স: I
কো০ ০ ০ ০০ র্ ০ ও০০ লো০ ০ চাঁ দ যে ন০ ০ চ ০

I [র]সা -া -া -া | -া -া -া -া I { -া -া মা মা | -া ধা ধনা -া I
কো ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ ০ ০ ব নে ব্ প থে০ ০

I -া -া না না | -র্সা র্সা র্সা -র্রা I [র্র]-না: -র্স: -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ আ ন ০ ম নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া ধা [ধ]র্সা র্সা | র্সা -র্রা র্রা -র্গা I -া -া -া -া | [র্গ]-র্মা -র্গা [র্গ]-র্রা -র্সা I
০ দাঁ ড়ি য়ে থা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I [স]-ঋা -া -ণা -ধণা | -ধপা -া -া -া I -া -া ধা -র্সা | র্ঋর্জ্ঞা -র্ঋর্জ্ঞা -া র্ঋা I
০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ স্ ০ ০ অ ০ কা০ ০০ ০ র

I [র্ঋ]র্সা -া -া -া | -া -া -া -নর্সা I -া -া মা মা | -া ধা ধনা -া I
ণে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ব নে রূ প থে০ ০

I -া -া না না | -র্সা র্সা র্ঋর্সা -না I [ন]-র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ আ ন ০ ম নে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া ধা [ধ]র্সা র্সা | র্সর্ঋা র্ঋর্গা -া -া I -া -া -া -া | -র্ঋা: -র্সা: -ধা: -ণ: I
০ দাঁ ড়ি য়ে থা০ কি০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -ধা -া -ণা -া | -ধণা -ধপা -া -া I ধা -র্সা র্ঋর্জ্ঞা -র্ঋর্জ্ঞা | -া -া র্ঋা: -র্সা: I
০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ স্ অ ০ কা০ ০০ ০ ০ র ০

I [র্ঋ]র্সা -া -া -া | -া -া পা ধা I {-া -া ধর্সা র্সা | -া র্সা [র্স]র্ঋর্ঋা -া I
ণে ০ ০ ০ ০ ০ ও বে ০ ০ ভা০ নি স্ তো রে০ ০

[-া]
I র্সা: -ধ: -ধা -ণা | ধা: -প: পা ([প]-ধা)} I -া -া পা পা | -ধা ণা ণধা -পা I
দে ০ খে ই বু ০ ঝি ০ ০ ০ বি হ গ্ ও ঠে০ ০

I পা -ধা [ধ]পা -ধা | -া -া পমা -গঋা I [ঋ]সা গা -া [গ]মা | [ম]গঋা -সা ঋগা -মগা I
গে ০ য়ে ০ ০ ০ ও০ ০০ লো ক প্ গ র০ ০ বী০ ০০

I [ঋ]সা -া সা -া | -া -া -া -া II II
মে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে
বাজে ঘুম্‌তি নদীর জলে।
বুনো হাঁসের পাখার মত
মন যে ভেসে' চলে
সেই ঘুম্‌তি নদীর জলে॥

মেঘ এসেছে আকাশ ভ'রে —
যেন শ্যামল ধেনু চড়ে
নাগিনীর সম বিজলী-ফণা তুলে
নাচে, নাচে, নাচেরে।
মেঘ ঘন গগন তলে॥

পাহাড়িয়া অজগর ছুটে আসে
ঝর্ ঝর্ বেনো জল
দিয়ে করতালি
প'রে পিয়াল পাতার মাথালি
ছিটায় জল
গেঁয়ো কিশোরীর দল।

রিণিক্ ঝিণিক্ বাজে চাবি আঁচলে
কালনাগিনীর মত পিঠে বেণী দোলে
তীর-ধনুক হাতে
বন-শিকারীর সাথে
মন ছুটে যায় বনতলে॥

H.M.V. N 27262 ॥ শিল্পীঃ বীণা চৌধুরী ॥ সুরঃ শৈলেশ দত্তগুপ্ত ॥ লোকগীতি ॥ তালঃ কাহার্‌বা

II {পা ণা র্সা র্ঋা । র্সা -া -া -পা I পা ণা র্সা র্ঋা । র্সা -ণা দা -ণা I
উ প ল নু ড়ি ০ ০ র্ কাঁ ক ন চু ড়ি ০ বা ০

I র্সা -া -া -া | -া -া র্সা র্ঋা I ণা -র্ঋা র্সা ণা | ণদা -া পা দা I
জে ০ ০ ০ ০ ০ বা জে ঘু ম্ তি ন দী ০ র জ

I পমা -া -া -া | -া -া -া -া} I র্সা র্সা -র্জ্ঞা র্সা | র্সর্জ্ঞা -া -র্সা -া I
লে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বু নো ০ হাঁ সে০ ০ ০ র্

I র্সা র্সা -ণা দপা | দা -া^ম মা পা I দা -া -া -া | -া -া মা পা I
পা খা র্ ম০ ত ০ ম ন যে ০ ০ ০ ০ ০ ভে সে

I দা -র্সর্ঋা সা -া | -া -া র্সা -র্ঋা I ণা -র্ঋা র্সা ণা | দা -া পা দা I
চ ০০ লে ০ ০ ০ সে ই ঘু ম্ তি ন দী ০ র জ

I পমা -া -া -া | -া -া -া -া II
লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {র্জ্ঞা -া -া র্ঋা | র্জ্ঞা -র্ঋা র্জ্ঞা -র্সা I র্সা র্ঋা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা | র্সা -া -া -া} I
মে ০ ঘ্ এ সে ০ ছে ০ আ কা শ ভ’০ রে ০ ০ ০

I র্সা -া -া ণা | র্সা -া র্সা -ণা I র্সা -ণা দা পা | মা -া -া -া} I
যে ০ ০ ন শ্যা ০ ম ল্ ধে ০ নু চ ড়ে ০ ০ ০

I দা পা মা দা | পা মা দা পা I দপা -মা মা মা | সা -ঋা মা -া I
না গি নী র স ম বি জ লী০ ০ ফ ণা তু ০ লে ০

I ^মদা ^দ-পা মা ^মদা | ^দ-পা মা জ্ঞা ঋা I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
না ০ চে না ০ চে না চে রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা -ঋা মা পা | দা -া -মা মা I মা -পা দা র্ঋা | র্সা -া র্সা -র্ঋা I
মে ০ ঘ ঘ ন ০ ০ গ গ ০ ন ত লে ০ সে ই

I ণা -র্ঋা র্সা ণা | দা -া পা দা I পমা -া -া -া | -া -া -া -া II
ঘু ম্ তি ন দী ০ র জ লে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {সা জ্ঞা মা মা | সা জ্ঞা মা -া I মপা মা জ্ঞা -রা | সা -রা -জ্ঞা -মা I
পা হা ড়ি য়া অ জ গ র্ ছু টে আ ০ সে ০ ০ ০

I মপা -া পমা -মা | জ্ঞা রা সা -া I -া -া -া -া | -া -া -া -া} I
ঝ র্ ঝ র্ বে নো জ ল্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা দা পা মা | মপা -া পা -া I -া -া -া -া | -া -া দা পা I
দি য়ে ক র তা ০ লি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ প' রে

I দা পা -া দা | মা -া পা গা I মা -া -া -া | -া -া -া -া I
পি য়া ল্ পা তা র্ মা থা লি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গমা -গা সা -ঋা | ঋা -া গা মা I গা মা সা -ঋা | সা -া -া -া I
ছি ০ টা য় জ ল্ গৈ য়ো কি শো রী র্ দ ল্ ০ ০

I {পা পর্সা -া সপা | পর্সা -া র্সা না I র্সা না র্সা র্সর্জ্ঞা | র্সা -া -া -া I
রি নিক্ ০ ঝি নিক্ ০ বা জে চা বি আঁ চ লে ০ ০ ০

I র্সা -র্ঋা র্ঋণা ণা | র্সা -া দা দা I ণা পা দা মা | পা -মা পা -মা I
কা ল্ না গি নী র্ ম ত পি ঠে বে নী দো ০ লে ০

Dhaka University Institutional Repository

I পা -দা -ণা -র্সা । পা -া -া -া} I {পা -া -া মা । পা -া পা পা I
দো ০ ০ ০ লে ০ ০ ০ তী ০ র্ ধ নু ক্ হা তে

I মা -দা পা মা । পমা -গা ঋা সা I সা -ঋা ঋগা ঋা । সা -া -া -া} I
ব ন্ শি কা রী০ র্ সা থে ম ন্ ছু টে যা ০ ০ য়্

I সা -ঋা মা পা । দা -া -া -মা I মা -পা দা র্ঋা । র্সা -া র্সা -র্ঋা I
ম ন্ ছু টে যা ০ ০ য়্ ব ০ ন ত লে ০ সে ই

I ণা -র্ঋা র্সা ণা । দা -পা পা দা I পমা -া -া -া । -া -া -া -া II II
ঘু ম্ তি ন দী ০ র জ লে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

৫

নদীর —
একূল ভাঙে ও কূল গড়ে এই ত নদীর খেলা
সকালবেলায় আমির রে ভাই ফকীর সন্ধ্যা বেলায় (ও ভাই)
এই তো নদীর খেলা ॥

সেই নদীর ধারে কোন ভরসায়
বাঁধলি বাসা ওরে বেভুল
বাঁধলি বাসা কিসের আশায়
যখন ধরল ভাঙন পেলি নে তুই
পারে যাবার ভেলা
এই তো বিধির খেলা রে ভাই
এই তো বিধির খেলা ॥

এই দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ,
যে কুমোর গড়ে সেই দেবতার খোঁজ নিল না কেহ
রে ভাই. খোঁজ নিল না কেহ।

রাতে রাজা সাজে নাট-মহলে
দিনে ভিক্ষা মেগে পথে চলে
শেষে শ্মশান-ঘাটে গিয়ে দেখে
সবাই মাটির ঢেলা
এই তো বিধির খেলা রে ভাই
ভব নদীর খেলা ॥

HMV N. 17414 ॥ শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ ॥ ভাটিয়ালী ॥ তাল : কাহারবা

সা গা -া -া -া -া -মা -পা -মপমা -গা -া -া -া -া
ন দী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ র্ ০

সা গা -া মা মা -ধা -া -া -া -া -া -পা -র্সনা -ধা
এ কূ ল্ ভা ঙে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-পা -মা -গা -া -া -া গমা -গা রা -সা সরা -সা ণ্া -ধ্া -া -াঃ -ণ্ঃ সা গা গা গা -া -া -মা
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও০ ০ কূ ল গ০ ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ এই তো ন দী ০ ০ র্

রা গা -া -া -া -া -পা -মা -গা -া -া
খে লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II -া -া | না না I -া না | না -র্সা I র্সা -া | র্সা -া I র্সা -া | -র্সর্রা -র্সর্রা I
০ ০ স কা ল্ বে লা য় আ ০ মী র্ রে ০ ভ্০ ০০

I -নর্সা -না | -া -া I -াঃ -র্সঃ | -নর্সা -নধা I -পা -া | পা পা I -ণা ধা | পা -মা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ই ০ ফ কি র্ সন ধা ০

I পমা -গমা | -গা -া I -া -া | গা মা I -া -া | পা পা I -ণা ধণা | -ধপাঃ পমঃ I
বে০ ০০ লা ০ ০ য় ও ভাই ০ ০ ফ কি র্ স০ ০ন্ ধা০

I মপা -পমা | -গা -া I -া -া | -া -া I -া পা | -া মা I গা -রা | সা -া I
বে০ ০০ লা ০ ০ ০ ০ ০ য় এ ই তো ন ০ দী র্

I সা -া | সা -া I -^সগা -রা | -সা -া I -া -া | সা গা I -া মা | মা -ধা I
খে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ কূ ল্ ভা ঙে ০

I -া -া | -া -া I -পমা -পা | -মগা -া I গমা -গা | রা -সা I সরা -সা | ধা -া I
০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ও০ ০ কূ ল্ গ০ ০ ড়ে ০

I -ণ্া সা | -া গা I গা -া | গা -মা I রা গা | -া -া I -া -া | -মা -পা I
০ এ ই তো ন ০ দী র্ খে লা ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -^পমা -া | -গা -া I -া -া | -া -া I -া -া | পা -া I পমা মপা | -মা গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সে ই ন০ দী০ র্ ধা

I গা -মা | পা -না I নধা ধপা | -া পা I -া -া | -া -া I -া -া | -গা -া I
রে ০ কো ন্ ভ০ র০ ০ সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০

I [illegible] | [illegible] I র্সা -া | র্সা -া I -া -া | -া -া I -া -া | -পা -া I
[illegible] [illegible]লি০ বা ০ সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I [illegible] | র্সা র্সা I -র্রা র্রা | র্রা -া I র্সা -র্রা | র্রা -র্মা I -া র্গা | র্গা -র্মা I
[illegible] ও রে ০ বে ভু ল্ বাঁ ধ্ লি ০ ০ বা সা ০

I -া -া | -া -া I -া -া | -া -া I -া -া | -র্গা -র্রা I -র্সা -া | -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা | র্রা -র্গা I -র্রা র্রা | র্সা -া I -া -া | -া -া I -া -া | পা ধা I
কি ০ সে ০ র্ আ শা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য় য খ

I -পা ধা | -র্সা র্সা I র্সা -া | -র্সর্রা -র্সা I -না না | -র্সনা ধা I পা -ধপা | গা -মা I
ন্ ধ র্ ল ভা ০ ঙ্০ ০ ন্ পে ০০ লি নে ০০ তু ই

I -া -া | না না I -র্সনা ধা | পা -ধা I পা -া | পা -া I -া -া | পা ধা I
০ ০ পা রে ০০ যা বা র্ ভে ০ লা ০ ০ ০ য খ

I -পা -া | ধা র্রর্সা I র্সা -া | -র্সর্রা -র্সনা I -া -না | -র্সনা ধা I পা -া | ধপা -মা I
০ ন্ ধর্ লো০ ভা ০ ঙ্০ ০০ ন্ পে ০০ লি নে ০ তু ই

I -া -া | না না I -র্সনা ধপা | পা -ধা I পা -া | পা -া I -া -া | -পমা -গা I
০ ০ পা রে ০০ যা০ বা র্ ভে ০ লা ০ ০ ০ ০০ ০

I -া পা | -া মগা I গা -রা | রা -সা I সা -া | সা -া I সা -গা | গমা -পধা I
০ এ ই তো০ বি ০ ধি র্ খে ০ লা ০ রে ০ ভা০ ০০

I -মপা গপা | -মা মগা I গা -রা | রা -সা I সা -া | সা -া I -া -া | -া -া I
০ই এ০ ই তো০ বি ০ ধি র্ খে ০ লা০ ০ ০ ০ ০

I -া -া | -া -া I -া -া | সা -া I -া -া | গা গমা I -গরা রা | -সা -া I
১ ০ ০ ০ ০ ০ এ ই ০ ০ দে হ০ ০০ ভে ঙে ০

[সরসা] [গমা -পধপা]
I{ সা -া | সা -া I -া সা | সা -া I -া -া | সরা রা I -মা মা | মা -া I
হ য় রে ০ ০ মা টি ০ ০ ০ মা০ টি ০ তে হ য়

I ধপা -মা | মা -া I -া -া |(-া -সা I -া -া)| মা -া I -া মধা | ধা -া I
দে ০ হ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ যে ০ ০ কু মো র্

I ণা ধণা | -ধণা -ধা I -পা পা | -া ধা I পধা -পা | পা -মা I -া পা | -া ণা I
গ ড়ে০ ০০ ০ ০ সে ই দে ব০ ০ তা র্ ০ খোঁ জ্ নি

I ধা -ণধা | পা -ধপা I মা -পমা | গা -মগা I রা -সা | ণ্া -ধ্া I -ণ্া গা | -া গা I
ল ০ না ০ কে ০ হ ০ রে ০ ভা ০ ই খোঁ জ্ নি

I রগা -া | রসা -া I সা -া | সা -া I (-া -া | গা -া I
ল০০ ০ না০ ০ কে ০ হ ০ ০ ০ এ ই

I -া গমা | -গা -রা I সা -া | সা -া) }I -া -া | পা পা I পা পা | ধা ণা I
০ দে০ ০ হ ভে ০ ঙে ০ ১ ১ র তে রা জা সা জে

I -ধা -পা | -া -া I -া ধা | -র্সা র্সা I র্সা -া | র্সা -া I -া -া | -া -পা I
০ ০ ০ ০ ০ না ট্ ম হ ১ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া | র্সা র্সা I -া র্সরা | -া র্রর্মা I র্মা -র্গা | র্গা -া I -া -া | -র্রর্সা -া I
০ ০ দি নে ০ ভি০ ক্ খা০ মে ০ গে ০ ০ ০ ০০ ০

I -া র্সা | -র্রা র্রা I -র্গা -র্রা | র্রা র্সা I -া -া | -া -পা I -া -া | পা ধা I
০ প ০ থে ০ ০ চ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ শে ষে

I ধা র্সা | -া র্সা I র্সর্রা -র্সর্রা | -র্সনা -া I -া না | -র্সনা ধা I পা -ধপা | গা -মা I
শ্যা শা ন্ ঘা টে০ ০০ ০০ ০ ০ গি ০০ য়ে দে ০০ খে ০

I -া -া | না না I -র্সনা ধা | পা -ধা I পা -া | পা -া I -াঃ -গঃ | পা ধা I
০ ০ স বা ই০ মা টি র্ ঢে ০ লা ০ ০ ০ শে ষে

I ধা -র্রা | র্রা -র্সা I র্সা -া | র্সা -র্রর্সা I না -র্সনা | ধা -নধা I পা -ধপা | গা -মা I
শ্যা ০ শা ন্ ঘা ০ টে ০০ গি ০ য়ে ০ দে ০ খে ০

I -া -া | না না I -র্সনা ধা | পা -ধা I পা -া | পা -া I -ণধা -পমা | -গা -া I
০ ০ স বা ই০ মা টি র্ ঢে ০ লা ০ ০০ ০০ ০ ০

I -া পা | -া মা I গা -রা | রা -সা I সা -া | সা -গা I গা -মা | গমা -পধা I
০ এ ই তো বি ০ ধি র্ খে ০ লা ০ রে ০ ভা০ ০০

I -মা -পা | গা মা I -গা রা | সা -া I সা -া | -া -া I -া -া | -া -া II II
০ ই ভ ব ০ ন দী র্ খে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

এসো ঠাকুর মহুয়া-বনে ছেড়ে বৃন্দাবন.
ধেনু দেব বেণু দেব মালা চন্দন ॥

কেঁদে কেঁদে কয়লা-খাদে যমুনা বহার;
পলাশ বনে জাগরণে নিশি পোহাব।
রাধা হয়ে বাঁধা দেব আমার প্রাণ-মন ॥

মোর নটকান রঙ শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে,
পীত-ধড়া পরাব নীল অঙ্গ ঘিরে,
পিয়াল ডালে দোলনা বেঁধে দুলিব দুজনে ॥

ভাশুর শ্বশুর দ্যাখে যদি করব না কো লাজ
বলব আমার শ্যামের বাঁশি বাজরে আবার বাজ
শ্যাম তোমার লাগি' জাতি-কূল, দিব বসর্জন ॥

হিন্দুস্তান এইচ. ৯৭১ ॥ শিল্পী : কালীপদ সেন ॥ ঝুমুর ॥ তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

												|	{গা	মা	-া	I
													এ	সো	০	
I	মা	-পা	পা	|	-গা	গা	-মা	I	পা	-া	না	|	না	-পা	-ধা	I
	ঠা	০	কু		র্	ম	০		হু	০	য়া		ব	০	০	
									[পা	-া	-া]					
I	ধপা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	মা	ধা	পা}	|	-া	-া	গা	I
	নে০	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	
I	গা	মা	-া	|	গা	মা	রা	I	গমা	রগা	-া	|	-া	-া	রসা	I
	ছে	ড়ে	০		বৃন্	০	দা		ব০	০০	ন্		০	০	০০	

I	{ণ্া	ণ্া	-সা	|	সা	সা	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	ধে	নু	০		দে	ব	০		০	০	০		০	০	০	
I	ণ্া	ণ্া	-সা	|	সা	সা	-া	I	সা	সা	-া	|	রা	গা	-া	I
	ধে	নু	০		দে	ব০	০		বে	ণু	০		দে	ব	০	
I	সা	রা	রা	|	মা	মা	-া	I	পমা	-গা	-া	|	গা	মা	-া	II
	মা	০	লা		০	চ	ন্		দ০	ন্	০		এ	সো	০	
I	{ধপা	পা	-গা	|	গা	গা	-পা	I	ধা	ধা	র্সা	|	র্সনা	ধা	-া	I
	কেঁ০	দে	০		কেঁ	দে	০		ক	য়	লা		খা০	০	০	
I	ধা	না	^{প}ধা	|	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	দে	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	
I	ধা	র্সা	-া	|	র্রা	র্গা	র্রা	I	র্রা	র্গর্রা	র্সা	|	-া	-া	-া	I
	য	মু	০		না	ব	০		হা	বঁ০	০		০	০	০	
I	-া	-া	-া	|	পা	-া	-া}	I	না	না	র্সা	|	র্স	র্সা	-না	I
	০	০	০		০	০	০		প	লা	শ		ব	নে	০	
I	নর্সা	না	ধা	|	পা	^{প}মা	-া	I	^{পন}গা	-া	-া	|	-া	-া	মা	I
	জা০	০	গ		০	র	০		নে	০	০		০	০	০	
I	পা	না	ধা	|	না	পা	-া	I	পা	পা	-া	|	-া	-া	-া	I
	নি	০	শি		০	পো	০		হা	ব	০		০	০	০	
I	{মা	গা	-া	|	মা	পা	-া	I	মা	গা	-া	|	মা	পা	-া^{গ}	I
	রা	ধা	০		হ	য়ে	০		বাঁ	ধা	০		দে	ব	০	

I পা পা -র্সা | না ধা -পা I ণণা ধনধা -পা | গা মা -া} II
আ মা র্ প্রা ণ ০ ম০ ০০০ ন্ এ সো ০

রা -া} I গা গা পা | ধা না না I ধা পা গা | গা গা রা I
মো র্ ন ট্ কা ন রঙ ০ শা ড়ি র্ আঁ চ ল

I রা রা -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
ছিঁ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা পা -া | ধা র্সা -া I র্রা র্গর্রা -া | র্রর্গা র্সর্রা -া I
পী ত ০ ধ ড়া ০ প রা০ ০ ব০ ০০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I -র্সা -া -া | -া র্সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নী ল্

[-া -া]
০ ০

I র্সা র্রা র্রা | র্গর্রা র্র র্স I র্স -া -া | -া রা -া} I
অ ঙ গ ০০ ঘি ০ রে ০ ০ ০ মোর র্

[র্রর্সা]

I {না র্সা -া | না র্সা -ধা I ধা -া ণা | ধা ণা -পা I
পি য়া ল্ ডা লো০ ০ দো ল্ না বেঁ ধে ০

I পা পা র্সা | ণা ধা পা I মা -ধপা -া | গা মা -া} II
দু লি ০ ব দু ০ জ ০০ ন্ এ সো ০

I {মা মা -গা | মা মা -ণা I ণা ধা ধা | -পা পা -া I
ভা শু র্ শ্ব শু র্ দ্যা ০ খে ০ য ০

Dhaka University Institutional Repository

I	পা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	ধা	-া	র্সা	|	র্রা	র্গর্রা	-া	I
	দি	০	০		০	০	০		ক	র্	বো		না	কো	০	
I	র্গর্রা	-া	-া	|	-া	-পা	-া}	I	না	-া	না	|	র্সা	র্সা	-া	I
	লা	০	০		০	জ	০		ব	ল্	ব		আ	মা	র	
I	নর্সা	না	ধা	|	পা	মপা	-মা	I	মগা	-া	-া	|	-া	-মা	-া	I
	শ্যা০	০	মে		র্	বাঁ০	০		শি	০	০		০	০	০	
I	পা	না	না	|	ধা	না	ধপা	I	পা	-া	পা	|	-া	{পা	পা	I
	বা	জ্	রে		আ	০	বার		বা	০	জ		০	শ্যা	ম	
I	{মা	গা	-া	|	মা	পধা	পা	I	মা	গা	-া	|	মা	পা	-া	I
	তো	মা	র্		লা	গি০	০		জা	তি	০		কূ	ল্	০	
I	পা	পা	না	|	না	ধা	পা	I	ণা	ধণধা	পা	|	গা	মা	-া	I
	দি	ব	০		বি	স	র্		জ	০০০	ন্		এ	সো	০	
I	পা	পা	পা	|	পা	পা	-া}	I	পা	-া	না	|	পধা	না	-া	I
	ঠা	০	কু		র্	শ্যা	ম্		হ্	০	য়া		ব০	০	০	
I	না	-পা	-া	|	-া	-া	-া	IIII								
	নে	০	০		০	০	০									

ও, কূল-ভাঙ্গা নদী রে,
আমার চোখের নীর এনেছি
মিশাতে তোর নীরে ॥

সে লোনাজলের সিন্ধুতে নদী,
নিতি তব আনাগোনা
মোর চোখের জল লাগ্‌বে না ভাই
তার চেয়ে বেশী লোনা।
আমায় কাঁদতে দেখে আস্‌বিনে তুই রে,
উজান বেয়ে ফিরে' নদী,
উজান বেয়ে ফিরে' ॥

আমার মন বোঝে না, নদী—
তাই বারে বারে আসি ফিরে
তোর কাছে নিরবধি
আমার মন বোঝে না, নদী।
তোরই অতল তলে ডুবিতে চাই রে,
তুই ঠেলে দিস্‌ তীরে (ওরে) ॥

H.M.V.N 7261 ॥ শিল্পী ঃ গোপালচন্দ্র সেন (অন্ধ-গায়ক)॥ সুর ঃ কাজী নজরুল ॥ তাল ঃ কাহারবা

গা -মা II পা -না -া না । না -া র্সা -র্রা I র্রা -র্গর্রা র্গর্রা -র্সা । -া -া -া -া I
ও ০ কৃ ০ ল্ ভা ঙা ০ ন ০ দী ০০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া । -া র্স-া -া -পা I -া -া না না । -া র্সা র্সা -র্রর্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র্ চো খে ০০

I -না না -া র্রর্সা । র্সা -না ধনা -া I -া -া -া -া । -া -া -না -র্সা I
র্ নী র্ এ নে ০ ছি০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -না -র্সা -না -ধা । -পা -া -মপাঃ -মঃ I -গা -া -া -া । -া -া [ণ]-া -মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -না না -র্সা । না -ধা ধা -পা I পা -ধা পধা -া । -া -া -া -া I
মে ০ শা ০ তে ০ তো র্ নী ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া । -পা -না -ধা -া I -মপাঃ -মঃ -গা -া । -া -া গা -মা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ "ও ০"

II {-া সা রা মা । মা -া মা -া I মা -পা পা পা । পা -া মপা -া I
০ সে লো না জ ০ লে র্ সি ন্ ধু তে ন ০ দী০ ০

I -া -া -া -া । -া -া -া -া I -মপাঃ -মঃ -গা -া । -া -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা মা -পা পা । [প]মা -া মা মা I মা -পমা গা -া । -া -া -মা -পা I
নি তি ০ ত ব ০ আ না গো ০০ না ০ ০ ০ ০ ০

I -মপা -মা -গা -া । -া -া -া -া I সা রা -মা মা । মা -া মা [স]-া I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সে লো ০ না জ ০ লে র্

I মা -পা পা পা । পা -া মা -পা I -মগা -া -া -া । -া -া -া -া I
সি ন্ ধু তে ন ০ দী ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা -া [প]ণা । [ণ]ধা -পা মা মা I মা -পমা গা -া । -া -া -া -া} I
নি তি ০ ত ব ০ আ না গো ০০ না ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I পা -না -া ^ন^র্সা । র্সা -া র্সর্রা -র্সনা I -া না -া নর্রা । র্সা -া র্সা -র্সর্রা I
মো ০ র্ চো খে র্ জ০ ০ল্ ০ লা গ্ বে০ না ০ ভা ০০

I -র্রর্গাঃ -র্রঃ -র্সা -া । -া -া -র্সাঃ -নঃ I -া -া -নর্সা -না । -ধনা -ধা -পমা -গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ই

I পা -না না র্সা । নাঃ -ধঃ ধা -না I ^ধ^পা -া পা -া । -া -া -া -া I
তা র্ চে য়ে বে ০ শী ০ লো ০ না ০ ০ ০ ০ ০

I পা -না -া ^ন^র্সা । র্সা -া র্সর্রা -র্সনা I -া না -া নর্রা । র্সা -া র্সা -র্সর্রর্সা I
মো ০ র্ চো খে র্ জ০ ০ল্ ০ লা গ্ বে০ না ০ ভা ০০০

I -না -া -া -র্সনা । ^ন^-ধাঃ ঃ -পা -া I পা -না না র্সা । না -ধা ধা -না I
০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ই তা র্ চে য়ে বে ০ শী ০

I পধা -া পা -া । -া -া ^প^র্সা র্সা I র্সা -া -র্সর্রা র্রা । র্রা -া র্রা -র্সা I
লোঁ০ ০ না ০ ০ ০ আ মায় কাঁ ০ ০দ্ তে দে ০ খে ০

I র্সা -র্রা র্রা -র্মা । র্গা -র্রা র্রা -র্গা I র্সর্রা -া -া- -া । -া -া -া -া I
আ স্ বি ০ নে ০ তু ই রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -র্সর্রা -র্গর্মা -র্গা -র্রা । -র্সা -া -া -া I না -র্সা র্সা -া । র্সা -া না -র্সা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ ০ জা ন্ বে ০ য়ে ০

I ধা -না ধপা -া । -না -া না না I ^প^-া না -র্সা র্সা । র্সা -া না -র্সা I
ফি ০ রে০ ০ ০ ০ ন দী ০ উ ০ জান্ বে ০ য়ে ০

I ধা -না ধপা -া । -া -া -মা -পা I -মগা -া -া -া । -া -া গা -মা II
ফি ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "ও ০"

II -া -া -া -া । -া -া গা গা I -মা -পা গমা গা । রাঃ -সঃ সা -রা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা ০ র্ মন্ বো ঝে ০ না ০

I ণ্সা সণ্া -সা -া । -া -া সা -া I -া রা -মা মা । মা -া মা -া I
ন০ দী০ ০ ০ ০ ০ তা ই ০ বা ০ রে বা ০ রে ০

I মা -পা পা -ধা । মপা -া মগা -া I -া গা -পা গা । পধা -না ধপা পা I
আ ০ সি ০ ফি০ ০ রে০ ০ ০ তো র্ কা ছে০ ০ নি০ র

I পধা -পধনা ধপা -া । -া -া গা মাঃ I -পঃ -া -গমা গা । রাঃ -সঃ সা -রা I
ব০ ০০০ ধি০ ০ ০ ০ আ মা ০ র্ মন্ বো ঝে ০ না ০

I ণ্সা -সণ্া -সা -া । -া -া র্সা র্সা I র্সা -র্রা র্রা -া । (র্স)র্রা -া র্রা -র্সা I
ন০ দী০ ০ ০ ০ ০ তো রি অ ০ ত ল্ ত ০ লে ০

I র্সা -র্রগর্মা র্মা -র্গা । র্গা -র্রা র্রা -র্গা I র্সর্রা -া -া -া । -া -া -া -া I
ডু ০০০ বি ০ তে ০ চা ই রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -র্সরা -র্গর্মা (র্ম)-র্গা -র্রা । -র্সা -া -া (প)-া I র্সা -র্রা র্রা -া । (র্স)র্রা -া র্রা -র্সা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ০ ত ল্ ত ০ লে ০

I র্সা -া র্রা -র্মা । র্গর্রা -া র্রা -র্গা I র্সর্রা -া -র্সা -া । -া -া -া (প)-া I
ডু ০ বি ০ তে০ ০ চা ই রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I র্সনা -র্সা -া র্সা । ন্র্সা -া র্সনা -র্সা I ধা -না ধপা -া । -না -া না না I
তুo ই o ঠে লে o দি স্ তী o রেo o o o ও রে

I না -র্সা -া র্সর্সা । র্সা -া না -র্সা I ধা -না -ধপা -া । -া -া -মা -পা I
তু ই o ঠে লে o দি স্ তী o oo o o o o o

I মগা -া -া -া । -া -া গা -মা II II
রেo o o o o o "ও o"

Dhaka University Institutional Repository

ওরে গো-রাখা রাখাল
তুই কোথা হতে এলি রে
আষাঢ় মাসের মেঘের বরণ
কেমন ক'রে পেলি রে ॥

কে দিয়েছে আল্‌তা মেখে পা'য়,
চলতে গেলে নূপুর বেজে' যায় রে :
নূপুর বেজে' যায়।
তোর আদুল গায়ে বাঁধা কেন
গাঁদা রঙের চেলি রে ॥

তোর চল্‌চলে দুই চোখে যেন
নীল শালুকের কুঁড়ি রে
তোরে দেখে কেন হাসে যত
গোপ-কিশোরী রে।

তোর গলার মালার গন্ধে আমার মন
গুন্‌গুনিয়ে বেড়ায় রে
মৌমাছি যেমন রে ;
তুই ঘর-সংসার ভুলালি
কোন্‌ মায়াতে ফেলি' রে ॥

Hindusthan Record H. 971 ॥ শিল্পী : শ্রীকালীপদ সেন ॥ ঝুমুর ॥ তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

সা সা -া I { (স)ধা -া সা | রা জ্ঞা -া I (জ্ঞ)রা: -ঃ (র)-জ্ঞা | রা সা -া I
ও রে ০ গো ০ রা খা রা ০ খা ০ ল্‌ ও রে ০

I (স)ধা -া সা | রা (র)গা -া I (গ)রা -া -া | -া সা -া I
গো ০ রা খা রা ০ খা ০ ল্‌ ০ তু ই

I র রা -মা | মা মা -া I [ম]পা ধা ধণা | [ধণ]-ধা [ধ]-পা -া I
ক্ষ ধা ০ হ তে ০ এ নি রে০ ০ ০ ০

I রগা [প]মা: -গঃ | রগা গা -া I গা গা -া | -া -া -া } I
কে'০ পা ০ হ০ তে ০ এ নি ০ ০ ০ ০

I রা রা -গা | মা মা -া I পা পা -ধা | [ম]পা [প]মা -া I
মা ঘা ঢ্ না সে ন্ মে ঘে র্ ব র ণ্

I পা পা -ণা | ধণধা [ম]পা া I [প]মা গা -া | [গ]রা -সা -া } II
কে ম ন্ ক'০০ বে ০ পে লি ০ রে ০ ০

া -া II [ন]র্সা -া না | র্সা র্রর্সা -া I ণা -া র্সণা | [ণ]ধা পা -া I
০ ০ কে ০ দি য়ে ছে০ ০ আ ল্ তা০ মে খে ০

I ধপা -া -া | -া -মা -া I [স]র্রা -া র্জ্ঞা | র্রা র্রা -া I
পা০ ০ ০ ০ ০ য্ চ ল্ তে গে লে ০

I র্রা র্রা -র্জ্ঞা | র্রর্সা র্সা -া I [র]র্সা -া -া | ণধা -পধা -া I
নূ পু র্ বে০ জে ০ যা ০ য় রে০ ০০ ০

I র্রা র্রা -র্জ্ঞা | র্রর্সা র্সা -া I [ণ]র্সা -া -পা | -া পা -া I
নূ পু র্ বে০ জে ০ যা ০ য় ০ তো র্

I { পা পা [প]-ধা | [ম]পা মা -া I ধা পা [প]-ধা | [ম]পা মা -া I
আ লু ল্ গা য়ে ০ ধাঁ ধা ০ কে ন ০

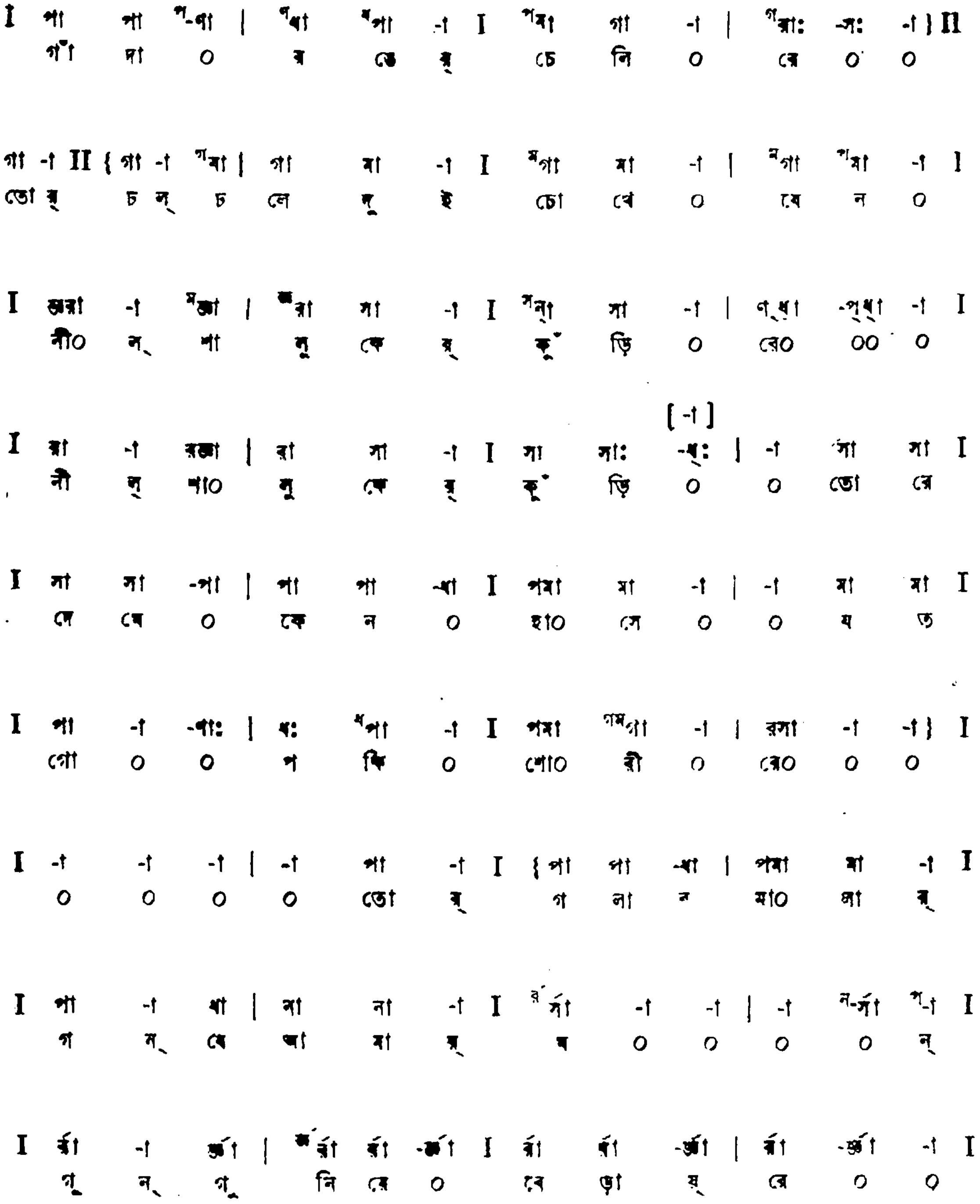

I র্ঋ -া ঋর্জ্ঞা | র্ঋর্সা -া র্সা I নির্সা -া -া | ণধা -পধা -া I
রৈ o মা ছিo o যে ম o ন্ রেo oo o

I জ্ঞর্ঋা -া ঋর্জ্ঞা | র্ঋর্সা -া র্সা I ঋর্সা -া -া | প-া (পা -া)} I
বৌ o মা ছিo o যে ম o o ন্ তো র্

প -া I {পা -ধা পাঃ | -মঃ মা -া I পা ধা -পা | পধা -ণা -া I
তু ই ম র্ স ঙ্ গা র্ ভু লা o নিo o o

I ণধা -া ণধা | ধপা মা -া I গা মগা -া | রসা -া -া} IIII
কোo ন্ মাo য়া তে o কে লিo o রেo o o

Dhaka University Institutional Repository

ওরে রাখাল ছেলে বল্ কি রতন পেলে
দিবি হাতের বাঁশি, তোর ঐ হাতের বাঁশি।
বাঁধা দিয়ে খাড়ু আনব ক্ষীরের নাড়ু
অম্‌নি হেলেদুলে এক্‌বার নাচ্‌রে আসি ॥

দেখ্ মাখাতে তোর গায়ে ফাগের গুড়া
আমার আঙ্গিনাতে ঝরে কৃষ্ণচূড়া,
আমার গলার হার খুলে পরাব আয় কিশোর
তোর পায়ে ফাঁসি ॥

যেন কালিদহের জলে সাপের মানিক জ্বলে,
চোখের হাসি, তোর ঐ চোখের হাসি,
তুই কি চাস্ চপল মোরে বল্
আমি মরেছি যে তোরে ভালো বাসি ॥

আসিস্ আমার বাড়ী রাখাল, দিন ফুরালে
আমার চুড়ির তালে দুলবি কদম ডালে।
ছেড়ে গৃহ-সংসার, ওরে বাঁশুরিয়া,
হব চরণ-দাসী,
হব চরণ দাসী ॥

H.M.V. N. 17275 শিল্পী ঃ মৃনালকান্তি ঘোষ ॥ সুরকার ঃ কাজী নজরুল ॥ লোকাঙ্গিক ॥ দ্রুত ঃ দাদ্‌রা

সা সা -া II{ রা -মা মা | -া মা -পা I পা -া পা | -া পা -ণা I
ও রে ০ রা ০ খা ল্ ছে ০ লে ০ বল্ ০ কি ০

I ণা -ধা ধা | -পা পা -া I পা -া পা | -া ধণা -ধা I
র ০ ত ন্ পে ০ লে ০ দি ০ বি০ ০

I পা -মা গা | -রা সা -া I সা -া সা | -রা গা -া I
হা ০ তে র্ বাঁ ০ শি ০ তো র্ ঐ ০

[সা ধ্া ধ্া -া]
বাঁ ০ ধা ০
I গমা -গা রা | -সা সা -া I সা -া (সা | -া সা -া) }I
হা০ ০ তে র্ বাঁ ০ শি ০ ও ০ রে ০

I সা -রা রা | -গা সা -া I সা -া সা | -া ধ্া -া I
দি ০ য়ে ০ খা ০ ডু ০ আ ন্ ব ০

[সা]
অ
I সা -রা রা | -গা সা -া I সা -া (সা) }| -া সা -া I
ক্ষী ০ রে র্ না ০ ডু ০ বাঁ ম্ নি ০

I সধা -া ধা | -া মা -া I মা -পা পা | -সা সা -া I
হে ০ লে ০ দু ০ লে ০ এ ক্ বা র্

I সা -রা রা | -া ধা -া I সা -া সা | -া সা -া I
না চ্ রে ০ আ ০ সি ০ অ ম্ নি ০

I ধা -পা [ন]ধা | -া [প]মা -া I [ধ]পা -া পা | সা সা -া I
হে ০ লে ০ দু ০ লে ০ এ ক্ বা র্

I সা -রা রা | -া ধ্া -া I সা -া সা | -া সা -া II
না চ্ রে ০ আ ০ সি ০ ও ০ রে ০

পা -া II [প]র্সা -া র্সা | -া পা -া I পা -র্সা র্সা | -া পা -া I
দে খ্ মা ০ খা ০ তে ০ তো র্ গা ০ য়ে ০

I র্সা -া র্রা | -া র্গর্মা -গা I র্রা -া -া | র্রা র্রা -া I
ফা ০ গে র্ গু০ ০ ড়া ০ ০ আ মা র্

I	[illegible]	-া	র্গর্মা	|	-র্গা	র্রা	-া	I	র্সা	-ধা	ধা	|	-পা	পা	-া	I
	[illegible]	০	ঙ্গি০		০	না	০		তে	০	ঝ		০	রে	০	
I	[illegible]	-র্সা	র্সা	|	-র্রা	র্রা	-র্জ্ঞা	I	র্রর্সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	কৃ	ষ্	ন		০	চূ	০		ড়া	০	০		০	০	০	
I	-পা	-া	-া	|	-া	পা	-া	I	পর্সা	-া	র্সা	|	-া	পা	-া	I
	০	০	০		০	দে	খ্		মা	০	খা		০	তে		
I	পা	-র্সা	র্সা	|	-পা	পা	-া	I	র্সা	-া	র্রা	|	-া	র্গর্মা	-র্গা	I
	তো	র্	গা		০	য়ে	০		ফা	০	গে		র্	ও০	০	
I	র্রা	-া	-া	|	র্রা	র্রা	-া	I	র্রা	-া	র্গর্মা	|	-র্গা	র্রা	-া	I
	ড়া	০	০		আ	মা	র্		আ	০	ঙ্গি০		০	না	০	
I	র্সা	-ধা	ধা	|	-পা	পা	-া	I	ধা	-র্সা	র্সা	|	-র্রা	র্রা	-র্জ্ঞা	I
	তে	০	ঝ		০	রে	০		কৃ	ষ্	ন		০	চূ	০	
					[পা	ধা	-র্সা]									
I	র্রর্সা	-া	-া	|{	র্সা	র্সা	-া	I	র্সা	-না	নর্সা	|	-না	ধপা	-া	I
	ড়া	০	০		আ	মা	র্		গ	০	লা০		র্	হা	র্	
I	ধা	-পা	ধা	|	-া	পমা	-া	I	পা	-মা	পা	|	-া	সা	সা	I
	খু	০	লে		০	প	০		রা	০	ব		০	আ	য়	
I	রা	-া	রা	|	-া	রা	-া	I	রা	-জ্ঞা	রমজ্ঞা	|	-া	রা	-জ্ঞা	I
	কি	০	শো		র্	তো	র্		পা	০	য়ে০০		০	ফাঁ	০	
I	সা	-া	-া	}|	সা	সা	-া	I	রা	-মা	মা	|	-পা	পা	-া	I
	সি	০	০		ও	রে	০		রা	০	খা		ল্	ছে	০	

I পা -া পা | -া পা -ণা I ণা -ধা ধা | -পা পা -া I
লে ০ বল্ ০ কি ০ র ০ ত ন্ পে ০

I পা -া পা | -া ধণা -ধা I পা -মা গা | -রা সা -া I
লে ০ দি ০ বি০ ০ হা ০ তে র্ বাঁ ০

I সা -া সা | -রা গা -া I গমা -গা রা | -সা সা -া I
শি ০ তো র্ ঐ ০ হা০ ০ তে র্ বাঁ ০

I সা -া সা | -া সা -া I রা -মা মা | পা পা -া I
শি ০ ও ০ রে ০ রা ০ খা ল্ ছে ০

I পা -া -া | -া -পণা -ধণা I -পধা -পা -া | -া -া -া II
লে ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

{ সা সা -া II সমা -া গা | -রা রা -সা I সা -ধা ধা | -পা পা -া I
যে ন ০ কা০ ০ লি ০ দ ০ হে র্ জ ০ লে ০

I জ্ঞসা -া জ্ঞসা | -া জ্ঞা -সা I সজ্ঞা -া সা | -া সা -া I
সা০ ০ পের্ ০ মা ০ নিক্ ০ জ্ ০ লে ০

I সা -রা মা | -পা পা -দা I দা -া -া | -া -া -া I
চো ০ খে র্ হা ০ সি ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া পা | -মা রা -সা I রা -মা পদদা | -া রা -া I
০ ০ তো র্ ঐ ০ চো ০ খে০র্ ০ হা ০

I সা -া -া }| সা সা -া I রা -মা মা | -গা গা -রা I
সি ০ ০ ও তু ই কি ০ চা স্ চ ০

I রা -া রা | -ণা ধা -ণা I পা -া পা | -া পা -া I
প ল্ মো ০ রে ০ বল্ ০ আ ০ মি ০

I পা -ধা ধণা | -ধা পা -া I পা -া পা | -ধা পা -ধা I
ম ০ রে০ ০ ছি ০ যে ০ তো ০ রে ০

I গমা -গা রা | -সা সা -া I সা -া -া | -া -া -া I
ভা০ ০ ল ০ বা ০ সি ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | পা পা -া I ধা -ণা পধা | -ধা পা -া I
০ ০ ০ আ সি স্ আ ০ মা০ র্ বা ০

I পা -া পা | -া পা -া I ধা -র্সা র্সা | -া র্রা -র্সা I
ড়ী ০ রা ০ খা ল্ দিন্ ০ ফু ০ রা ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I -পা -া -া | র্সা র্সা -া I
লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র্

I র্সা -র্গা র্রা | -র্গা র্রা -র্সা I র্সা -র্রা র্সা | -র্রা র্সধা -া I
চূ ০ ড়ি র্ তা ০ লে ০ দু ল্ বি ০

I পা -ধা পা | -গা গা -া I পা -া গা | -মা পা ধা I
ক ০ দ ম্ ডা ০ লে ০ দুল্ ০ বি ০

I না -র্সা না | -ধা পধা -া I পা -া -া | -া -া -া I
ক ০ দ ম্ ডা০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | র্সা র্সা -া I র্সা -র্রা র্রা | -র্মা র্মা -া I
০ ০ ০ ছে ড়ে ০ গৃ ০ হ ০ সং ০

Dhaka University Institutional Repository

I	র্মা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	|	র্গা	র্রা	-র্সা	I
	সা	০	০		০	০	০		০	০	র্		ও	রে	০	
I	র্সা	-র্রা	র্গর্মা	|	-া	র্রা	-র্সা	I	র্সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	বাঁ	০	শু০		০	রি	০		য়া	০	০		০	০	০	
I	-পা	-া	-া	|	র্সা	র্সা	-া	I	র্সা	-র্রা	র্রা	|	-র্মা	র্মা	-া	I
	০	০	০		ছে	ড়ে	০		গৃ	০	হ		০	সং	০	
I	র্মা	-া	-া	|	র্গা	র্রা	-র্সা	I	র্সা	-র্রা	র্গর্মা	|	-র্গা	র্রা	-র্সা	I
	সা	০	র্		ও	রে	০		বাঁ	০	শু০		০	রি	০	
I	র্সা	-া	-া	|	র্সা	র্রর্জ্ঞা	-র্রা	I	র্সর্রা	-র্সা	ধা	|	-পা	পা	-া	I
	য়া	০	০		হ্	ব০	০		চ০	০	র		ন্	দা	০	
I	পা	-া	-া	|	পা	ধণা	-ধা	I	পধা	-পা	মা	|	-া	রা	-সা	I
	সী	০	০		হ্	ব০	০		চ০	০	র		ন্	দা	০	
I	সা	-া	-া	|	সা	সা	-া	I	রা	-মা	মা	|	-পা	পা	-া	I
	সী	০	০		ও	রে	০		রা	০	খা		ল্	ছে	০	
I	পা	-া	পা	|	-া	পা	-ণা	I	ণা	-ধা	ধা	|	-পা	পা	-া	I
	লে	০	বল্		০	কি	০		র	০	ত		ন্	পে	০	
I	পা	-া	পা	|	-	ধণা	-ধা	I	পা	-মা	গা	|	-রা	সা	-া	I
	লে	০	দি		০	বি০	০		হা	০	তে		র্	বাঁ	০	
I	সা	-া	সা	|	-রা	গা	-া	I	গমা	-গা	রা	|	-সা	সা	-া	I
	শি	০	তো		র্	ঐ	০		হা০	০	তে		র্	বাঁ	০	

I	[illegible]	-া	-া	|	সা	সা	-া	I	রা	-মা	মা	|	-পা	পা	-া	I
	[illegible]	০	০		ও	রে	০		রা	০	খা		ল্	ছে	০	
I	[illegible]	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	|	-ধা	-ণা	-া	I
	[illegible]	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০		
I	[illegible]	-পা	-া	|	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	IIII
	[illegible]	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	

Dhaka University Institutional Repository

কত নিদ্রা যাওরে কন্যা জাগো একটুখানি
যাবার বেলায় শুনিয়া যাই তোমার মুখের বাণী ॥

নিশীথিনীর ঘুম ভেঙে যায় চন্দ্র যখন হেসে তাকায় গো
চাতকিনী ঘুমায় কি গো দেখলে মেঘের পানি ॥

ফুলের কুঁড়ি চোখ মেলে চায় যেই না ভ্রমর বোলে (রে কন্যা)
বসন্ত আসিলে রে কন্যা বনের লতা দোলে (রে কন্যা)
বনের লতা দোলে ।

যারা বাঁধা আছে প্রাণে প্রাণে জাগে তারা ঘুম না জানে
আমি যখন রইব না গো জাগবে তুমি জানি ।
তখন জাগবে তুমি জানি ॥

H.M.V. N 17420 ॥ শিল্পীঃ গোপাল সেন (অন্ধগায়ক) ॥ সুর ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ॥
লোকগীতি ॥ তাল ঃ কাহারবা

না র্সা ।। ধা -র্সা না -র্সনা । ধা -নধা পা -ধপা I মা প-মা গা -া । -া -া গা -া I
ক ত নি ০ দ্রা ০০ যা ০ও রে ০০ ক ০ ন্যা ০ ০ ০ জা ০

I গা -মা -া -া । -া -া ম-গা -রা I -া -া গমা গা । রা -সা ধ্া -ণ্া I
গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জা০ গো এ ক্ টু ০

I সা -রা রা -গা । -সা -া -া -া I -া -া গা গা । -মা রা রা -গা I
খা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ যা বা র্ বে লা য়্

I ধ্া -ন্া সা -গা । গরা -া সা -া I -া -া সা গা । -া মা পা -ধা I
শু ০ নি ০ য়া ০ যা ই ০ ০ তো মা র্ মু খে র্

I না -া র্সা -র্গা । -র্রা -র্সা র্সা না II
বা ০ ণী ০ ০ ০ "ক ত"

II {-া -া না না । র্সা র্সা -র্সা -গা I গা -মা -পা না । না -া না -া I
০ ০ নি শী থি নী ০ র্ ঘু ০ ম্ ভে ঙে ০ যা য়্

I -া নর্সা -া র্সা । র্গা -া র্গা -র্রা I র্রা -র্গা র্মর্পা -র্মা । ধা -না র্সা -র্গা I
০ চ ০ ন্দ্র য ০ খ ন্ হে ০ সে০ ০ তা ০ কা য়্

I র্রর্গা -র্রর্সা -া -া । -া -া -া -া} I {-া -া র্সা র্সা । -া র্সা র্সা -া I
গো০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ চা ত ০ কি নী ০

I না -র্সনা ধা -নধা । পা -ধপা পা -মা I -া গা -া মা । মগাঃ -রঃ সা -া I
ঘু ০০ মা ০য়্ কি ০০ গো ০ ০ দে খ্ লে মে ০ ঘে র্

I রা -পা পা -া । পধা -পমা -গমা -গরা I -সরসা গা -া মা । গমা -গরা সা -ধা I
পা ০ নি ০ গো০ ০০ ০০ ০০ ০০০ দে খ্ লে মে০ ০০ ঘে র্

I সা -া সা -া । -া -া (-া -া)} I না র্সা II
পা ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ "ক ত"

II -া -া পা ধা । -পা পা ধা -পা I পধা -পা -মা গা । গা -রা -রা -া I
০ ০ ফু লে র্ কুঁ ড়ি ০ চো ০ খ্ মে লে ০ চা য়্

I -া রমা -া রা । রজ্ঞাঃ -সঃ সা -া I সা -া সা সা । সা -রা ধা -সা I
০ যে ই না ভ্র ০ ম র্ বো ০ লে রে ক ০ ন্যা ০

I -া (স)জ্ঞা -সা সা | (স)জ্ঞা -সা সা -া I সা -া সা -া | -া -া -া -া I
০ যে ই· না ভ্র ০ ম র্ বো ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া সা সা | -মা মা মা -ধা I ধা -না না র্সা | র্সা -া র্সা -র্রর্সা I
০ ০ ব স ন্ ত আ ০ সি ০ লে রে ক ০ ন্যা ০০

I -নর্সা -া না র্সা | -না ধা পা -মা I পা পা -া ণা | ধা (ধ)-পা (প)মা -গা I
০০ ০ ব নে র্ ল তা ০ দো লে ০ রে ক ০ ন্যা ০

I -া -া গা মা | -গা রা সা -রা I (স)ন্‌া সা -া -া | -া -া মগা মা I
০ ০ ব নে র্ ল তা ০ দো লে ০ ০ ০ ০ যা০ রা

I পা -না না -া | র্সা -র্গা র্গা -া I র্গা -র্রর্গা র্গা -র্মা | -া -া -া -া I
বাঁ ০ ধা ০ আ ০ ছে ০ প্রা ০০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

I (র্গ)র্সা -র্গা -র্রা -র্সা | র্সা -া -া -া I -া র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা -া I
প্রা ০ ০ ০ ণে ০ ০ ০ ০ জা ০ গে তা ০ রা ০

I (ন)র্সা -া -পা পা | ধা -পা -মা -া I পা -মা -গা -া | -া -া -া -া I
ঘু ০ ম্ না জা ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ধা ধা -ণা | ণা -া ণা -া I -ণা -া -া -া | -া -া -া -ণধপা I
আ ০ মি ০ য ০ ব ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ন্

I পা -ধা -া মা | পা -ধা -ধা -র্সা I না -র্সা -া -া | -া -া -া -া I
র ০ ই ব না ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -া সজ্ঞা -সা সা | সজ্ঞা -সা সা -া I সা -া সা -া | -া -া -া -া I
০ যে ই· না ভ্র ০ ম র্ বো ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া সা সা | -মা মা মা -ধা I ধা -না না র্সা | র্সা -া র্সা -র্রর্সা I
০ ০ ব স ন্ ত আ ০ সি ০ লে রে ক ০ ন্যা ০০

I -নর্সা -া না র্সা | -না ধা পা -মা I পা পা -া ণা | ধা ধ-পা পমা -গা I
০০ ০ ব নে র্ ল তা ০ দো লে ০ রে ক ০ ন্যা ০

I -া -া গা মা | -গা রা সা -রা I ন্ন্া সা -া -া | -া -া মগা মা I
০ ০ ব নে র্ ল তা ০ দো লে ০ ০ ০ ০ যা০ রা

I পা -না না -া | র্সা -র্গা র্গা -া I র্গা -র্রর্গা র্গা -র্মা | -া -া -া -া I
বাঁ ০ ধা ০ আ ০ ছে ০ প্রা ০০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

I র্গর্সা -র্গা -র্রা -র্সা | র্সা -া -া -া I -া র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা -া I
প্রা ০ ০ ০ ণে ০ ০ ০ ০ জা ০ গে তা ০ রা ০

I নর্সা -া -পা পা | ধা -পা -মা -া I পা -মা -গা -া | -া -া -া -া I
ঘু ০ ম্ না জা ০ ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ধা ধা -ণা | ণা -া ণা -া I -ণা -া -া -া | -া -া -া -ণধপা I
আ ০ মি ০ য ০ খ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ন্

I পা -ধা -া মা | পা -ধা -ধা -র্সা I না -র্সা -া -া | -া -া -া -া I
র ০ ই ব না ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -া র্সনা -া র্সনা । পা -দা পমা -া I পা -দা র্সা -া । -া র্সা র্সরা -র্সনা I
০ জা গ্‌ রে০ তু ০ মি০ ০ জা ০ নি ০ ০ ত খ০ ০ন্‌

I -া র্সনা -া ধপা । গা -মগা রসা -া I সা রা রা -গা । -সা -া না র্সা II II
০ জা গ্‌ রে০ তু ০০ মি০ ০ জা ০ নি ০ ০ ০ "ক ত"

Dhaka University Institutional Repository

কালা　　এত ভাল কি হে কদম্ব গাছের তলা।
আমি　　দেখ্‌ছি কত দেখ্‌ব কত তোমার ছলাকলা ;
আমি　　নিতুই নিতুই শুন্‌বো কখন (কালা) তিন সতিনীর জ্বালা ॥

আমি　　জল নিতে যাই যমুনাতে তুমি বাজাও বাঁশী হে,
　　　　মনের ভুলে কলস ফেলে তোমার কাছে আসি হে।
শ্যাম　　দিন-দুপুরে গোকুলপুরে
　　　　(আমার) দায় হ'ল পথ চলা ॥

আমার　　চারদিকেতে ননদ-সতীন দু'কূল রাখা ভার,
　　　　আমি সইব কত আর,
ওরা　　পড়শী সাথীর যুক্তি মতন মিথ্যা কথা বলা —
　　　　নিতি মিথ্যা কথা বলা ॥

H.M.V. N. 7076 ॥ শিল্পী ঃ আশ্চর্যময়ী দাসী ॥ ঝুমুর ॥ তাল ঃ দ্রুত-দাদ্‌রা

[মর্সা -ণধা পমা]
সা রা II (স)ন্‌া সা -া | গা গা -মা I পধা -ণধা (প)মা | -গা মা -পা I
ক লা　এ ত ০　ভা ল ০　কি০ ০০ হে　০ ক ০

॥
I (ম)গা -মা গা | রা সা -রা I (স)ন্‌া সা -া | -া গা মা I
দ ম্ ব　গা ছে র্　ত লা ০　০ কা লা

I (স)ন্‌া সা -া | গা গা -মা I পধা -ণধা (প)মা | -গা মা -পা I
এ ত ০　ভা ল ০　কি০ ০০ হে　০ ক ০

Dhaka University Institutional Repository

I ^{ম}গা -মা গা | রা সা -রা I ^{স}ন্া সা -া | -া গা মা I
দ ম্ ব গা ছে র্ ত লা ০ ০ আ মি

I পা -া র্সা | র্সা র্সা -র্রা I $^{র্স}$না -র্সা না | ধা পা -মা I
দে খ্ ছি ক ত ০ দে খ্ ব ক ত ০

I পা পা -ণা | ধা পা -ধা I মপা -ধপা মা | -গা গা মা I
তো মা র্ ছ লা ০ ক০ ০০ লা ০ আ মি

I পা পা -র্সা | র্সা র্সা -র্রা I $^{র্স}$না -র্সা না | ধা পা -মা I
নি তু ই নি তু ই শু ন্ বো ক খ ন্

[মা -পা]
ক ০
I { পা -ণা ণা | ধা পা -া I মপা -ধপা মা | -গা (গা মা) } I
তি ন্ স তি নী র্ জ্বা০ ০০ লা ০ কা লা

I ^{ম}গা -মা গা | রা সা -রা I ^{স}ন্া সা -া | -া সা রা I[ ]I
দ ম্ ব গা ছে র্ ত লা ০ ০ "কা লা"

সা সা II{ সা -মা মা | মা মা -পা I পা পা -া | পা ধপা -া I
আ মি জ ল্ নি তে যা ই য মু ০ না তে০ ০

I পা ধা -$^{র্র}$র্সা | র্সা র্সা -র্রা I $^{র্স}$না র্সা -না | ধা -পা -মা I
তু মি ০ বা জা ও বাঁ শী ০ হে ০ ০

I ^{প}মা মা -ণা | ধা ধা -গা I ^{ণ}ধা ধা -ণা | ধা পা -মা I
ম নে র্ ভু লে ০ ক ল স্ ফে লে ০

Dhaka University Institutional Repository

I রা রা -মা | মা মা -পা I পা পা -া | পা -া -া I
তো মা র্ কা ছে ০ আ সি ০ হে ০ ০

[-া গা -মা]
০ শ্যা -ম্
I -া -া -া | (-মগা -রসা -া) } I { পা -র্সা র্সা | র্সা র্সা -র্রা I
০ ০ ০ ০০ ০০ ০ দি ন্ দু পু রে ০

I না র্সা -ধা | পা পা -া I পা -ণা ণা | ধা পা -ধা I
গো কু ল্ পু রে ০ দা য়্ হ ল প থ্

[গা মা]
আ মার্
I মপা -ধপা মা | -গা (গা -মা) } I পা -ণা ণা | ধা পা -ধা I
চ০ ০০ লা ০ শ্যা ম্ দা য়্ হ ল প থ্

I মপা -ধপা মা | -গা মা -পা I মগা -মা গা | রা গা -রা I
চ০ ০০ লা ০ ক ০ দ ম্ ব গা ছে র্

I সনা সা -া | -া সা রা I[ ]I
ত লা ০ ০ "কা লা"

সা রা II সনা সা -া | গা গা -মা I পধা -ণধা পমা | -গা মা -পা I
কা লা এ ত ০ ভা ল ০ কি০ ০০ হে০ ০ ক ০

I মগা -মা গা | রা সা -রা I সনা সা -া | -া সা সা I
দ ম্ ব গা ছে র্ ত লা ০ ০ আ মার্

I { সা -মা মা | মা মা -া I মা মা -পা | পা মা -প' I
চা র্ দি কে তে ০ ন ন দ্ স তী ন্

I ^মগা গা -মা | মা মা -পা I পা -া -া | -া পা পা I
দু কূ ল্ রা খা ০ ভা ০ র্ ০ আ মি

I ^মগা গা মা | গা রা -গা I ^রসা -া -া | রা গা -া I
স ই ব ক ত ০ আ ০ র্ রা খা ০

[গা মা]
ও রা
I রগা -রসা -া | -া -া -া I -া -া -া | -া [সা সা) } I
ভা০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ ০ ০ আ মার্

I { পা -পা র্সা | র্সা র্সা -র্রা I না -র্সা না | ধা পা -মা I
প ড়ু শী সা থী র্ যু ক্ তি ম ত ন্

[গা মা]
নি তি
I পা -ণা ণা | ধা পা -ধা I মপা -ধপা মা | -গা (গা মা) } I
মি ০ থ্যা ক থা ০ ব০ ০০ লা ০ ও রা

I পা -ণা ণা | ধা পা -ধা I মপা -ধপা মা | -গা মা -পা I
মি ০ থ্যা ক থা ০ ব০ ০০ লা ০ ক ০

I ^মগা -মা গা | রা সা -রা I ^সন্া সা -া | -া সা রা II[]II
দ ম্ ব গা ছে র্ ত লা ০ ০ "কা লা"

১১

দ্বৈত সংগীত

পু	কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে
	বাজে বাজে লো ঘুঙুর কাহার পায়ে।
স্ত্রী	হাতে তালতা বাঁশের বাঁশী
	মুখে জংলা হাসি
	কে ঐ বুনো গো বেড়ায় আদুল গায়ে ॥

পু	তার ফিঙের মত এলো খোঁপায় ঝিঙেরি ফুল
স্ত্রী	যেন কালো ভোমরার গা কালার ঝামর চুল।
দ্বৈত	ও যদি না হতো পর দুজনের হতো ঘর
	একই গাঁয়ে গো একই গাঁয়ে ॥

পু	ওর বাঁকা ভঙিমা দেখে তৃতীয়ার চাঁদ ডেকে
	হতে চাহে ওর হাঁসুলী হার।
স্ত্রী	ঝিলের শঙ্খ ঝিনুক বলে কিনুক বিনামূলে
	আমরা হব কালার কণ্ঠেরি হার।

পু	ও মেয়ে না পাহাড়ী ঝর্ণার সুর
স্ত্রী	ও পুরুষ না কষ্টি পাথরের ঠাকুর
দ্বৈত	যদি বাসতো ভালো যদি আসতো কাছে
	রাখতাম হিয়ায় লুকায়ে গো
	হিয়ায় লুকায়ে ॥

Hindusthan H. 984 ॥ **শিল্পী : শান্তা বসু ও কালীপদ সেন** ॥ **ঝুমুর** ॥ **তাল : দ্রুত-দাদরা**

II{	পা	-ধা	নর্সা	|	-না	ধপা	-া	I	পা	-া	পা	|	-া	পা	-গা	I
	কু	০	নু০		র্	ন০	০		দী	র্	পা		০	রে	০	
I	পা	-ধা	নর্সা	|	-না	ধপা	-া	I	পা	-া	গা	|	-মগা	রা	-া	I
	ঝু	০	নু০		র্	ঝু০	০		নু	র্	বা		০০	জে	০	

Dhaka University Institutional Repository

I -া -া গা | -পা পা -া I ধা ধা -র্রসা | র্সরা -র্সা -া I
০ ০ বা ০ জে ০ বা জে ০০ লো০ ০ ০

I -া -া না | র্সনা ধপা -া I পা -ধা নর্সা | -না ধপা -া I
০ ০ ঘু ০ঙ্ গু০ র্ কা ০ হা০ র্ পা০ ০

I পা -া -া | -া -া -া }I
য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I{ -া -া পা | -া পা -ণা I ণা -া ধা | -পা পা -া I
০ ০ হা ০ তে ০ তা ল্ তা ০ বাঁ ০

I গপা -া পা | -া পা -ণা I ণা -ধা ধা | -পা পা -া I
শে০ র্ বাঁ ০ শি ০ মু ০ খে ০ জ ঙ্

I গপা -া পা | পা -া -া }I -া -া {পা | -া পা -া I
লা০ ০ হা সি ০ ০ ০ ০ কে ০ এ ই

I পা -ধা ধণা | -ধা পমা -া I -া -া গা | -মগা রসা -া I
বু ০ নো০ ০ গো০ ০ ০ ০ বে ০০ ড়া০ য়্

I সা -রা গমা | -গা রসা -া I সা -া} -া | -া র্রা -া I
আ ০ দু০ ল্ গা০ ০ য়ে ০ ০ ০ তা র্

I{ র্রা -র্জ্ঞা র্সা | -র্রা র্রা -া I র্রা -া -া | র্রা র্রা -র্মা I
ফি ঙ্ গে র ম ০ ত ০ ০ এ লো ০

Dhaka University Institutional Repository

I র্গা -র্রা -া | ধা -া ণধা I -পা -া -া | -া -া -া I
খোঁ ০ ০ পা ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I র্রা -া র্রা | -র্জ্ঞা র্রা -া I র্সা -া -া | -া -া -র্গর্ররা I
ঝি ঙ্ গে ০ রি ০ ফু ০ ০ ০ ০ ০০

I -র্সা -া -া | -া র্সা র্সা I র্রা -া র্সা | -া র্সা -া I
০ ০ ০ ল্ যে ন কা ০ লো ০ ভো ম্

I র্রা -র্সা -া | র্সা -া -া I ণা -ধা ধা | -র্সা -া -া I
রা ০ র্ গা ০ ০ কা ০ লা ০ ০ র্

I ণা -ধা ধা | -পা পা -া I পা -া -া | -া (র্রা -া)}I
ঝা ০ ম ০ র ০ চু ০ ০ ল্ তা র্

না -া I{ না -া না | -র্সা র্সা -া I না নর্সা -না | পা -া -না I
ও ০ য ০ দি ০ না ০ হো ত০ ০ প ০ র্

I না -া না | -র্সা র্সা -া I না নর্সা -না | ধপা -া -া I
দু ০ জ ০ নে র্ হো ত০ ০ ঘ০ ০ র্

I পা -ধা ধণা | -ধা পা -মা I মগা -া -া | রসা -রা -া I
এ ০ কি০ ০ গাঁ ০ য়ে০ ০ ০ গো ০ ০

I রা -গা গমা | -গা রসা -া I সা -া -া | -া (না -া)}I
এ ০ কি০ ০ গাঁ০ ০ য়ে ০ ০ ০ ও ০

Dhaka University Institutional Repository

পা -া I{ পা -ক্ষা পা | -ক্ষা ধা -া I পা -া গা | গা সা -া I
ও র বাঁ ০ কা ০ ভ ঙ্ গী ০ মা দে খে ০

I পা -া পা | -ক্ষা ধা -া I পা -া -গা | গা রসা -া I
তৃ ০ তী ০ য়া র্ চাঁ ০ দ্ ডে কে০ ০

I পা -ধা ধা | -পা পা -া I ধা -া -পা | পা -া -ধা I
হ ০ তে ০ চা ০ হে ০ ০ ও ০ র্

I ধা -না নর্সা | -না ধা -পা I পা -া -া | -া পা পা I
হা ০ সু০ ০ লী ০ হা ০ ০ র্ ঝি লের্

I পা -দা পা | -দা পা -দা I পা -দা পা | -দা পা -দা I
শ ঙ্ খ ০ ঝি ০ নু ক্ ব ০ লে ০

I পা -া পা | -দা পা -া I পদা -পা $^{\text{প}}$মা | -া মা -া I
কি ০ নু ক্ বি ০ না০ ০ মৃ ০ লে ০

I পা -মা জ্ঞা | -রা সা -ন্া I সা -া সা | -া সা -পা I
আ ম্ রা ০ হ ০ ব ০ কা ০ লা র্

I পা -মা জ্ঞা | -রা সা -ন্া I সা -া -া | -া (পা -া)}I
ক ন্ ঠৈ ০ রি ০ হা ০ ০ র্ ও র্

র্সা -া I{ র্মাঃ -র্গঃ র্গাঃ | -র্সঃ র্সা -া I র্জ্ঞা -র্রা র্রা | -র্সা র্সা -া I
ও ০ মে ০ য়ে ০ না ০ পা ০ হা ০ ড়ী ০

Dhaka University Institutional Repository

I র্সনা -র্সা র্সনা | -া দা -া I পা -া -া | -া পা -া I

ঝ র্ না ০ র ০ সু ০ ০ র্ ও ০

I পা -ধা র্সা | -র্রা র্গা -র্রা I র্রা -া র্রা | -া র্রা -ধা I

পু ০ রু ষ্ না ০ ক ষ্ টি ০ পা ০

I ধা -র্সা র্রা | -া র্মর্জ্ঞা -া I র্রা -া -া | -া (র্সা -া)}I

থ ০ রে র্ ঠাঁ০ ০ কু ০ ০ র্ ও ০

না না I{ না -া না | -র্সা না -া I ধপা -া -া | -া না না I

য় দি বা স্ তো ০ ভা ০ লো০ ০ ০ ০ য দি

I না -া না | -র্সা না -া I ধপা -া পা | -া পা -া I

আ স্ তো ০ কা ০ ছে০ ০ রা খ্ তা ম্

I ণা -ধা ধা | -পা পা -া I মা গা -া | রসা -রা -া I

হি ০ য়া য় লু ০ কা য়ে ০ গো ০ ০

[-া -া]

I গা -া গা | -সা রা -া I রগা -া সা | সা (না না)}II II

হি ০ য়া য় লু ০ কা ০ ০ য়ে য দি

Dhaka University Institutional Repository

	কুঁচবরণ কন্যারে তার
	মেঘ-বরণ কেশ।
ওরে	আমায় নিয়ে যাওরে নদী
	সেই সে কন্যার দেশ রে ॥
	পরনে তার মেঘ-ডম্বুর
	উদয়-তারার শাড়ি
ওরে	রূপ নিয়ে তার চাঁদ-সুরুজে
	করে কাড়াকাড়ি রে
আমি	তারি লাগি রে
	আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই
	আমার চির-পথিক বেশ ॥
	পিছলে পড়ে চাঁদের কিরণ
	নিটোল তারি গায়ে
ওরে	সন্ধ্যা-সকাল আসে তারি'
	আল্‌তা হতে পায়ে রে।
ওসে	রয় না ঘরে রে
	ও সে রয়না ঘরে ঘুরে' বেড়ায়
	ময়নামতির চরে
	তা'রে দেখলে মরা বেঁচে ওঠে
	জ্যান্ত মানুষ মরে রে
ওসে	জল-তরঙ্গে বাজে রে তার
	সোনার চুড়ির রেশ ॥

TWIN FT. 2227 ॥ শিল্পী ঃ আব্বাস উদ্দীন আহমদ ॥ ভাটিয়ালী ॥ তাল ঃ কাহার্‌বা

II	পসা	-া	-া	-া	।	সা	-া	রা	-া	I	গা	-া	গমা	-গা	।	-া	রা	সা	-া	I
	কুঁ	০	০	চ্		ব	০	র	ণ্		ক	ন্	ন্যা০	০		০	রে	তা	র্	

I -া -া সা রা | -া গা গা -মা I রা -গা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ মে ঘ ০ ব র ণ্ কে ০ ০ ০ ০ শ্ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া গমা মা I মা -পা পা -া | পা -া পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে আ ০ মা য়্ নি ০ য়ে ০

I মা -পা -া পা | ধা -া ধণা -পা I -া -া পধা ধা | -া পা পা -ধা I
যা ০ ও রে ন ০ দী ০ ০ ০ সেই সে ০ কন্ ন্যা র্

I মা -ধা -পা -মা | গা -া -া -া I গমা -া -া -া | মা -া মপা -া I
দে ০ ০ শ্ রে ০ ০ ০ কুঁ০ ০ ০ চ্ ব ০ র০ ণ্

I গা -মা -গা -া | রা -া -সরা -া I সা -া -া -া | -া -া া -া II
ক ০ ০ ন্ ন্যা ০ ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পসা -া সা -া | সা -া রা -া I গা -া গমা -া | গা -রা সা -া I
প ০ র ০ নে ০ তা র্ মে ০ ঘ০ ০ ড ম্ বু র্

I -া -া সা রা | -া গা গা -মা I রা -গা গা -া | -া -া -া -া I
০ ০ উ দ য় তা রা র্ শা ০ ড়ি ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া গা গা I {মা -পা -া পা | পা -া পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে রূ ০ প্ নি য়ে ০ তা র্

I মা -পা -া পা | ধা -া ধণা -া I পা -ধা ধা -ণা | পা -ধা পা -মা I
চাঁ ০ দ্ সু রু ০ জে০ ০ ক ০ রে ০ কা ০ ড়া ০

I মা -ধা পা -মা | গা -া (গা মা)} I গা মা I পা -র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সর্রা -র্সা I
কা ০ ড়ি ০ রে ০ ও রে আ মি তা ০ রি ০ লা ০ গি০ ০

I না -া -া -া | -া -া -া -নর্সা I -না -া -া -া | -া -া -া -র্সা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -নধা -পা -া -া | -া -া -ধা -ণা I -পধা -পা -া -া | -া -া পা ধা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I ধা -র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা -না I না -া না -ধা | ধা -পা পা -া I
তা ০ রি ০ লা ০ গি ০ বি ০ বা ০ গী ০ ভা ই

I -া -া -া -া | -া -া পা পা I পা -ধা ধা -ণা | ধপা -া পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মার্ চি ০ র ০ প০ ০ থি ক্

I মা -ধা -পা -মা | -গা -া -া -া I গমা -া -া -া | মা -া মপা -া I
বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্ কুঁ০ ০ ০ চ্ ব ০ র০ ণ্

I গা -মা -গা -া | রা -া -সরা -া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ক ০ ০ ন্ ন্যা ০ ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II ধা -সা সা -া | সা -া সা -রা I গা -া গা -মা | গা -রা সা -া I
পি ছ্ লে ০ প ০ ড়ে ০ চাঁ দে র্ ০ কি ০ র ণ্

I -া -া সা রা | -া গা গা -মা I রা -গা গা -া | -া -া -া -া I
০ ০ নি টো ল্ তা রি ০ গা ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া মা গা I মা -পা পা -া | পা া পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে স ন্ ধ্যা ০ স ০ কা ল্

I মা -পা পা -া | ধা -া ধা -ণা I পা -ধা -া[ণ] ধা | পা -া পা -া I
আ ০ সে ০ তা ০ রি ০ আ ল্ ০ তা হো ০ তে ০

I মা -ধা পা -মা | গা -া গা মা I মা -পা পা -া[স] | -া -া পা ধা I
পা ০ য়ে ০ রে ০ ও রে স ন্ ধ্যা ০ ০ ০ স কাল্

I মা -পা পা -া | ধা -া ধা -ণা I পধা -া -া [ণ]ধা | পা -া পা -া I
আ ০ সে ০ তা ০ রি ০ আ০ ল্ ০ তা হো ০ তে ০

I মা -ধা পা -মা | গা -া গা মা I পা -র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সর্রা -র্সা I
পা ০ য়ে ০ রে ০ ও সে র য়্ ০ না ঘ ০ রে ০

I না -া -া -া | -া -া -া -নর্সা I -না -া -া -া | -া -া -া -র্সা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -নধা -পা -া -া | -া -া -ধা -ণা I -পধা -পা -া -া | -া -া পা ধা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ও সে

I ধা -র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা -না I না -া না -ধা | ধা -পা পধা -পা I
র য়্ না ০ ঘ ০ রে ০ ঘু ০ রে ০ বে ০ ড়া০ য়্

I -া -া না নর্সা | -না ধা পা -ধা I পধা -া পা -া | -া -া -া -া I
০ ০ ময়্ না০ ০ ম তী র্ চ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -া -া -া -া | -া -া পা পা I পা -ধা ধা -া | ধা -া ধা -পা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ তা রে দে খ্ লে ০ ম ০ রা ০

I পা -া পা -ধা | পা -া পা -মা I গা -পা -া ধা | পা -া পা -ধা I
বেঁ ০ চে ০ ও ০ ঠে ০ জ্যা ০ ন্ ত মা ০ নু ষ্

I মা -ধা পা -মা | গা -া গা মা I মা -ধা ধা -পা[স] | -া -া ধা ধা I
ম ০ রে ০ রে ০ তা রে দে খ্ লে ০ ০ ০ ম রা

I পা -া পা -ধা | পা -া পা -মা I মা -া -া ধা | পা -ধা পা -মা I
বেঁ ০ চে ০ ও ০ ঠে ০ জ্যা ন্ ০ ত মা ০ নু ষ্

I মা -ধা পা -মা | গা -া গা মা I পা -ধা -া ধা | ধা -া ধা -পা I
ম ০ রে ০ রে ০ ও সে জ ল্ ০ ত রঙ্ ০ গে ০

I পা -া পা -ধা | পা -া পা -মা I মা -া মা -ধা | পা -ধা পা -ধা I
বা ০ জে ০ রে ০ তা র্ সো ০ না র্ চু ০ ড়ি র্

I মা -ধা -পা -মা | -গা -া -া -া I গমা -া -া -া | মা -া মপা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্ কুঁ০ ০ ০ চ্ ব ০ র০ ণ্

I গা -মা -গা -া | রা -া -সরা -া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II II
ক ০ ০ ন্ ন্যা ০ ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

* গানটি ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালী সুরের সংমিশ্রণে গীত। সুতরাং গানটি উক্ত দু'টী সুরের 'ঢং'য়ে পরিবেশন করা বাঞ্ছনীয়।

৫৮

Dhaka University Institutional Repository

কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো
খোঁপা খুলে কেশ হলো বাউল লো ।।

পথে যে বাজালো মোহন-বাঁশী
তোর ঘরে ফিরে যেতে হলো এ ভুল লো ।।

কে নিল কেড়ে তোর পৈঁচী চুড়ি
বৈঁচি মালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো ।।

ও যে বুনো পাগল পথে বাজায় মাদল
পায়ে ঝড়ের নাচন শিরে চাঁচর চুল লো ।।

দিল নাকেতে নাকছাবি বাবলা ফুলি
কুঁচের চুড়ি আর ঝুমকো ফুল দুল লো ।

সে নিয়ে লাজ দু'কূল দিল ঘাঘরি
সে আমার গাগরী ভাগালো জলে বাতুল লো ।।

H.M.V. N 7309 ।। শিল্পী : মিস আঙ্গুরবালা ।। সুর : কাজী নজরুল ।। তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

[মরা]

II { রগা গমগা রগা | [স]রা [স]রা গা I মপা মপধা পা | রমা -া মগরা } I
কেO দিOO লO খোঁ পা তে ধুO তুOO রা ফুO ল্‌ লোOO

I পর্সা নর্সা নর্সা | নধণা [ণ]ধপা পা I পধা ধণধা পমা | রমা -:ম: -রা I
খোঁ'O পাO খুO লেOO কেO শ হO লোOO ব'O উO ল্‌লো O

I পর্সা নর্সা নর্সা | নধণা [ণ]ধপা পা I পধা ধণধা পমা | রমা -:মগ: -রা II
খোঁO পাO খুO লেOO কেO শ হO লোOO বাO উO ল্‌লোO O

II {[প]র্সা [ন]র্সা র্সনা | ধনা নর্সনা ধপা I র্সর্রা র্সর্রর্গা র্রা | [র্]র্সা [প]-া (-া)} I পা I
প থে সে০ বা০ ত্মা০০ লো০ মো০ হ০ন্ বাঁ শী ০ ০ তোর্

I {পর্সা নর্সা না | ধণা [ধ]ণধা পা I পধা ধণধা পরা | রা -মমা -রা} II
ম০ রে০ ফি রে০ যে০ তে হ০ লো০০ এ০ ভু ল্লো ০

II {র্সা র্সর্রা র্রা | [স]র্রা র্রা র্গা I র্সর্রা র্রর্গা [গ]র্রা | [র্]র্সা: -পঃ -া} I
কে নি০ ল কে ড়ে তোর্ পৈঁ০ চী০ চু ড়ি ০ ০

I {পর্সা নর্সা নর্সনা | ধণা [ণ]ধা [ধ]পা I পধা ধণধা [ধ]পা | রমা মরা -া} II
বৈঁ০ চী০ মা০০ লায় ছি ছি খো০ য়া০০ লি কুল্ লো০ ০

II -া -া -া | -া -া মগা I {মা মপা পা | পা -া ধনা I
০ ০ ০ ০ ০ ওসে বু নো০ পা গল্ ০ পথে

I পধা ধনা ধা | পাঃ (পর্সঃ [স]পা)} I র্রঃ র্রর্গা I র্রা র্রর্গা -র্রা | [র্]র্সা: র্রঃ র্রর্গা I
বা০ ভায়্ মা দল্ ও০ সে পা য়ে০ ঝ ড়ের্ না চন্ পা য়ে০

I র্রা র্রর্গা র্রা | র্সা: পঃ পা I পধা ধণধা পমা | রমা মগরা -া II
ঝ ড়ের্ না চন্ শি রে চাঁ০ চ০০ র০ চুল্ লো০০ ০

II -া -া -া | -া -া ররা I {রা রপা পধপা | মা গমা রগা I
০ ০ ০ ০ ০ দিল না কে০ তে০০ নাক্ ছা০ বি০

I সরা রগা রা | [র]সা -া -া I রমা মা মপা | পাঃ ধপঃ -রা I
বাব্ লা০ ফু লি ০ ০ কুঁ০ চের্ চু০ ড়ি আ০ র্

Dhaka University Institutional Repository

I রগা গধা পা | রমা: মগ: -রা } I -া -া -া | -া -া র্সর্সা I
ঝুম্ কো০ ফুল্ দুল্ লো০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নিয়ে

I { র্সা র্সর্রা র্রা | র্রপা: র্র: র্রর্গা I র্সর্রা র্রর্গা র্রা | (র্রর্সা -া -া I
লা জ০ দু কুল্ দি ল০ ঘা০ ঘ০ রি সে০ ০ ০

I -া -া -পা | -া -া র্সর্সা) } I র্সপা: প: পা I { পর্সা নর্সা: র্সন: | ধণা ধণা পা I
০ ০ ০ ০ ০ নিয়ে সে০ আ মার্ গা০ গ০ রী ভা০ সা০ লো

I পধা ধণধা পরা | রমা: ম: -রা } II II
জ০ লে০০ বা০ তুল্ লো০ ০

Dhaka University Institutional Repository

গেরুয়া-রঙ মেঠো পথে বাঁশরী বাজিয়ে কে যায়।
সুরের নেশায় নুইয়ে প'ড়ে ভুঁই-কদম তার পায়ে জড়ায়
আহা ভুঁই-কদম তার পায়ে জড়ায় ॥

সুর শুনে তার সাঁঝের ঠোঁটে,
বাঁকা শশীর হাসি ফোটে,
গো-পথ বেয়ে ধেনু ছোটে
রাঙা-মাটির আবীর ছড়ায়
তারা রাঙা-মাটির আবীর ছড়ায় ॥

গগন-গোঠে গ্রহ্-তারা
সেই সুর শুনে দিশেহারা
হাটের পথিক ভেবে সারা
ঘরে ফেরার পথ ভুলে যায় ॥

জল নিতে নদীকূলে
কুলবালা কূল ভুলে,
সন্ধ্যা-তারার প্রদীপ তু'লে
বাঁশুরিয়ার নয়নে চায়
তারা বাঁশুরিয়ার নয়নে চায় ॥

H. M. V. N 7261 ॥ শিল্পী ঃ গোপালচন্দ্র সেন (অন্ধ গায়ক) ॥ বাউল ॥ তাল ঃ দ্রুত-দাদ্‌রা

ণ্া	-া	II	ণ্সা	-া	সা	।	-া	রা	-গা	I	সা	-রা	গমা	।	-গা	রা	-সা	I
গে	০		রু০	০	য়া		০	র	ঙ্		মে	০	ঠো০		০	প	০	
		I	সা	-া	-া	।	-া	রমা	-া	I	মা	-া	মা	।	-গা	রা	-সা	I
			থে	০	০		০	বাঁ০	০		শ	০	রী		০	বা	০	

I সা -রা রা । -মা গা -রা I রা -া স-গরা । -ণ্া ণ্া -া I
জি ০ য়ে ০ কে ০ যা ০ ০০ য় গে ০

I ণ্সা -া সা । -া রা -গা I সা -রা গমা । -গা রা -সা I
রু০ ০ য়া ০ র ঙ মে ০ ঠো০ ০ প ০

I সা -া -া । -া রমা -া I মা -া পণা । -া ধপা -া I
থে ০ ০ ০ বাঁ০ ০ শ ০ রী০ ০ বা০ ০

I পা -মা মা । -গা গা -রা I রা -া -া । -া রা -া I
জি ০ য়ে ০ কে ০ যা ০ ০ য় সু ০

I রমা -া মা । -া মা -া I পা -া পা । -ণা ধা -া I
রে০ র নে ০ শা য় নু ই য়ে ০ প' ০

I পা -া -া । -া মা -া I মা -গা রা । -গা রসা -া I
ড়ে ০ ০ ০ ভূঁ ই ক ০ দ ম্ তা র্

I রা -া রমা । -া গা -া I গরা -া -া । -া ণ্া ণ্া I
পা ০ য়ে০ ০ জ ০ ড়া০ ০ য় ০ আ হা

I {ণসা -া -া । সা -া -া I ণসা -া -া । রা -গা -া I
ভূঁ ০ ই ক ০ ০ দ ০ ম্ তা ০ র্

I সা -া রমা । -া গা -া I (গরা -া -া । -া ণ্া সা)} I
পা ০ য়ে০ ০ জ ০ ড়া ০ য় ০ আ হা

I ^ⁿরা -া -া | -া -রজ্ঞা -রজ্ঞা I -রসা -ণ্া -া | -া ণ্া -া II

ড়া ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ য়্ ০ ০ "গে ০"

[পা -র্সা ণা -ধা

-ˇ মপা II {রমা -া মা | -া মা -া I পা -ধা ধা | -ণা ধা -া I

০ সুর্ শু০ ০ নে ০ তা র্ সাঁ ০ ঝে র্ ঠোঁ ০

পধা -মপা]

I পা -া -া | ^স-া পর্সা -া I র্সা -া র্সা | -া র্সা -র্রা I

টে ০ ০ ০ বাঁ০ ০ কা ০ শ ০ শী র্

I (ণর্সা -া ণা | -া ধা -া I পা -ণা -ধা | -পা মা -া)} I

হা০ ০ সি ০ ফো ০ টে ০ ০ ০ সু র্

I ণর্সা -া ণা | -া ধা -া I পা -া -া | -া মা -া I

হা০ ০ সি ০ ফো ০ টে ০ ০ ০ গো ০

I {^মপা -া পা | -া পা -ধা I মা -পা পা | -ণা ধা -া I

প থ্ বে ০ য়ে ০ ধে ০ গু ০ ছো ০

I (পা -া -া | ^ম-া মা -া)} I পা -া -া | -া ^পমা -া I

টে ০ ০ ০ গো ০ টে ০ ০ ০ রা ০

I মা -গা গা | -রা রা• -গা I সা -া রা | -মা জ্ঞা -া I

ভা ০ মা ০ টি র্ আ ০ বী র্ ছ ০

I ^জ্ঞরা -া -া | ণ্া ণ্া -া I {সা -া -া | সা -া -া I

ড়া ০ য়্ তা রা. ০ রা ০ ০ ভ্র ০ ০

I সা -া -া । রা -গা -া I সা -া রমা । -া গা -া I
মা ০ ০ টি ০ র্ আ ০ বী০ র্ ছ ০

I (পরা -া -া । ণ্া ণ্া -া)} I রা -া -া । -া -া -জ্ঞাঃ I
ড়া ০ য় তা রা ০ ড়া ০ ০ ০ ০ ০

I -রঃ র-সা -ণ্া । -া ণ্া -া II
০ ০ ০ য় "গে ০"

পর্সা -া II {র্সা -া র্সা । -া র্সা -র্রা I র্সা -ণা ণা । -া ধা -া I
গ০ ০ গ ন্ গো ০ ঠে ০ গ্র ০ হ্ ০ তা ০

I পা -া -ধাঃ । -পমঃ মা -া I মা -া পা । -া পধা -া I
রা ০ ০ ০০ সে ই সু র্ শু ০ নে০ ০

I মা -া পা । -ধা পা -া I (মা -া -া । -া পা -র্সা)} I
দি ০ শে ০ হ্া ০ রা ০ ০ ০ গ ০

I মমা -া -গা । -গরা -া -া I সা সা সা । -া রা -া I
রা০ ০ ০ ০০ ০ ০ হ্া টের্ প ০ থি ক্

I {রা -া মা । -া গা -া I রা -া -া । -া রা -মা I
ভে ০ বে ০ সা ০ রা ০ ০ ০ ঘ ০

I রা -া পা । -ণা ণা -ধা I পা -া মা । -া গা -া I
রে ০ ফে ০ রা র্ প থ্ ভু ০ লে ০

I (রা -া -া । -া ণ্‌া -া I ণ্‌া -া ণ্‌া । -া সা -া)} I
যা ০ ০ য় হ্া ০ ট্রে র্ প ০ থি ক্

I রা -া -া । -া ণ্‌া -া II
যা ০ ০ য় "গে ০"

পা -র্সা II {র্সা -া র্সা । -া র্সা -র্রা I র্সা -ণা ণা । -া ধা -া I
জ ০ স ০ নি ০ তে ০ ন ০ দী ০ কূ ০

I পা -া -ধা । পমা মা -া I মা -া পা । -া পধা -া I
লে ০ ০ ০ কূ ০ ল ০ বা ০ লা০ ০

I মা -া পা । -ধা পা -া I (মা -া -া । -া -া -া I
কূ ০ ল ০ ভু ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -সা -া -া । -া সর্সা -া)} I মা -া -া । -া মা -া I
০ ০ ০ ০ জ ০ লে ০ ০ ০ স ন্

I {মা -গা রা । -সা সা -া I সরা -া রা । -মা গা -া I
ধা ০ তা ০ রা র্ প্র ০ দী প্ তু ০

I (রা -া -া । -া -া -া I -া -া -মা । -া মা -া)} I
লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স ন্

I গরা -া -া । -া ণ্‌া -া I ণ্‌া -সা সা । -া রগা -া I
লে ০ ০ ০ বাঁ ০ শু ০ রি ০ য়া০ র্

Dhaka University Institutional Repository

I সা -া রমা । -া গা -া I রমা -া -সা । -া ণ্া ণ্া I
ন ০ য়০ ০ নে ০ চা০ ০ য় ০ তা রা

I {সা -া -া । সা -া -া I সা -া -া । রা -গা -া I
বাঁ ০ ০ শু ০ ০ রি ০ ০ য়া ০ র্

[মা মা]
I সা -রা রা । -মা গা -া I রা -া -া । -া (ণ্া ণ্া)} I
ন ০ য় ০ নে ০ চা ০ য় ০ তা রা

I {মা -পা -া । পা -া -া I পা -া -ণা । ণা -ধা -া I
বাঁ ০ ০ শু ০ ০ রি ০ ০ য়া ০ র্

I পা -া মা । -া গা -া I (গরা -া -া । মা মা -া)} I
ন ০ য় ০ নে ০ চা ০ য় তা রা ০

I রা -া -জ্ঞা । -রসা সণ্া -া II II
চা ০ ০ ০য় "গে ০"

Dhaka University Institutional Repository

গগনে পবনে আজি ছাড়িয়ে গেছে রঙ
নিখিল রাঙিল রঙে অপরূপ ঢঙ ॥

চিত্তে কে নৃত্যে মাতে দোল্ লাগানো ছন্দে,
মদির রঙের নেশায় অধীর আনন্দে।
নাচিছে সমীরে পুষ্প-পাগল বসন্ত
বাজে মেঘ-মৃদঙ ॥

প্রাণের তটে কামোদ-নটে সুর
বাজিছে সুমধুর।

দুলে অলকা নন্দা রাঙা তরঙ্গে,
শিখী কুরঙ্গ নাচে রঙিলা ভ্রুভঙ্গে।
বাজিছে বুকে সুর-তরঙ্গ
কাফির সুর-সারঙ ॥

TWIN FT. 3083 ॥ শিল্পী ঃ মিস্ উষারাণী ॥ হোলি ॥ সাদ্রা ॥ তাল ঃ ঝাঁপতাল

আলাপ :

সরা	-ন্া	-সা	-া	-া	-া	-া	ন্া	-সা	-^পপা	-মজ্ঞা	-া	-া
আ০	০	০	০	০	০	০	আ	০	০	০০	০	০

-রাঃ	-জ্ঞঃ	-সা	-া	-া	-া	-া
০	০	০	০	০	০	০

সরা	II	সন্া	-সা	|	রা	-া	রমা	|	মা	জ্ঞা	|	রজ্ঞা	সা	সা	I
গ০		গ০	০		নে	০	প০		ব	নে		আ০	জি	ছ	

I	রা	পা	|	রমা	-পধা	মপা	|	^মজ্ঞা	^ম-া	|	-রজ্ঞা	-রসা	সরা	I
	ড়ি	য়ে		গে০	০০	ছে০		র	ঙ		০০	০০	গ০	

Dhaka University Institutional Repository

I	[illegible]	-সা	রা	-া	রমা	মা	জ্ঞা	রজ্ঞা	সা	-া	I
	[illegible]	০	নে	০	প০	ব	নে	আ০	জি	০	
I	[illegible]	মধা	ধা	-া	ধণা	ধর্সা	ণা	ণধা	পা	মা	I
	[illegible]	খি০	ল	০	রা০	ঙি০	ল	র০	ঙে	অ	
I	[illegible]	-মা	রমা	-পধাঃ	মপঃ	[ম]জ্ঞা	[ম]-া	-রজ্ঞা	-রসা	-া)	}I
	[illegible]	০	রূ০	০০	প০	ঢ	ঙ	০০	০০	০	
I	রা	-মা	রমা	-পধা	পা	ণধা	-পমা	-জ্ঞরা	-সা	সরা	I
	প	০	রূ০	০০	প	ঢ০	০০	০০	ঙ	"গ০"	
II{	পা	-র্রা	র্রা	-া	র্রা	পর্রা	-া	র্রা	র্রা	র্রা	I
	চি	০	ত্তে	০	কে	নৃ০	০	ত্যে	মা	তে	
I	-া	পর্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	-র্রর্সা	র্সর্রা	-র্মজ্ঞা	-র্রজ্ঞা	I
	০	দোল্	লা	গা	নো	ছন্	০০	দে০	০০	০০	
I	র্সা	র্রা	র্সণা	-া	ণধা	পণা	ধপা	মপা	মা	-া	I
	ম	দি	র০	০	র০	ঙে০	র০	নে০	শা	য়্	
										[-া]	
I	পা	ধা	[ধ]না	-া	নর্সা	[ন]ধা	-নর্সা	র্সা	-া	-পা	}I
	অ	ধী	র	০	আ০	ন	০ন্	দে	০	০	
I	ধা	ধা	ধণা	-র্সা	র্সণা	ণধা	ধা	ধা	-া	ধা	I
	না	চি	ছে০	০	স০	মী০	রে	পু	ষ্	প	

Dhaka University Institutional Repository

I	-া	ধণা	ধণা	-র্সা	ণা	ধা	-ধণা	পা	মা	মা	I
	০	পাগ	ল০	০	ব	সন্	০০	ত	বা	জে	
I	মা	-পা	মা	-মধা	পা	মজ্ঞা	-া	-রজ্ঞা	-রসা	সরা	II
	মে	০	ঘ	০	মৃ	দঙ	০	০০	০০	"গ০"	
II{	সা	সা	রা	রা	রা	রা	রা	গরা	গা	মগা	I
	প্রা	ণে	র	ত	টে	কা	মো	দ০	ন	টে	
I	মপা	-া	-া	-া	মা	মণা	ণা	ধা	-পা	পা	I
	সু	০	০	র্	বা	জি	ছে	সু	০	ম	
I	মগা	-মা	-পা	-গমা	-পা	-গা	-মা	-রা	-সা	-া	}I
	ধু	০	০	০০	০	০	০	০	০	র্	
I{	পা	পা	পনা	নধা	নর্সা	র্সা	-া	র্সান	-র্সপা	-া	I
	দু	লে	অ০	ল০	কা০	ন	ন্	দা	০০	০	
I	পর্সা	-র্সধা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	-র্গর্রা	র্সনা	-র্সা	-া	I
	রা০	০০	ঙা	০	ত	রঙ্	০০	গে০	০	০	
I	র্সা	-া	নর্সা	-া	র্সা	র্সা	র্সর্রা	র্রা	র্সর্রা	-া	I
	শি	০	খী	০	কু	রঙ	গ০	না	চে০	০	
I	নর্সা	র্সা	র্সা	-া	ণা	ধা	-ণা	ধপা	-া	-া	}I
	র	ঙি	লা	০	ভ্রু	ভ	ঙ্	গে০	০	০	
I{	পর্রা	র্রর্সা	র্সণা	ণা	পা	মা	-পা	মা	রা	সা	I
	বা০	জি০	ছে০	বু	কে	সু	র্	ত	রঙ	গ	

ন	-ন	|	রমা	-পধা	পা	|	জ্ঞা	-া	|	-রজ্ঞা	-রসা	-া)	}I
ত	০		ফি০	০০	র		সু	০		০০	০০	র্	
ন	-ন	|	রমা	-পধা	পা	|	ণধা	-পমা	|	-জ্ঞরা	সা	সরা	II II
ত	০		ফি০	০০	র		সা০	০০		০০	রঙ	"গ০"	

Dhaka University Institutional Repository

১৫

চাঁপা রঙের শাড়ি আমার
যমুনা-নীর ভরণে গেল ভিজে।
ভয়ে মরি আমি, ঘরে ননদী
কহিব শুধাইলে কি যে (সই) ॥

ছি ছি হরি একি খেল লুকোচুরি
একেলা পথে পেয়ে কর খুন্‌সুড়ি।
রোধিতে তব কর্ ভাঙ্‌ল চুড়ি
ছলকি' গেল কলসী যে হরি ॥

ডাঁশা কদম্ব দিবে বলি হরি
ডাকিলে তরু-তলে কেন ছল করি'।
কাঁচা বয়সী পাইয়া শ্রী হরি
মজাইলে, মজিলে নিজে হরি ॥

Megaphone J.N.G. 3 ॥ শিল্পী : শ্রীমতী প্রভা ॥ তাল : কাহারবা

মা -া -া -া -মগা -সগা -মপা -ধা -া -া -পমা -া -মগা -পমা
আ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০০

II{ পা -া পা -দপা | মাঃ -গঃ গা -া I সা -া গা মা | পা -দা -পা -দা I
চাঁ ০ পা ০০ র ০ ঙে র্ শা ০ ড়ি আ মা ০ ০ র্

I মা পা মপা -ণর্সা | ণাঃ -পঃ পা পা I মা মা ^মগা মা | গমা -পা মা -া }I
য মু না০ ০০ নী ০ র ভ র ণে গে ল ভি০ ০ জে ০

I -া পা -া ণা | ণা র্সা র্সা র্সা I র্সাঃ -ণঃ ণর্রা -র্সা | ণা র্সণা ণাঃ -পঃ I
০ ভ ০ য়ে ম রি আ মি ঘ ০ রে০ ০ ন ন০ দী ০

I -া পা -া ণা | ণা র্সা র্সা র্সা I -া র্সণা ণর্রা -র্সা | ণা র্সণা ণাঃ -পঃ I
০ ভ ০ য়ে ম রি আ মি ০ ঘ০ রে ০ ন ন০ দী ০

I পা ণা পাঃ -মঃ | মা মা মা মগা I গা -মা -গা -পা | মা -া $^{\text{ম}}$গা মা I
ক হি ব ০ শু ধা ই লে০ কি ০ ০ ০ যে ০ স ই

I পণা $^{\text{ণ}}$পাঃ -ণঃ পা | মা মা মা গা I গা -মা -গা -পা | মা -া মগা -মা II
ক০ হি ০ ব শু ধা ই লে কি ০ ০ ০ যে ০ স০ ই

II{ -া পা -া দপা | মা মা মগা মা I পা পা পা দা | মপা -ণদা পা -া I
০ ছি ০ ছি০ হ রি এ০ কি খে ল লু কো চু০ ০০ রি ০

I মা মা গাঃ -সঃ | গা মা $^{\text{ম}}$গা মা I পা পা পা -দা | মপা -ণদা পা -া }I
এ কে লা ০ প থে পে য়ে ক র খু ন্ সু০ ০০ ড়ি ০

I{ -া পা পা ণা | ণা র্সা ণা -র্সা I -া ণা -া র্সা | ণর্রা -র্সা ণাঃ -পঃ }I
০ রো ধি তে ত ব ক র্ ০ ভা ঙ্ ল চু০ ০ ড়ি ০

I পা ণর্সণা $^{\text{ণ}}$পা -া | মা মা মা মা I গা -মা -গা -পা | $^{\text{প}}$মা -া মগা মা I
ছ ল০০ কি ০ গে ল ক ল সী ০ ০ ০ যে ০ হ০ রি

I পা $^{\text{প}}$ণণা -া পা | -া মমা মা মা I -া গমা -গা -পা | $^{\text{প}}$মা -া -গা -মা I
ছ ল০ ০ কি ০ গেল ক ল ০ সী০ ০ ০ যে ০ ০ ০

I{ পা -া পা দপা | মাঃ -গঃ গা -া I সা -া গা মা | পা -দা -পা -দা I
চাঁ ০ পা ০০ র ০ ঙে র্ শা ০ ড়ি আ মা ০ ০ র্

I(মা পা মপা -ধণা | ণা -া ণা ণা I ধা পমা পা ধা | পধা -া পমা -া)}I
য মু না০ ০০ নী ০ র ভ র ণে০ গে ল ভি০ ০ জে০ ০

I র্সা র্সণা ণর্রা -র্সা | ণদা -া পা মা I মপা -পধাঃ -ঃ ধণা | পধা -া পমা II
য মু০ না০ ০ নী০ ০ র ভ র০ ণে০ ০ গেল ভি০ ০ জে০

II{ -া পা -ণদপা মা | সা গমা -গাঃ গমঃ I গা মা গা মা | মপা -ণদা পা -া I
০ ডাঁ ০০০ শা ক দ০ ম্ ব দি বে ব লি হ০ ০০ রি ০

I গা গা সাঃ -গঃ | গা মা গা মা I পা পা পা -দা | মপা -ণদা পা -া }I
ডা কি লে ০ ত রু ত লে কে ন ছ ল্ ক০ ০০ রি ০

I{ -া পা -া ণা | ণা র্সা ণা -র্সা I ণা -া ণা র্সা | ণর্সা -র্রর্সা ণাঃ -পঃ }I
০ কাঁ ০ চা ব য় সী ০ পা ই য়া শ্রী হ০ ০০ রি ০

{-া -া}
০ ০

I{ পা র্সণা গপা পা | পমা -া মা মা I গা -মা -গা -পা | পমা -া (গা মা)} II II
ম জা০ ই লে ম ০ জি লে নি ০ ০ ০ জে ০ হ রি

Dhaka University Institutional Repository

"চোখ গেল চোখ গেল" কেন ডাকিস রে
চোখ-গেল পাখীরে
চোখ-গেল পাখী।
তোর ও চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে
চোখ-গেল পাখী রে
চোখ-গেল পাখী ॥

চোখের বালির জ্বালা জানে সবাইরে
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাইরে।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় তাহার আঁখিরে
চোখ-গেল পাখী রে
চোখ-গেল পাখী ॥

তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশি-রাতে বুকে লাগে
"চোখ গেল" ভুলে রে "পিউ কাঁহা' 'পিউ কাঁহা" ব'লে
তাই ডাকিস অনুরাগে রে।

ওরে বন-পাপিয়া কাহার গোপন্ প্রিয়া ছিলি
আর জনমে
আজো ভুলতে নারিস আজো ঝুরে হিয়া
ওরে পাপিয়া বল্ যে হারায় তাহারে কি
পাওয়া যায় ডাকি' রে।
চোখ-গেল পাখী রে
চোখ-গেল পাখী ॥

Hindustan H. 969 ॥ শিল্পী ঃ কুমার শচীন দেববর্মণ ॥ ফিল্ম-সঙ্গীত ॥ তাল ঃ দ্রুত দাদ্‌রা

II	[ণ]ধণা	-া	-ধা	।	[ধ]র্সা	পা	-া	I	[ণ]ধণা	-া	-ধা	।	[ধ]র্সা	পা	-া	I
	চো০	০	খ্		গে	ল	০		চো০	০	খ্		গে	ল	০	

I	ণা	-া	ধপা	।	-া	পা	-া	I	পা	-া	-দা	।	দপা	-মা	-া	I
	কে	০	ন০		০	ডা	০		কি	০	স্		রে০	০	০	
I	পদা	-পা	-মা	।	জ্জা	সা	-া	I	সা	-া	সা	।	-া	সমা	-া	I
	চো০	০	খ্		গে	ল	০		পা	০	খী		০	রে	০	
I	মজ্জা	-মজ্জা	-া	।	রা	সা	-া	I	সা	-া	সা	।	-া	-া	-া	I
	চো০	০০	খ্		গে	ল	০		পা	০	খী		০	০	০	
I	-া	-া	-া	।	-া	সা	সা	I	পা	-া	পা	।	-দপা	পমা	-া	I
	০	০	০		০	তোর্	ও		চো	০	খে		০০	কা	০	
I	পা	-া	-দপা	।	পমা	-া	-া	I	পা	-া	পা	।	-দপা	মা	-া	I
	হা	র্	০০		চো	০	খ্		প	০	ড়ে		০০	ছে	০	
I	পা	পা	-দপা	।	মা	-া	-া	I	পদা	-পমা	-া	।	জ্জা	সা	-া	I
	না	কি	০০		রে	০	০		চো০	০০	খ্		গে	ল	০	
I	সা	-া	সা	।	-া	সা	-া	I	মজ্জা	-মজ্জা	-া	।	রা	সা	-া	I
	পা	০	খী		০	রে	০		চো০	০০	খ্		গে	ল	০	
I	সা	-া	সা	।	-া	-া	-া	II								
	পা	০	খী		০	০	০									
II	পা	-ণা	র্সা	।	-র্রা	র্জ্জা	-র্রা	I	র্সণা	-সর্ণা	-া	।	পা	মা	-া	I
	চো	০	খে		র্	বা	০		লি	০০	র্		জ্বা	লা	০	

I পা -ণা র্সা | -র্রা র্জ্ঞা -র্রা I র্সণা -র্সণা -া | পা -মা -া I
জা ০ নে ০ স ০ বা০ ০০ ই রে ০ ০

I পা -ণা ণা | -র্সা [র্স]রা -র্সা I র্সা -া -া | -া -া -া I
জা ০ নে ০ স ০ বা ০ ০ ০ ০ ই

I র্রর্জ্ঞা -র্রা র্সা | -ধা পা -া I ধা -া -র্সা | র্রা র্জ্ঞা -া I
চো০ ০ খে ০ যা র্ চো ০ খ্ প ড়ে ০

I র্রর্জ্ঞা -র্রা র্সা | -ধা পা -া I -া ধা -র্সা | র্রর্গা -া -র্সা I
তা০ র্ ও ০ ষু ধ্ ০ না ই রে০ ০ ০

I র্রা -র্গা র্গর্মা | -র্গা র্রা -র্সা I র্সা -া -া | -া -া -া I
তা র্ ও০ ০ ষু ধ্ না ০ ০ ০ ০ ০

I [প]-া -া -া | -া -া -া I র্সা -া র্সা | -র্রা র্সা -ণা I
ই ০ ০ ০ ০ ০ কেঁ ০ দে ০ কেঁ ০

I ণা -ধা ধা | -পা পা [প]-া I ণা -ধা ধা | -পা পা -া I
দে ০ অ ন্ ধ ০ হ য় তা ০ হা র্

I পাঃ দঃ -া | দপা -মা -া I পদা -পা -মা | জ্ঞা সা -া I
আঁ খি ০ রেঁ০ ০ ০ চো০ ০ খ্ গে ল ০

I সা -া সা | -া [স]মা -া I মজ্ঞা -মজ্ঞা -া | রা সা -া I
পা ০ খী ০ রে ০ চো০ ০০ খ্ গে ল ০

I সা -া সা । -া -া -া II
পা ০ খী ০ ০ ০

সা -সা II রা -া মা । -পা ণা -া I পণা -পমা -া । রা সা -া I
তো র্ চো ০ খে র্ জ্বা ০ লা০ ০০ ০ বু ঝি ০

I সা -রা সন্া । -া সা -া I সগা -া -া । -া -া -া I
নি ০ শিং০ ০ রা ০ তে০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা -মা পা । -ণা পা -মা I পমা -া -া । -া -া -া I
বু ০ কে ০ লা ০ গে০ ০ ০ ০ ০ ০

I পমা -া -ধা । ণা পা -া I ধপা -া পা । -মা মা -া I
চো০ ০ খ্ গে ল ০ ভু০ ০ লে ০ রে ০

I র্সর্রা -া -র্সা । র্সর্রা র্রর্সা -া I র্সর্রা -া -র্সা । র্সর্রা র্রর্সা -া I
পি ০ উ কাঁ হা ০ পি ০ উ কাঁ হা ০

I ধণা -া পা । -ধপা মা -া I পা -া পদা । -া পদা -পা I
বো০ ০ লে ০০ তা ই ডা ০ কি০ স্ অ০ ০

I মপা -মা জ্ঞরা । -সা সা -া I জ্ঞরা -সা -া । -া -া -া I
নু০ ০ রা০ ০ গে ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া । {না না -া I নর্সা -া র্সা । -া র্সা -া I
০ ০ ০ ও রে ০ ব০ ন্ পা ০ পি ০

Dhaka University Institutional Repository

I র্র্সা -না -া | র্রা র্রা -র্মা I র্মা -র্গা র্গা | -র্রা র্রা -া I
য়া০ ০ ০ কা হা র্ গো ০ প ন্ প্রি ০

I র্রা -া র্রা | -জ্ঞর্রা র্র্সা -া I ণর্সা -ণা ধপা | -মা পা -া I
য়া ০ ছি ০০ লি০ ০ আ০ র্ জ০ ০ ন ০

I পর্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া} | {র্সা র্সা -র্রা I
মে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জো ০

I র্সণা -া ধা | -গা পা -ধা I ধা -র্সা -ণা | ণা ণা -ধপা I
ভুল্ ০ তে ০ না ০ রি ০ স্ আ জো ০০

[পা -দা]
I পা -া পধা | -ণধা পা -মা I মা -া -া} | পা পা -দা I
ঝু ০ রে০ ০০ হি ০ য়া ০ ০ ও রে ০

I {পদা -পা মা | -জ্ঞা সা -া I রসা -ণ্া -া | -া সা -া I
পা০ ০ পি ০ য়া ০ ব০ ০ ল্ ০ যে ০

I সগা -া পা | -রা গা -া I মা -া গা | মা -া -া I
হা০ ০ রা য় তা ০ হা ০ রে কি ০ ০

I পাঃ -ঃ ধা | ণাঃ -ঃ -র্সা I ণা -া ধা | ধণা -া -পা I
পা ও য়া যা ০ য় ডা ০ কি রে০ ০ ০

[-া -া -া]
০ ০ ০
I -া -া -া | (পা পা -দা)} I পদা -পা -মা | জ্ঞা সা -া I
০ ০ ০ ও রে ০ চো০ ০ খ্ গে ল ০

I	সা	-া	সা	।	-া	^স^মা	-া	I	মজ্ঞা	-মজ্ঞা	-া	।	রা	সা	-া	I
	পা	০	খী		০	রে	০		চো০	০০	খ্‌		গে	ল	০	

I	সা	-া	সা	।	-া	-া	-া	II II
	পা	০	খী		০	০	০	

Dhaka University Institutional Repository

ঝুমঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো
সই লো দেখে আয়।
বঁইচি বনের বিরহে বাউরী বাতাস বহে
এলোমেলো গো ॥

আড় বাঁশি বাজায় আড় চোখে তাকায়
তীর হানার ভঙ্গীতে ধনুক বাঁকায়
নন্দন পাহাড়ে তাহারে দেখে চাঁদ
আউড়ে গেল গো ॥

ঝাঁক্‌ড়া চুলের পাশে টুলটুলে চোখ হাসে
কতই ছলে
মোরলা মাছ যেন খেলে বেড়ায় গো
কালো জলে
মৌটুসীর মৌ ফেলে ভোমরা রয় তাকিয়ে
গুরুজনের মত বটের তরু দাঁড়িয়ে জট পাকিয়ে
আমলকি গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখি
দেখতে কি তা পেল গো॥

H.M.V. N 27122 ॥ শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ ॥ সুর : চিত্ত রায় ॥ ঝুমুর ॥ তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

	[মা	-পা	ধণা	।	-ধা	পা]									
II	{সা	-ধা	ধা	।	-নধা	পমা	-া	I	মা	-গা	রা	।	-সা	সা	-া	I
	ঝু	ম্	রা		০০	না০	চ্		নে	০	চে		০	কে	০	
I	সরাঃ	-সঃ	সা	।	সা	-া	-া	I	(-া	-া	সা	।	-া	সা	-া)}	I
	এ০	০	ল		গো	০	০		০	০	ঝু		ম্	ঝু	ম্	
I	-া	-া	ধা	।	-া	ধা	-া	I	ধা	ধণা	-ধা	।	ধপা	-মা	-া	II
	০	০	স		ই	লো	০		দে	খে০	০		আ	০	য়	

II {সপা -া পা | পা পা -া I ধা ধণা -ধা | পাঃ -গঃ -া I
বঁ০ ই চি ব নে র্ বি র০ ০ হে ০ ০

I সা -পা পা | -া পা -া I ধা -া -ণা | ধা পা -গা} I
বা উ রি ০ বা ০ তা ০ স্ ব হে ০

I -া -া গাঃ | -ধঃ ধা -া I ধা ধণা -ধা | ধপাঃ -মঃ -া I[ ]I
০ ০ এ ০ লো ০ মে লো০ ০ গো ০ ০

[-ঃ]
II {গা -া পা | -া না -ধা I নধা -া -া | ধাঃ -গঃ -া I
আ ড়্ বাঁ ০ শি ০ বা ০ ০ জা ০ য়্

[-ঃ]
I গা -া পা | -া না -ধা I ধা -া -া | ধাঃ -গঃ -া} I
আ ড়্ চো ০ খে ০ তা ০ ০ কা ০ য়্

I {ধা -র্সা র্সা | -া নর্সা -া I না -র্সা না | -র্সা র্সা -ধা I
তী র্ হা ০ না র্ ভ ঙ্ গী ০ তে ০

[-র্রা | -া -া -র্সা]
I ধা -না র্সা | -র্রা গর্রা -া I গর্রা -া গ-র্রাঃ | -র্সাঃ -া -া} I
ধ ০ নু ক্ বাঁ০ ০ কা০ ০ ০ ০ ০ য়্

I {-া -া র্সা | -া র্সা -া I র্রা র্রা -র্জর্রা | র্সা -া -া I
০ ০ ন ন্ দ ন্ পা হা ০০ ড়ে ০ ০

[-ঃ]
I র্রা র্রা -র্জর্রা | র্রর্সা -াঃ (-পঃ)} I র্সা -না ধা | -ণা ধা -া I
তা হা ০০ রে ০ ০ দে ০ খে ০ চাঁ দ্

Dhaka University Institutional Repository

I -া -া ধা | -া ধা -া I ধা ধণা -ধা | পমা -া -া I [ ] I
o o আ উ ড়ে o গে ল০ o গো০ o o

II { গা -মা পা | -ধপা মা -া I মগা -া -া | গা রসা -া I
ঝাঁ ক্ ড়া oo চু o লে o র্ পা শে০ o

I গা -মা পা | -ধপা মা -া I গা -া -া | গা রসা -া } I
টু ল্ টু oo লে o চো o খ্ হা সে০ o

I হ্মা -পা হ্মা | -পা গা -মা I মধা -া -া | -া -া -া I
ক o ত ই ছ্ o লে o o o o o

I { ধা -া ধা | -া পমা -া I মধা -া -া | ধা ধা -ণা I
মো o র o লা o মা o ছ্ যে ন o

I পা -ধা ধণা | -ধা পা -া I মা -পমা -া | মগা -া -া I
খে o লে০ o বে o ড়া oo য়্ গো o o

I গা -মা পধা | -পা মা -া I গমা -রগা -া | -া -া -া } I
কা o লো০ o জ o লে০ oo o o o o

I { গা -মা পা | -া ধা -া I র্সা -া -া | র্সা র্সা -া I
মৌ o টু o সী র্ মৌ o o ফে লে o

I র্না -া না | -ধা ধা -পা I পা -া না | পধা -া -া } I
ভো ম্ রা o র য়্ তা o কি য়ে o o

I {ধা -না র্সা | -া র্গর্রা -া I র্সর্গর্রা -া -া | র্রাঃ -ধঃ -া I
গু ০ রু ০ জ০ ০ নে ০ র্‌ ম ত ০

I ধা -র্সা র্সা | -া র্গর্রা -া I র্রর্গা -র্সর্রা -া | -া -া র্স-া I
ব ০ টে র্‌ ত০ ০ রু০ ০০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা নর্সা | -না ধা -া I ধপা -া পনা | ধা -া -া} I
দাঁ ড়ি য়ে০ ০ জ ট্‌ পা ০ কি য়ে ০ ০

I {ধর্সা -া র্সা | -া র্সা -া I র্রা -া -র্জর্রা | র্রর্সা -া -া I
আ ম্‌ ল ০ কি ০ গা ০ ০০ ছে ০ র্‌

[র্রর্সা -া]
I র্রা র্রর্জা -র্রা | র্রর্সাঃ -পঃ -া} I না -র্সা না | -র্সা নর্সা -া I
আ ড়া০ ০ লে ০ ০ লু ০ কি ০ য়ে০ ০

I {ধা -া ধ-ণা | ধা -া -া I মা -া ধা | ধা ধা -া I
দে ০ ০ খি ০ ০ দে খ্‌ তে কি তা ০

[-মা -া]
০ ০
I ধা ধণা -ধা | ধপা (পা -মা)} II[ ]II
পে ল০ ০ গো সে ০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈত : ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ
ঘুঙুর বেঁধে গায় (লো) ।
নাচব দুজন মাদল, বাঁশী,
নূপুর নিয়ে আয় (লো) ॥

স্ত্রী : আর জনমে চোরকাঁটা তুই ছিলি (রে)
এই জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি ।
পু : চোরকাঁটা নয় ছিলাম কানের ঝিলি লো
গয়না ছিলাম গায় (লো) ॥

স্ত্রী : ঝিলমিলিয়ে ঝিলের জল
নাচায় শালুক ফুল—
পু : শালুক যেন মুখখানি তোর লো
ঝিলের ঢেউ যেন এলোচুল ।

স্ত্রী : কুহু কুহু ডেকে কোকিল
কাহার কথা কহে
পু : সেই কথা কয় কোয়েলা
আর জনমে কয়েছি যা তোরই বিরহে ।

দ্বৈত : সে জনমের দুটি হৃদয়
এ জনমে হায়
এক হতে যে চায় লো
এক হতে যে চায় ॥

HINDUSTHAN H. 984 ॥ শিল্পী : কালীপদ সেন ও শান্তা বসু ॥ ঝুমুর ॥
তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

দ্বৈত :

II { সা	জ্ঞা	-া	|	মা	পদা	-পা	I	^(প)মা	^(ম)জ্ঞা	-া	|	^(জ্ঞ)সা	-া	-া I
ঝু	মু	র্		না	চেO	O		ডু	মু	র্		গা	O	ছ্

Dhaka University Institutional Repository

[পমা: -: সা]

I সা জ্ঞা -া | মা ^মপা: -ম: I মা -া -া | পমা -া -সা I
ঘু ঙু র্ বেঁ ধে ০ গা ০ য় লো০ ০ ০

I সা জ্ঞা -া | মা ^মপা: -ম: I পমা -গা -মা | -া -া -া } I
ঘু ঙু র্ বেঁ ধে ০ গা০ ০ ০ ০ ০ য়্

I { মা -পা ধণা -ধা পমা -া I মা -া -া | -সা -া -া I
না চ্ ব০ ০ দ০ ০ ল ০ ০ ০ ০ ৎ

I ^দপা দা -া | পা দা -া I পা পা -দা | ^দপা দা -া I
মা দ ল্ বাঁ শী ০ নূ পু র্ নি য়ে ০

I মা -পা -দপা | পমা: -জ্ঞ: -সা I রা মা -া | পণা দা -পা I
আ ০ ০য়্ লো ০ ০ নূ পু র্ নি য়ে ০

I গা -া -া | -া -া -া } II
আ ০ ০ য়্ ০ ০

স্ত্রী: I { মা -পা পা | -ণা ধা -পা I পধা -পমা -পা: | -ম: -া -া I
আ ধ্ জ ০ ন ০ যে০ ০০ ০ ০ ০ ০

I পা -া ণা | র্সা ^সর্রা: -র্স: I র্সা র্সা -া | ^র্রর্সা: -: -পা I
চো র্ কাঁ টা তু ই ছি লি ০ রে ০ ০

I পা -া ণা | র্সা ^সর্রা: -র্স: I র্সা র্সা -া | -া -া -া I
চো র্ কাঁ টা তু ই ছি লি ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সা ¦ র্সা র্রা -া I র্সা র্সর্ণা -া ¦ ধা পা -া I
এ ই জ ন মে ০ আ চ ল্ ছি ড়ে ০

I পা ণা -দা ¦ দপা মা -া I পমা মা -া ¦ -া -া -া } I
হৃ দ ০ য়ে রি ০ খি নি ০ ০ ০ ০

পু: I { ধা -র্সা র্সা ¦ র্সা র্রর্গা -া I র্রর্গা র্রা: -র্সা: ¦ র্র্গা র্রা -র্গা I
চো ব্ কাঁ টা ব০ ন্ ছি লা ম্ কা নে র্

I র্রর্গা র্সা -া ¦ র্সা -া -া I -া -া -া ¦ -া -া ধ-া } I
খি০ লি ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সর্রা: -র্সা: র্সা ¦ র্সণা ণধা -পা I দপা: -: -দা ¦ দপা: -: -দা I
গ য়্ না ছি লা ম্ গা ০ য়্ লো ০ ০

I পা -া দা ¦ পা মা -া I মা -া -া ¦ -া -া -া II
গ য়্ না ছি লা ম্ গা ০ ০ ০ ০ য়্

স্ত্রী: II { পদা -া পা ¦ দা মা -া I মপা জ্ঞা -া ¦ মা -া -া I
ঝি ল্ মি লি য়ে ০ মি লে র্ ক ০ ল্

[-া]

I মপা মা -া ¦ জ্ঞা জ্ঞসা -ণ্া I সা -া -া ¦ -ণ্া -া -া } I
না চা য়্ শা লু ক্ ফু ০ ০ ০ ০ ল্

পু: I { সা সা -গা ¦ গা গা -া I মা -া মা ¦ মা পা -দা I
শা লু ক্ যে ন ০ মু খ্ খা নি তো র্

I দপা -মপা -মা | -া -া -া I -া -া -া | -া -া ^স-া I
লো০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ণা ণা -ঋা | ^ধর্সা -া -পা I পা পা -দা | মা গা -া I
ঝি লে র্ চে উ ০ যে ন ০ এ লো ০

I ^গঋা -া -া | -া -া ^স-া } I
চু ০ ০ ০ ০ ল্

স্থা: I { ^পদা পা -া | ^পদা মা -া I জ্ঞসা জ্ঞা -া | গা পা -া I
কু হু ০ কু হু ০ ডে০ কে ০ কো কি ল্

I পা পা ণা | ণা ণা -া I পা -ধা ধা | -র্সা -া -া I
কা হা র্ ক ণ্ঠ ০ ক ০ হে ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া } I
০ ০ ০ ০ ০ ০

[র্ঋা]
পু: I { ^ণধা -পা র্সা | র্ঋা র্ঋা -া I র্গা গর্ঋা -া | গর্ঋা -া -ধা } I
সে ই ক্ষ থা ক য়্ কো য়ে০ ০ ন্দা০ ০ ০

I { র্ঋা -া র্জ্ঞা | ^জ্ঞর্ঋা র্সা -া I র্ঋা র্ঋা -জ্ঞর্ঋা | ^ঋর্সা র্সা -া I
আ শ্ ষ ন মে ০ ক য়ে ০০ ছি বা ০

I র্সা ণধা -পা | পা পা -া I পা -া -া | -া -া -া } I
তো ষ্বি০ ০ বি র ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

বৈত :

I { পা -ণা ণা | ণা ণা -া I ধা ণা -ধা | পা পা -দা I

সে ০ জ ন মে র্ দ্ ি ০ হৃ দ য়্

I $^{\text{দ}}$পা -া দা | $^{\text{দ}}$পা মা -া I মা -া -া | -া -া -া } I

এ ০ জ ন মে ০ হা ০ ০ ০ ০ য়্

I { পা -া মা | জ্ঞা সা -া I সা -া -া | সা -া -া I

এ ক্ হ তে যে ০ চা ০ য়্ লো ০ ০

[পমা -া -া]

I সা -া জ্ঞা | মা $^{\text{গ}}$পা -মা I মপা -মা -জ্ঞমা | -া -া -া } II II

এ ক্ হ তে যে ০ চা০ ০ ০০ ০ ০ য়্

Dhaka University Institutional Repository

তোমার আসার আশায় দাঁড়িয়ে থাকি একলা বালুচরে
নদীর পানে চেয়ে চেয়ে মন যে কেমন করে ॥

অনেক দূরে তরী বেয়ে আসে যদি কেউ,
আমার বুকে দুলে ওঠে উজান নদীর ঢেউ ;
নয়ন মুছে চেয়ে দেখি সে গিয়েছে স'রে ॥

আঁচল-ঢাকা ফুলগুলিও শুকায় বুকের তলে
ঘরে ফিরি গাগরী মোর ভ'রে নয়ন জলে ।

বিদেশেতে যায় অনেকে আবার ফিরে আসে,
কপাল দোষে তুমি শুধু রইলে পরবাসে ;
অধীর নদীর রোদন বাজে বুকের পিঞ্জরে ॥

H.M.V. N 9915 ॥ শিল্পী : কুমারী আভা সরকার ॥ ভাটিয়ালী ॥ তাল : কাহার্‌বা

II -া -া সা সা | -া গা গা -মা I পা -ধা ধা -র্সা | -া -া -র্সর্া -র্সনা I
০ ০ তো মা র্ আ সা র্ আ ০ শা ০ ০ ০ ০০ ০য়্

I না র্সা নর্সা -নধা | ধা [ধ]-গা [ধ]পা -া I পা -ধা [ধ]পাঃ -মঃ | [প]মাঃ -গঃ গা -মা I
দাঁ ড়ি য়ে০ ০০ থা ০ কি ০ এ ক্ লা ০ বা ০ লু ০

I রগা [প]-মা গা -া | -া -া -া -া I -া -া গা গা | -মা পা ধা -পা I
চ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন দী র্ পা নে ০

I পা -ধা পা -ধপা | মা -পমা গা -া I -া -া [গ]পা মা | -গা পা রসা -া I
চে ০ য়ে ০০ চে ০০ য়ে ০ ০ ০ মন্ যে ০ কে ম০ ন্

I সগা -রগা -সরাঃ -সঃ | সা -া -া -া I -া -া সা সা | -া গা গা -মা I
কও ০০ ০০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ তো মা র্ আ সা র্

I পা -ধা ধা -র্সা | -া -া -া -া I -পা -া পা পা | -ধা মা মা -পা I
আ ০ শা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ অ নে ক দূ রে ০

I -া -া র্সা ধাঃ | -র্সঃ র্সা র্সাঃ -ধঃ I -া -া ধা ধা | -া না নাঃ -র্সঃ I
০ ০ ত রী ০ বে য়ে ০ ০ ০ আ সে ০ য দি ০

I নাঃ -র্সঃ -া -া | -র্সাঃ -ধঃ -া -া I -া -া র্সা র্সা | -র্রা র্রা র্রা -র্সা I
কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ ০ ০ আ মা র্ বু কে ০

I র্সা -র্রর্সা ণা -র্সণা | ণধাঃ -পঃ পা -া I -া -া মা মা | -া পা ধা -ণা I
দু ০০ লে ০০ ও ০ ঠে ০ ০ ০ উ জা ন্ ন দী র্

I পধাঃ -পঃ -া -া | -া -া -া -া I {-া -া রা রা | -পা পমা পধা -া I
ঢেও ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ ০ ০ ন য় ন্ মুও ছেও ০

I -ধপা -মা মা মগা | -রা রা রা -া I -া -া মা মাঃ | -গঃ রা সা -া I
০০ ০ চে য়েও ০ দে খি ০ ০ ০ সে গি ০ য়ে ছে ০

I সরা -া সা -া | -া -া -া -া} I {-া -া ধা ধা | -সা সা রা -সা I
স'ও ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আঁ চ ল্ ছা কা ০

I পা -া -া ধা | পধা -পা মা -া I -া -া -া -া | -া -া -পা -মা I
ফু ০ ল্ ও লিও ০ ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -গা -া গা গমা | -পা রা সা -রা I রা: -গ: গা -া | -া -া -া -া I
০ ০ শু কা০ য়্ বু কে র্ ত ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া মা মা | -ধা ধা ^ণধা -ধা I -পা পা -ধা পা | মা -পা ^পমা: -গঃ I
০ ০ ঘ রে ০ ফি রি ০ ০ গা ০ গ রী ০ মো র্

I -া -া পা ^পমাঃ | -গঃ গা ^গসা -রা I গা -সা -রা -সা | সা -া -া -া } I
০ ০ ভ' রে ০ ন য় ন্ জ ০ . ০ ০ লে ০ ০ ০

I {-া -া পা পা | -া ধা ধা -া I ধাঃ -র্সা -া র্সা | র্সা -া র্র্সা -নধা I
০ বি দে ০ শে তে ০ যা ০ য়্ অ নে ০ কে০ ০০

I -া -া ধা ধা | -না র্সা র্রা -র্গর্রা I ^র্গনা -র্সা র্সা -া | -া -া ^ধ-া -া I
০ ০ আ বা র্ ফি রে ০০ আ ০ সে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া র্সা র্সা | -র্রা র্রা র্রা -র্সা I র্সা -র্র্সা ণা -র্সণা | ধা -ণধা পা -া I
০ ০ ক পা ল্ দো ষে " তু ০০ মি ০০ শু ০০ ধু ০

[-া]
I -া -া মা মা | -া পা পর্সা -ণর্সণা I ^পধা: -পঃ পা -া | -া -া -মা -া } I
০ ০ রই লে ০ প র০ ০০০ বা ০ সে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া পা ধা | -র্সা র্সা র্সা -র্রা I র্সা -র্র্সা ণা -র্সণা | ধণা -ধা ^ধপা -া I
০ ০ অ ধী র্ ন দী র্ রো ০০ দ ০ন্ বা০ ০ জে ০

I -া -া পা ধণা | -ধা পা মা -া I পাঃ -ধ: ধা -া | -া -া -া -ধণা I
০ ০ বু কে০ ০ র পি ন্ জ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০০

৫৩

I -পা -ণা -ধা -পা | -পা -ধপা -মা -পমা I -গা -মগা -রা -গরা | ধ-সা -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

I {-া -া সা সাঃ | -গঃ গা গা -মা I পা -ধা ধাঃ -র্সঃ | -া -া -া -া I
০ ০ তো মা র্ আ সা র্ আ ০ শা ০ ০ ০ ০ য়্

I (না র্সা নর্সা -নধা | ধা ধ-ণা ধপা -া I পা -ধা ধপাঃ -মা | পমাঃ -গঃ গা -মা I
দাঁ ড়ি য়ে০ ০০ খা ০ কি ০ এ ক্ লা ০ বা ০ লু ০

I রগা -মা গা -া | -া -া -া -া)} II II
চ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে।
আমি কাঁটা হয়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে ॥

আমি তোমায় ফুল দিয়েছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি'
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে-ফুল তাই হ'লাম বিবাগী,
আমি বুকের তলায় রাখি তোমায় গো —
ওরে শুকায়নি ক' গলে ॥

(ওই) যে-দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে-দেশ হতে এসে,
আমার দুখের তরী দিছি ছেড়ে, (বন্ধু) চলতেছে সে ভেসে।
এখন যে-পথে নাই তুমি বন্ধু গো –
তরী সেই পথে মোর চলে ॥

H.M.V. N. 7002 ॥ শিল্পী ঃ ধীরেন্দ্রনাথ দাশ ॥ ভাটিয়ালী ॥ তাল ঃ কাহারবা

আলাপ ঃ

গা	-া	-া	-া	-া	গমা	-গা	-া	-া	-া	গমা	রগা	-া	-া	-রা	-া	-া	-া
আ	০	০	০	০	আ০	০	০	০	০	আ০	০	০	০	০	০	০	০

রগা	সরা	-সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া
আ০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

II সা -গা গা -া | গা -া গা -মা I মা -পা পা -া | পমা -া গা -া I
তো ০ মা য় কূ ০ লে ০ তু ০ লে ০ ব ন্ ধু ০

I সগা -া গা -মা | পা -ধা না -র্সা I ধনাঃ -ধঃ পা -া | -া -া -া -া I
আ ০ মি ০ না ম্ লা ম্ জ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -ं -া -া -া | -া -া -া -া I সা -গা গা -া | গা -া গা -মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো ০ মা য় ক্ ০ লে ০

I ম -পা পা -ধা | মপাঃ -মঃ গা -া I সগা -া গা -মা | পা -ধা না -র্সা I
তু ০ লে ০ ব০ ন্ ধু ০ আ ০ মি ০ না ম্ লা ম্

I ধনাঃ -ধঃ পা -া | -া -া -া -া I -া -া -া -সা | -া -া পা পা I
জ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

[-া]
০
I { পা -পধা ধা -া | ধা -া ধরা -া I সা -র্সা না র্সনা | ধা -নধা ধপা -পমা } I
কাঁ ০ টা ০ হ ০ য়ে ০ র ই না ই০ বন্ ০০ ধু ০০

[-া -া]
০ ০
I { মপা -া পা -ধপা | মা -গা গা -মা I রগা -া রা -া | -া -া (পা পা) } I
তো০ ০ মা ০র্ প ০ থে র্ ত০ ০ লে ০ ০ ০ রই নাই

I সগা -া গা -মা | পা -ধা না -র্সা I ধনাঃ -ধঃ পা -া | -া -া -া -া I
আ০ ০ মি ০ না ম্ লা ম্ জ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া -ধা -না I -পধা -পা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I া া া া | া া সা সা I { রা -পা পা -ধপা | মা -া -া মা I
আ মি তো ০ মা ০য় ফু ল্ ০ দি

[-রা রা]
I গা মা-া গা -রা | রা -জ্ঞা রসা -া I সা -গা গা -মা | মা -পা পা -ধা I
য়ে ০ ছি ০ ক ০ ন্যা ০ তো ০ মা র্ ব ন্ ধু র্

[-া -া]
০ ০
I পক্ষা -পা পা -া | -া -া (সা সা) } I -া -া -া -া | -রা -া পা পা I
লা ০ গি ০ ০ ০ আ মি ০ ০ ০ ০ ০ ০ য দি

I{ পা পধা ধা -া | ধা -া ধা -রা I সা -র্সা না -নর্সনা | ধা না-া পা -া }I
আ ০ মা র্ শ্বা ০ সে ০ শু ০ কা ০০য় সে ০ ফু ল্

I মগা -গা -া মা | পা -ধা না -র্সা I ধনাঃ -ধঃ পা -া | -া -া -া -া I
তা০ ই ০ হ্ লা ম্ বি ০ বা০ ০ গী ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -রা -া র্সা র্সা I র্সা -া র্সা -র্রা | র্রা -া র্রা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি বু ০ কে র্ ত ০ লা য়্

I র্সা -া র্সা -র্মা | র্গা -র্রা র্রা -র্সা I র্সর্রা -র্সা -া -া | -া -া -র্রা -র্গা I
রা ০ খি ০ তো ০ মা য়্ গো০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্স-র্রা -র্সা -া -া | -া -া -া -া I ধপা -া -া -া | -সা -া র্সা র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে

[-া -া]
০ ০
I{ র্সা -া র্সা র্র-র্সা | ণা -ধা ধা -ণা I পধা -া পা -া | -া -া (র্সা র্সা) }I
শু ০ কা য়্ নি ০ ক' ০ গ০ ০ লে ০ ০ ০ ও রে

```
I  গ   -া   গা   -মা  |  পা   -ধা   না   -র্সা  I  ধনাঃ -ধঃ  পা   -া  |  -া   -া   -া   -া  I
   তু   ০    মি    ০       না   ম্    লা   ম্        জ০   ০    লে   ০       ০    ০    ০    ০

I  -া   -া   -া   -া  |  া    া    া    া   I{  গা   -া   গা   -মা  |  গা  -রা  রা  -গা  I
   ০    ০    ০    ০                                যে   ০    দে   শ্       তো   ০   মা   র্

I  সরা -সা  -া   সা  |  সা   -া   সা   -া   I  সা   -গা  গা  -মা  |  মা  -পা  পা  -ধা  I
   ঘ০   ০    র্   রে      ব    ন্   ধু   ০       সে   ০    দে   শ্      হ    ০   তে   ০

             [পা  -া       -া   -া   -া   -া]
              সে   ০        ০    ০    ০    ০
I  পা   -া  (মগা  -া  |  -া   -া   গা   -া)  }I  -গা  -া   া    া   |  া    া   মা   মা  I
   এ    ০   সে০   ০       ০    ০    ও    ই        ০    ০                          আ   মার্

                                                                              [ -া ]
I{ মা  -মধা  ধা   -া  |  ধা   -া   রা   -া   I  পা  -র্সা  না  -র্সনা |  ধা  -নধা  পা  (-মা) }I
   দু   ০    খে   র্      ত    ০    রী   ০       দি   ০    ছি   ০       ছে   ০০   ড়ে   ০

                                                                          [-া  -া]
                                                                            ০   ০
I{ গা   -া   -া   মা  I  পা   -ধা   না   -র্সা  I  ধনাঃ -ধঃ  পা   -া  I  -া   -া  (গা  গা)  }I
   চ    ০    ল্   তে      ছে   ০    সে   ০        ভে০  ০    সে   ০       ০    ০   বন্  ধু

I  -া   -া  -রা   -া  |  -া   -া   র্সা  র্সা  I{  র্সা -র্সর্রা -া  র্রা  |  র্রা  -া   র্রা  -র্গা  I
   ০    ০    ০    ০       ০    ০    এ   খন্        যে    ০    ০   প       থে   ০   না   ই

I  র্সা  -া   র্সা  -র্মা  |  র্গা  -র্রা  র্রা  -র্গা  I  (র্সরা -র্সা  -া   -া  |  -া   -া   -া  -পা  I
   তু   ০    মি   ০       ব    ন্   ধু   ০       গো০   ০    ০    ০       ০    ০    ০    ০
```

I -া -া -া -া | -া -া র্সা র্সা) } I র্সর্রা -র্সা -া -া | -া -া র্সা র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ এ খন্ গো০ ০ ০ ০ ০ ০ ত রী

I র্সা -া র্সর্রা র্সা | ণধা -পা ধা -ণা I ণধা -া পা -া | -া -া র্সা র্সা I
সে ০ ই প থে০ ০ মো র্ চ ০ লে ০ ০ ০ ত রী

I র্সা -া র্সর্রা র্সা | ধা -পা ধা -ণা I পধা -া পা -া | -া -া -মা -গা I
সে ০ ই প থে ০ মো র্ চ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I গা -া গা -মা | পা -ধা না -র্সা I ধনাঃ -ধঃ পা -া | -া -া -মা -গা I
আ ০ মি ০ না ম্ লা ম্ জ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I রসা -গা গা -া | গা -া গা গমা I মা -পা পা -ধা | মপাঃ -মঃ গা -া I
তো ০ মা য় কূ ০ লে ০ তু ০ লে ০ ব০ ন্ ধু ০

I গা -া গা -মা | পা -ধা না -র্সা I ধনাঃ -ধঃ পা -া | -া -া -া -া I
আ ০ মি ০ না ম্ লা ম্ জ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -ধা -না | -ধা -পা -া -া I -া -া গা -া | -া -া -া -া II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

রেকর্ডে গানটি বিরামহীনভাবে গীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তোর রূপে সই গাহন ক'রে
জুড়িয়ে গেল গা
তোর গাঁয়েরি নদীর ঘাটে
বাঁধলাম এ মোর না ।।

তোর চরণের আলতা লেগে
পরান আমার উঠল রেঙে (রে)
ও তোর বাউরী কেশের বিনুনীতে
জড়িয়ে গেল পা ।

তোর বাঁকা ভুরু বাঁকা আঁখি
বাঁকা চলন, সই,
দেখে পটে আঁকা ছবির মতন
দাঁড়িয়ে পথে রই ।

উড়ে এলি' দেশান্তরী
তুই কি ডানা-কাটা পরী (রে)
তুই শুকতারারি সঙ্গিনী সই
সন্ধ্যাতারার জা' ।।

TWIN FT. 4116 ।। শিল্পী : রঞ্জিত মণ্ডল ।। ভাটিয়ালী ।। তাল : কাহার্‌বা

II { গা: -প: -া পা | পা -ধা ণধা -পা I পা -ধা ধা: -ম: | মা -পা মগা -মগা I
তো o র্ রূ পে o সo ই গা o হ ন্ ক' o রেo oo

||
I -া গা গা রা | গা: -ম: সরা -গা I গা: -ম: -সা -া | -া -া -া -া } I
o জু ড়ি য়ে গে o লo o গা o o o o o o o

I { পা -ধা -া ধা | ধা -া নধা -পা I পা ধা না -র্সা | ধনা -র্সনা ধপা -া I
তো o র্ গাঁ য়ে o রিo o ন o দী র্ ঘাo oo টেo o

Dhaka University Institutional Repository

I ধা -র্রা ^(র)র্সা -া | র্সনা -ধা নধা -পা I ধা -ণা ^(ণ)-ধা ^(ধ)-পা | -মা -পা ^(প)-মা ^(ম)-গা } I
বাঁ ধ্ লা ম্ এ০ ০ মো০ র্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া গা গা মা | গা: -র: -সরা -গা I গা: -র: -সা -া | -া -া -া -া II
০ জু ড়ি য়ে গে ০ ল০ ০ গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II গা -া -া গা | পা -া ^(প)ধা: -প: I { -া ^(ধ)র্সা -া র্সা | র্সা -া র্রর্সা -নর্সা I
তো ০ র্ চ র ০ ণে র্ ০ আ ল্ তা লে ০ গে০ ০০

I -া র্সা র্সা -র্রা | র্রা -া র্রা ^(র্স)-া I র্সা -র্রা র্গা -র্মা | র্গা: -র্ম: র্গর্রা -র্সা I
০ প রা ন্ আ ০ মা র্ উ ঠ্ ল ০ রে ০ ভে০ ০

I (^(র্স)র্রা: -ন: -র্সা -া | -া -া -া -া I -া গা -া গা | পা -া ^(প)ধা: -প:)} I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো র্ চ র ০ ণে র্

[র্রা] [-া]
I ^(র্স)র্রা: -ন: -র্সা -া | -া পা ^(প)ধা -পা I { -া ধা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা না I
রে ০ ০ ০ ০ ও তো র্ ০ বা উ রী কে ০ শে র্

I না -র্সা না -ধা | ধা -পা ধপা -া } I -া ধা ধা পা | ধা -পা পা -মা I
বি ০ নু ০ নী ০ তে০ ০ ০ জ ড়ি য়ে গে ০ ল ০

I মধা -পা -া -া | -গমা -গরা -সরা -সা I -া গা গা মা | গা: -র: সরা -গা I
পা০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ জু ড়ি য়ে গে ০ ল০ ০

I গা: -র: -সা -া | -া -া -া -া II
গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

{ ধা -র্রা [র]র্সা -া | র্সনা -ধা নধা -পা I ধা -ণা [ণ]-ধা [ধ]-পা | -মা -পা [প]-মা [ম]-গা } I
র্বা ধ্ লা ম্ এ০ ০ মো০ র্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া গা গা মা | গা: -র: -সরা -গা I গা: -র: -সা -া | -া -া -া -া II
০ জু ড়ি য়ে গে ০ ল০ ০ গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II গা -া -া গা | পা -া [প]ধা: -প: I { -া [ধ]র্সা -া র্সা | র্সা -া র্রর্সা -নর্সা I
তো ০ র্ চ র ০ পে র্ ০ আ ল্ তা লে ০ গে০ ০০

I -া র্সা র্সা -র্রা | র্রা -া র্রা [স]-া I র্সা -র্রা র্গা -র্রা | র্গা: -র্র: র্গর্রা -র্সা I
০ প রা ন্ আ ০ মা র্ উ ঠ্ ল ০ রে ০ ভে০ ০

I ([স]র্রা: -ন: -র্সা -া | -া -া -া -া { -া গা -া গা | পা -া [প]ধা: -প:)} I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো র্ চ র ০ পে র্

[র্রা] [-া]

I [স]র্রা: -ন: -র্সা -া | -া পা [প]ধা -পা I { -া ধা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা না I
রে ০ ০ ০ ০ ও তো র্ ০ বা উ রী কে ০ শে র্

I না -র্সা না -ধা | ধা -ণা ধপা -া } I -া ধা ধা ণা | ধা -পা পা -মা I
বি ০ নু ০ নী ০ তে০ ০ ০ জ ড়ি য়ে গে ০ ল ০

I মধা -পা -া -া | -গমা -গরা -সরা -সা I -া গা গা মা | গা: -র: সরা -গা I
পা০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ জু ড়ি য়ে গে ০ ল০ ০

I গা: -র: -সা -া | -া -া -া -া II
গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

II -া -া -া -া ¦ -া -া গা -া I { -া -া গা ^গমা | -গা রা সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ তো র্ ০ ০ বাঁ কা ০ ভু রু ০

I -া -া ^সরা সা ¦ -া ধ্া সা -া I -া -া সা গা | -া মা পা -ধপা I
০ ০ বাঁ কা ০ আঁ খি ০ ০ ০ বাঁ কা ০ চ ল ০ন্

I (মগা -সা -া -া | ^গপা ^প-মা ^গগা -া)} I -মগা মা -া -া | -া -া গা সা I
গ০ ই ০ ০ তো ০ ০ র্ গ০ ই ০ ০ ০ ০ দে খে

I -সা মা -ধা ধা | ধা -া পধা -র্সণা I -ধপা পা পা -ধপা ¦ পধা -ণধা মপা: -মগ: I
০ প ০ টে আঁ ০ কা০ ০০ ০০ ছু বি ০র্ ম০ ০০ ত০ ০ন্

I -া গা গা মা | গা: -র: রা -গা I মগা -রা -সা -া | -া -া -া -া I
০ দাঁ ড়ি য়ে প ০ থে ০ র ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

I { -া -া গা গা | -া পা ধা -পা I -া -া র্সা র্সা ! -া র্সা র্রর্সা -া I
০ ০ উ ড়ে ০ এ লি ০ ০ ০ দে শা ন্ ত রী০ ০

I -া র্সা -র্রা র্রা ¦ র্রা -া র্রা -র্সা I র্সা -র্রা র্গা -র্রা | র্গা -র্রা র্গর্রা -র্সা I
০ তু ই কি ডা ০ না ০ কা ০ টা ০ প ০ রী০ ০

I ^র্সর্রা -না -র্সা -া | -া -া (-া -া)} I পা -ধা I -পা র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা -না I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু ০ ই শু ক্ তা ম! ০ রি ০

I না -র্সা না -ধা ¦ ধা -ণা ধপা -ধা I -া র্রা -া র্রা ¦ র্সর্রা -র্গর্রা ^র্র-র্সা -া I
র ০ তি ০ নী ০ গ০ ই ০ শু ক্ তা রা০ ০০ রি ০

Dhaka University Institutional Repository

I মা -র্সা না -ধা | ধা -ণা ধপা -া I -া ধা -া ণা | ধা -পা পা -মা I
স ০ ঙ্গি ০ নী ০ স০ হ ০ স ন্ ধ্যা তা ০ রা র্

I মপা -া -া -া | -গমা -গমা -সা -া I -া গা গা মা | গা: -র: সরা -গা I
জা০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ জু ড়ি মে ঘে ০ র০ ০

I গা: -র: -সা -া | -া -া -া -া II II
রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

নাচের নেশার ঘোর লেগেছে
নয়ন পড়ে ঢু'লে লো
নয়ন পড়ে ঢু'লে ।

বুনোফুল পড লো ঝ'রে নাচের ঘোরে
দোলন-খোঁপা খুলে লো,
দোলন-খোঁপা খুলে ॥

শুনে এই মাদল-বাজা
নাচে চাঁদ রাতের রাজা
নাচে লো নাচে—
শালুকের কাঁকাল ধ'রে
তাল-পুকুরের জলে হে'লে দু'লে লো,
জলে হে'লে দু'লে ॥

আঁউরে গেল ঝুমকো জবা
লেগে গরম গালের ছোঁওয়া
বাঁশী শুনে ঘুলায় মনে
কয়লা-খাদের ধোঁওয়া লো,
কয়লা-খাদের ধোঁওয়া ।

সই নাচ ফুরালে ফিরে' ঘরে,
রাত কাটাব কেমন ক'রে
পড়্‌বে মনে বাঁশুরিয়ার চোখ দু'টি ঢুলঢুলে লো
চোখ দু'টি ঢুলঢুলে ॥

H.M.V. N 17370 ॥ সুর : কাজী নজরুল ॥ শিল্পী ঃ মিস আঙুরবালা ॥ সাঁওতালী (ঝুমুর) ॥
তাল ঃ দ্রুত-দাদরা

II {সরমাঃ মপঃ -া | পদপা পমা -া I জ্ঞাঃ -সঃ সা | সা সা -া I
নাo চেo র্ নেoo শাo র্ ঘো র্ লে গে ছে o

I গা গমা -গা | রা সা -া I সা সা -া | সাঃ -ঃ -পা I
ন য়o ন্ প ড়ে o ঢু লে o লো o o

৬৯

Dhaka University Institutional Repository

[-জ্ঞাঃ -সঃ -া]
I পদপা মপমা -া | জ্ঞমা -জ্ঞা সা I সা সা -া | -া -া -া } I
ন০০ য়০০ ন্ প০ ০ ড়ে ছু লে ০ ০ ০ ০

I {-া -া ^প র্সা | ^নর্স ণা ^ণপা -া I পা -া পা | পা পা -া I
০ ০ বু নো ফু ল্ প ড় ল ঝ' রে ০

I {^প র্সা ^নর্স ণা -া | পা পা -া } I -া -া -া | -া -া -া I
না চে র্ ঘো রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রা ^র মা -া | পা ধণা -ধা I ^ধ পা পা -া | ধপা: -ঃ -ণা I
দো ল ন্ খোঁ পা০ ০ খু লে ০ লো০ ০ ০

I ধণধা পধা -পা | মপমা রমা ^গ -রা I ^র সা সা -া | ^জ্ঞগ -া -া -া II
দো০০ ল০ ন্ খোঁ০০ পা০ ০ খু লে ০ ০ ০ ০

II {-া -া ^প র্সা | র্সা র্সা -া I পা র্সা -া | পা র্সা -া I
০ ০ শু নে এ ই মা দ ল্ বা জা ০

I -া -া পা | ধা র্সা -র্রা I র্গা র্গর্মা -র্গা | ^র্গ র্রা র্সা -া I
০ ০ না চে চাঁ দ্ রা তে০ র রা জা ০

I র্রা র্রর্জ্ঞা -র্রা | ^র্র র্সাঃ -ধঃ -পা I ধর্সা ^র্গ ধাঃ -র্সঃ | -া -া -া } I
না চে০ ০ লো ০ ০ না০ চে ০ ০ ০ ০

I {-া -া ^র্র র্সা | র্সা র্সা -া I র্সনা র্সা -া | ^র্গ র্রর্জ্ঞা -র্রা ^র্র র্সা I
০ ০ শা ন কে র্ কাঁ০ পা ন্ ধ'০ ০ রে

৯০

Dhaka University Institutional Repository

I না -া র্সা । র্ঋর্সা র্সা -া } I ণপা পা -া । পা পা -পা I
তা ন্ পু কু০০ রে র্ ঝ লে ০ হে লে ০

I ণধা পা -া । পা: -ঃ -পা I ধণধা পধা -পা । পা মপা -মা I
দু লে ০ লো ০ ০ অ০০ লে০ ০ হে লে০ ০

I গরা রা গ-পা । -া -া -া I I
দু লে ০ ০ ০ ০

I I { সা -রা গজ্ঞরা । ঋসা ণ্ধা -ণ্া I গজ্ঞাঃ -সঃ সা । সা সা -া I
আঁ উ রে০ গে ল০ ০ ঝু ম্ কো জ বা ০

I -া -া -া । -া সা সা I গা গমা -গা । গরা সা -া I
০ ০ ০ ০ লে গে গ র০ ম্ গা লে র্

I সরা সরা: -ঃ । -া -া -পা I পা পা -া । পা সা -া I
ছোঁও য়া০ ০ ০ ০ ০ বাঁ শি ০ শু নে ০

I পা পা -পা । ধা ণ্ণা -পা I পা -া র্সা । র্সা র্সা -র্সা I
ঘু লা র্ ম নে ০ ক র্ লা খা দে র্

I র্সর্রা র্সা -পা । ণপাঃ -মঃ -া I পা -পা পা । পা মসা -া I
ধোঁ০ য়া ০ লো ০ ০ ক য্ লা খা দে র্

I সা সা -া । -া (-া -া)} I পা । I { ধা -া র্সা । র্রা র্জ্ঞা -া I
ধোঁ য়া ০ ০ ০ ০ স ই না চ্ ফু রা লে ০

৭১

Dhaka University Institutional Repository

I র্রা জ্ঞা -া | র্রা র্সাঃ -ধঃ I ধা -া র্সা | র্রা জ্ঞা -া I
ফি রে ০ ঘ রে ০ রা ত কা টা ব ০

I র্রজ্ঞর্রা র্সর্রর্সা -া | ধণধা পা -া I ধপা -া -া | -া -া -া I
কেঁ০০ ম০০ ন্ ক'০০ রে ০ লো ০ ০ ০ ০ ০

[-া -া]
০ ০
I -া -া -া | -া (পা -া)) I {র্সা -া র্রা | র্রা র্রা -র্গা I
০ ০ ০ ০ স ই প ড়্ বে ম নে ০

[-া]
র্
I র্সর্রা র্গর্মা -র্গা | র্রর্সা -র্সা (-া I -া -া -া | -া -পা -া)} I
বাঁ০ শু০ ০ রি০ য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

I র্সা -া র্রজ্ঞর্রা | র্সা সা -পা I পা পা -া | পসা -া -া I
চো খ্ দু০০ টি টু ল্ টু লে ০ লো০ ০ ০

I পা -া দপা | না নস্রা -সা I সা সা -া | -া -া -া II }I
চো খ্ দু০ টি টু ল্ টু লে ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

নিশি-পবন! নিশি-পবন!
ফুলের দেশে যাও
ফুলের বনে ঘুমায় কন্যা
তাহারে জাগাও, যাও যাও যাও।
মৌ-টুস্‌টুস্‌ মুখখানি তার
ঢেউ-খেলানো চুল
ভোমরার ঝাঁক-ঘেরা যেন
ভোরের পদ্ম-ফুল
হাসিতে তার মাঠের সরল
বাঁশির আভাস পাও,
যাও যাও যাও॥

চাঁপা ফুলের পুত্‌লি-ঘেরা
চাঁপা রঙের শাড়ি
তারেই দেখতে আকাশ-গাঙে
চাঁদ দেয়রে পাড়ি।
তার একটুখানি চোখের আদল
বাদল-মেঘে পাও,
যাও যাও যাও॥

ধীরে ধীরে জাগাইয়ো তায়
ঝরা কুসুম ফেলিয়া গায়
জাগলে কন্যা যেন রে মোর
পত্রখানি দাও, যাও যাও যাও॥

H.M.V. N.17099॥ শিল্পীঃ মৃণালকান্তি ঘোষ॥ সুরঃ গিরীন চক্রবর্তী॥ পল্লীগীতি॥ তালঃ দ্রুত দাদ্‌রা

II {	র্পসা	না	-া	I	ন্ধা	পা	-া	I	র্পসা	না	-া	I	ন্ধা	পা	-া	I
	নি	শি	০		প	ব	ন্‌		নি	শি	০		প	ব	ন্‌	

I পধা পা -া | মগা রা -মা I গা -া -া | -া -া -া I
ফু০ লে র্ দে০ শে ০ যা ০ ০ ০ ও ০

I সা সা -গা | গা গা -মা I মধা ধা -া | ধা -ণাঃ ধঃ I
ফু লে র্ ব নে ০ ঘু০ মা য় ক ন্ ন্যা

I পা পা -া | পধা -ণা ধা I [ণ]ধপা -া -া | -মা -া -া I
তা হা ০ রে০ ০ জা গা০ ০ ০ ও ০ ০

I [ম]পাঃ -ঃ [প]-গা | [গ]পাঃ -ঃ [প]-গা I গপা -া -া | -া -া -া } I
যা ০ ও যা ০ ও যা০ ০ ০ ০ ০ ও

I { ধা -র্সা র্সা | -া র্সা -া I র্রা -া র্জ্জা | র্রা র্জ্জর্রা -র্সা I
মৌ ০ টু স্ টু স্ মু খ্ খা নি তা০ র্

I ধা -র্সা র্সা | র্সা র্সর্রা -র্মর্জ্জা I [র্জ্জ]র্রা -র্সা -া | -া -া -া I
ঢে উ খে লা নো০ ০০ চু ০ ০ ০ ০ ০

I (-া -া -া | -র্জ্জর্রা -র্সনা -র্সা) I -া -া -া | -া -া -া } I
০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I { ধা -র্সা র্সা | -া নর্সা -র্রা I র্সা ণা -া | ধা পমা -া I
ভো ম্ রা র্ ঝাঁ০ ক্ ঘে রা ০ যে ন০ ০

I (পা পা -ধা | [র্স]ণা -া ধা I পা -া -া | -া -া -া I
ভো রে র্ প ০ দ্ম ফু ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া পা ধা) } I পা পা -দা | ণধা -র্সণা দা I
ল্ ০ ০ ০ ও রে ভো রে র্ প০ ০০ দ্ম

I প -া -া | -া -া -া I {পা ধা -র্সা | র্সা র্সা -া I
ফু ০ ০ ০ ০ ল্ হা সি ০ তে তা র্

I না র্সা -না | ধা পা -া I পা পা -ণা | ধা পা -া I
মা ঠে র্ স র ল্ বাঁ শী র্ আ ভা স্

I ধপা -মা -া | -া -া -া } I গা -সা -রা | গা -সা -রা I
পা০ ০ ০ ০ ০ ও যা ০ ও যা ০ ও

I গপা -া -া | -া -া -া II
যা০ ০ ০ ০ ০ ও

II সা সা -পা | পা পা -া I ধা -ধা ণা | ধা ণধা -পা I
চাঁ পা ০ ফু লে র্ পু ত্ লি ঘে রা০ ০

I গা গা -পা | পা পা -ধা I ধা -ণধা পা | -া -া -া I
চাঁ পা ০ র ঙে র্ শা ০০ ড়ি ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -র্সণা -ধপা I -া -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা -র্সা | র্সা -া র্সা I র্সা র্সা -া | র্সর্রা -র্সনা -া I
তা রে ই দে খ্ তে আ কা শ্ গা০ ০০ ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I -নর্সা -নর্সা -নর্সা | -পা -া -া I
ঙে ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০

I {পা -া -ধা | ধর্সা র্সণা -া I ধা পা -া | -া (গা মা)} I
চাঁ ০ দ্ দেয় রে ০ পা ড়ি ০ ০ ও রে

পা -ধা I {র্সা -া র্সা | র্সা র্রা -র্সা I না র্সা -না | ধা পা -মা I
তা র্ এ ক্ টু খা নি ০ চো খে র্ আ দ ল্

I পা পা -ণা | ধা পা -া I ধপা -মা -া | -া -া -া I
বা দ ল্ মে ঘে ০ পা০ ০ ০ ০ ০ ও

[-া -া]
০ ০
I গা -সা -রা | গা -সা -রা I গপা -া -া | -া (পা -ধা)} II
যা ০ ও যা ০ ও যা০ ০ ০ ও তা র্

II {সা সা -পা | পা পা -া I ধা পা -া | মগা রা -মা I
ধী রে ০ ধী রে ০ জা গা ০ ই০ য়ো ০

I গা -া -া | -া -া -া I -গা -া -া | -া -া -া I
তা ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা -না | না না -া I না না -র্সা | র্সর্গা -র্রর্গা -া I
ঝ রা ০ কু সু ম্ ফে লি ০ য়া০ ০০ ০

I র্গর্রা -া -া | -া -া -া I -র্সা -া -া | -া -া -া} I
গা ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০

{র্রর্জ্ঞর্রা র্সর্রর্সা -া ধর্সধা]
I {ধা -া র্সা | র্রা র্জ্ঞা -া I রা র্সা -া | ধা পা -া I
জা গ্ লে ক ন্যা ০ যে ন ০ রে মো র্

I পা -া ণা | ধা পা -া I ধপা -া -মা | -া -া -া I
প ০ ত্র খা নি ০ দা০ ০ ০ ০ ০ ও

I গা -সা -রা | গা -সা -রা I গপা -া -া | -া -া -া} II II
যা ০ ও যা ০ ও যা০ ০ ০ ০ ০ ও

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মার ঢেউরে-
মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা, যা রে।
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে ॥

মোর পরান-বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই (নাই রে)
বাতাস কাঁদে বাইরে, সে-সুগন্ধ নাই রে
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝংকারে রে ॥

ও পদ্মারে-
ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি
ঝিল্‌মিল্ করে কৃষ্ণ-কালো।

সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়
যদি দেখিস তারে, দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস, কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে ॥

Hindustan H. 969 ॥ শিল্পীঃ শচীন দেববর্মণ ॥ পল্লীগীতি ॥ তাল ঃ দ্রুত দাদ্‌রা

								I	-া	-া	সা	।	-া	সা	-া	I
									০	০	প		০	দ্মা	র্	
II	{ম}রা	-া	-মা	।	পা	-ধা	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-ণধা	I
	ঢে	০	উ		রে	০	০		০	০	০		০	০	০০	

I [ধ]-পপা [প]-মমা -া | -া -া -া I [স]-া -া -া | -া মা -পা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নে র্

I ধা -া ধর্সা | -ণা ণা -ধা I ধা -পা পা | -া পা -পা I
শূ ন্ ন্য০ ০ হৃ ০ দ য়্ প ০ ন্ ০

[পধা -ধণা -া]

I [ণ]ধা ধপা -া | পা -াঃ -ণঃ I [ধ]-পমা -গা গা | -মগা [গ]রা -সা I
নি য়ে০ ০ যা ০ ০ ০০ ০ যা ০০ রে ০

I -া -া সা | -া সা -া I [ম]রা -া -মা | পা -ধা -া I
০ ০ প ০ দ্মা র্ ঢে ০ উ রে ০ ০

I -া -া -া | -া -া -ণধা I [ধ]-পপা [প]-মমা -া | -া সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ এ ই

I সা -া রগা | -মগা -রসা -া I সা -রা রা | -গা গা -মা I
প ০ দ্মে০ ০০ ছি০ ০ ল ০ রে ০ যা র্

I রগাঃ -ঃ রসা | সা -া -া I -া -া -া | -া পা পা I
রা০ ০ ঙা০ পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম মি

I ধা ধা -র্সা | র্সা র্সা -া I -া -া না | -র্সনা [ন]ধা -া I
হা রা ০ য়ে ছি ০ ০ ০ ত ০০ রে ০

I -ধনাঃ -ধঃ -পা | -া -া -া I -া -া -া | -া পা পা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

Dhaka University Institutional Repository

I ধা ধা -র্রা । র্সা র্সর্রা -া I -র্সনা -া না । -র্সনা ধা -া I
হা রা ০ য়ে ছি০ ০ ০০ ০ তা ০০ রে ০

I -ধনা -া -ধা । -পা -া -া I -া -া সা । -া সা -া II
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "প ০ দ্মা র্"

পা -া II পা -া ধা । -া ণধা -পা I পাঃ -ধঃ পা । মগা -রগা -া I
মো র্ প ০ রা ০ ন০ ০ বঁ ০ ধু না০ ০০ ই

I পা -া ধা । -া ধর্সা -পা I পাঃ -ধঃ পা । মগা -রগা -া I
প ০ দ্মে ০ তা ই ম ০ ধু না০ ০০ ই

I গা -া -পা । মা -া -পা I -গমগা -া -া । -া -া -া I
না ০ ই রে ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা -না । না না -ধা I -া -া র্সা । -র্রা র্রা -া I
বা তা স্ কাঁ দে ০ ০ ০ বা ই রে ০

I -া -া -র্সা । -া র্সা -া I র্সা -া র্রা । -া র্গর্রা -র্সা I
০ ০ ০ ০ সে ০ সু ০ গ ন্ ধ০ ০

I র্রা -া -র্মা । র্মর্গা -র্রা -া I -র্রা -র্গা -র্রা । -র্সা -া -া I
না ০ ই রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া । -া না -না I {না -া র্সা । -া র্রর্সা -না I
০ ০ ০ ০ মো র্ রূ ০ পে ০ র০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I না ধপা -া | ^প^না -া না I র্সা -া র্সা | -া র্রর্সা -না I
স র০ ০ সী ০ তে স ০ ন ন ন০ ০

I নর্সা -নধা -পা | ^প^না না -া } I র্সা -া নর্সা | -র্সা র্সা -া I
মৌ০ ০০ ০ মা ছি ০ না ০ হি০ ০ য়ং ০

I ণধা -পা -া | ণধা -পা -া I ণধা -পা ^প^সা | -া সা -া II
কা০ ০ ০ রে০ ০ ০ রে০ ০ "প ০ দ্মা র্"

সা -া II সা -া মা | মা -া -পা I ^গ^-মা -গা -া | -া -া ^স^-া I
ও ০ প ০ দ্মা রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গমা -গা রা | -সা সা -া I সরা -া -সণ্া | সা সা -া I
ঢে০ উ য়ে ০ তো র্ ঢে০ ০ ০উ উ ঠা য়্

I মা -া মপা | -পা পধা -পা I মপা -মা জ্ঞমা | -জ্ঞা রা -সা I
যে ০ ম০ ন্ চাঁ০ ০ দে০ ০ র০ ০ আ ০

I সা -া -া | -া -া -া I পা -ধা ধা | -ণধা পা -া I
লো ০ ০ ০ ০ ০ মো র্ বঁ ০০ ধু ০

I পধা -া -া | -ণধা -পা -া I পা -ধা ধর্সা | -ণা ধপা -া I
য়া০ ০ ০ ০০ ০ র্ রূ প্ তে০ ০ ম০ ০

I পধা -া -পা | -মা -া -া I মা -পা পা | -ধা ধণা -ধা I
নি০ ০ ০ ০ ০ ০ ঝি ল্ মি ল্ ক০ ০

I পন্ -া -গা | -া -রসা -া I সা -রা রা | -মজ্ঞা রা -সা I
রে০ ০ ০ ০ ০০ ০ কৃ ষ্ ণ ০০ কা ০

I সা -া -া | -া না -া I {না -র্সা র্সা | -া র্সা -া I
লো ০ ০ ০ সে ০ প্রে ০ মে র্ ঘা ০

I নর্সা -নধা -পা | না না -া I -া -া র্সা | র্রা র্গর্রা -র্সা I
টে০ ০০ ০ ঘা টে ০ ০ ০ বাঁ শি বা০ ০

[না না]
য দি

I র্সর্রা -র্গা -া | -া -া -া I -র্রর্মা -র্গা -র্রর্সা | -া (না -া)} I
জা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ য় সে ০

I না -র্সা র্সা | -া র্সা -া I র্রর্সা -না না | ন-র্সা র্সধা -নধা I
দে ০ খি স্ তা ০ রে০ ০ দি স্ এ ই০

I পা -ধা মা | -ধা ধা -পা I পা -া -া | {পা পা -ণা I
প দ্ ম ০ তা র্ পা ০ য় ব লি স্

I ধণা -া ণা | -ধা ধা -া I ধপা -মা পা | -া পা -ণা I
কে ০ ন ০ বু ০ কে ০ আ ০ শা র্

I ধণা -ধা পধা | -পা মপা -মা I জ্ঞরা সা -া | রসা -ণ্া -া I
দে০ ০ য়া০ ০ লী০ ০ জ্ঞা০ লি ০ য়ে০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I	সা	-া	সগা	।	-া	গা	-া	I	গমা	-া	পা	।	-দা	পা	-া	I
	ফে	০	লে০		০	গে	০		ল০	০	চি		০	র	০	
I	মপা	-মা	জ্ঞমা	।	-জ্ঞা	জ্ঞরা	-া	I	সা	-া	-া}	।	-া	-া	-া	I
	অ০	ন্	ধ০		০	কা	০		রে	০	০		০	০	০	
I	-া	-া	সা	।	-া	সা	-া II II									
	০	০	"প		০	দ্মা	র্"									

Dhaka University Institutional Repository

বন-বিহঙ্গ যাওরে উড়ে' মেঘ্না নদীর পাড়ে
দেখা হ'লে আমার কথা কইয়ো গিয়া তারে ॥

কোকিল ডাকে বকুল-ডালে
যে-মালঞ্চে সাঁঝ-সকালে রে,
আমার বন্ধু কাঁদে যেথায় গাঙেরি কিনারে ॥

গিয়া তারে দিয়া আইস আমার শাপ্‌লা-মালা
আমার তরে লইয়া আইস তাহার বুকের জ্বালা।

সে যেন রে বিয়া করে সোনার কন্যা আনে ঘরে রে,
আমার পাটের জোড় পাঠাইয়া দিব সে-কন্যারে ॥

H.M.V. N 17099 ॥ শিল্পী ঃ মৃণালকান্তি ঘোষ ॥ পল্লীগীতি ॥ তাল ঃ কাহর্‌বা

II { সপা -া -া ধা । না -র্সা র্রা -র্গা I র্রা -া র্সা -র্না । ধা -র্সা না -ধা I
ব ০ ন্ বি হ ঙ্ গ ০ যা ও রে ০ উ ০ ড়ে ০

I পা -ণা ধা -পা । পমা -গা রা -সা I রা -া রা -া । -রা -মা -গা -া I
মে ঘ্ না ০ ন ০ দী র্ পা ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০

I -রগা -া -রা -া । -া -া -া -া } I { -া -া রা রা । মা মা -া -া I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দে খা হ' লে ০ ০

I পা -া পা -ধা । না -র্সা র্রা -া I র্রর্গা -র্রা র্সা -া । নর্সা -না পা -ধা I
আ ০ মা র্ ক ০ থা ০ ক০ ই য়ো ০ গি০ ০ য়া ০

Dhaka University Institutional Repository

I ধা -র্সা র্সা -া | -া -া -া -া I নর্সা -না ধা -পা | মা -গা রা -সা I
তা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ মে০ ঘ্ না ০ ন ০ দী র্

I রা -া রা -া | -া -া -গা -মা I -রগা -রা -া -া | -া -া -া -া } II
পা ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[র্সা -র্রা -র্গা -র্সা]
II { -া -া পা পা | -ধা মা মা -পা I ধা -র্সা র্সা -া | র্সা -র্রা -র্সা -না I
০ ০ কো কি ল্ ডা কে ০ ব ০ কু ল্ ডা ০ ০ ০

I র্সা -া -া -া | পা-া -া -া -া I র্সধা -া -া র্রা | র্সা -া র্সা -া I
লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ যে ০ ০ মা ল ন্ চে ০

I না -র্সা না -ধা | ধা -ণা ধা -পা I পণা ণ-ধা ধ-পা -া | -া -া -া -া } I
সাঁ ঝ্ স ০ কা ০ লে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া রা রা | -মা মা মা -া I পা -ণা ণা -া | -া -া -া -া I
০ ০ আ মা র্ বন্ ধু ০ কাঁ ০ দে ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া -া -া I -ধণা -ধা -পধা -পা | -মপা -মা -গমা -গা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০

I -রগা -া -রা -া | -া -া -া -া I -া -া রা রা | -মা মা মা -া I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র্ বন্ ধু ০

I পা -ণা ণা -ধা | ধা -ণা ধপা -া I -া -া না না | -া র্সা র্রা -র্গা I
কাঁ ০ দে ০ যে ০ থা০ য় ০ ০ গা ছে ০ রি কি ০

Dhaka University Institutional Repository

I র্সর্রা -র্সা র্সা -া | -া -া -া -া I নর্সা -না ধা -পা | মা -গা রা -সা I
না০ ০ রে ০   ০ ০ ০ ০   মে০ ঘ্ না ০   ন ০ দী র

I রা -া রা -া | -া -া -গা -মা I -রগা -রা -া -া | -া -া -া -া II
পা ০ ড়ে ০   ০ ০ ০ ০   ০০ ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০

II -া -া রা রা | -মা মা মা -া I মা -পা পা -া | পা -া পধা -পা I
০ ০ গি য়া   ০ তা রে ০   দি ০ য়া ০   আ ই স০ ০

I (প)-মা (ম)-গা গা গা | -া মা -পা ধা I মপা -া পা -া | -া -া (স)-া -া I
০ ০ আ মা   র্ শা প্ লা   মা০ ০ লা ০   ০ ০ ০ ০

I -া -া পা পা | -ধা ধা ধা -া I (ধ)পা -র্সা র্সা -া | না -ধা ধা -ণা I
০ ০ আ মা   র্ ত রে ০   ল ই য়া ০   আ ই স ০

I -পধা -পা পা ধা | -া পমা মা -পা I পা -া পা -া | -পপা -ণা -ধা -ণা I
০০ ০ তা হা   র্ বু০ কে র্   জ্বা ০ লা ০   ০০ ০ ০ ০

I (ধ)-পা -া পা (প)ধা | -া পমা মা -পা I পধা -মা পা -া | -া -া -া -া I
০ ০ তা হা   র্ বু০ কে র্   জ্বা ০ লা ০   ০ ০ ০ ০

I {-া -া র্সা র্সা | -র্রা র্রা র্রা -র্সা I র্রা -র্মা র্মা -া | র্মা -র্গা র্মা -া I
০ ০ সে যে   ০ ন রে ০   বি ০ য়া ০   ক ০ রে ০

[-র্গা -র্রা]
I -া -া -া -া | -া -া (-া -া I -া -া -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -া -া -া -া | -র্গাঃ র্রঃ -া -া) I -া -া র্রা র্রা | -র্গা র্গা র্গা -র্মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সো না র্ ক ন্যা ০

I র্গা -র্রা র্সা -া | -া -া র্রা র্গর্রা I র্গর্রা -া -র্সা -া | -া -া -া -া} I
আ ০ নে ০ ০ ০ ঘ রে০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধা ধা | -া র্সা র্সা -র্রা I ণর্সা -া -ণা ণা | ধা ণা ধপা -া I
০ ০ আ মা র্ পা টে র্ জো০ ০ ড়্ পা ঠা ই য়া০ ০

I { -া -া র্সা র্সা | -া র্সা র্সা -র্রা I ণাঃ -র্সঃ -ণা ণা | ধা ণা ধপা -া I
০ ০ আ মা র্ পা টে র্ জো ০ ড়্ পা ঠা ই য়া০ ০

I -া -রা রা রা | -মা মা মা -পা I মপা ধা -া -া | -া -া -া -া } I
০ ০ দি ব ০ সে ক ন্ ন্যা০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ণা ধা -পা | মা -গা রা -সা I রা -া রা -া | -া -া -গা -মা I
মে ঘ্ না ০ ন ০ দী র্ পা ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ ০

I -রগা -রা -া -া | -া -া -া -া II II
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

বনের হরিণ আয় রে বনের হরিণ আয়।
কাজল-পরা চোখ নিয়ে আয় আমার আঙিনায় রে
বনের হরিণ আয় ॥

(দেখ্) নেই বনে কেউ এক্‌লা দুপুর
আয় ঝরা পাতায় বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর,
তোরে ডাকে নোটন পায়রার দল ডাকে
মেঘের ঝরোকায় রে
বনের হরিণ আয় ॥

কি দেখে তুই ধীরি ধীরি চাস্ রে ফিরি ফিরি,
বন্-শিকারীর তীর নহে ও, ঝরণা ঝিরি ঝিরি।

মাদল বাজে ঈশান কোণে
ঝড় উঠেছে আমার মনে,
সেই তুফানের তালে তালে নাচ্‌বি চপল পায় রে
বনের হরিণ আয় ॥

H.M.V. N 17469 ॥ শিল্পী ঃ কুমারী পারুল সেন ॥ সুর ঃ কাজী নজরুল ॥ তাল ঃ দ্রুত-দাদ্‌রা

II	রা	মা	-া	।	পা	ধণা	-ধা	I	পা	-া	-া	।	মা	-রা	-সা	I
	ব	নে	র্		হ	রি০	ণ্		আ	০	য়		রে	০	০	
I	রা	মা	-া	।	পা	ধণা	-ধা	I	পধা	-মপা	-া	।	-া	-া	-া	I
	ব	নে	র্		হ	রি০	ণ্		আ০	০০	০		০	০	য়্	
I {	মা	মা	-পা	।	পা	পা	-া	I	পা	-া	ধা	।	পা	মা	-া	I
	কা	জ	ল্		প	রা	০		চো	খ্	নি		য়ে	আ	য়্	
I	পা	পা	-ণা	।	ধা	পধা	-পা	I	মগা	-রগা	-া	।	রসা	-া	-া	I
	আ	মা	র্		আ	ঙি০	০		না০	০০	য়		রে০	০	০	
I	রা	মা	-া	।	পা	ধণা	-ধা	I	পধা	-মপা	-া	।	-া	-া	-া }	II
	ব	নে	র্		হ	রি০	ণ্		আ০	০০	০		০	০	য়্	
II {	পা	-র্রা	র্রা	।	র্রা	র্রা	-র্সা	I	র্সা	-র্রা	র্সা	।	ণধা	-পধা	-পা	I
	নে	ই	ব		নে	কে	উ		এ	ক্	লা		দু০	০০	০	

I পা -া -া । -া পা -মা I পা পা -ণা । ধা ণা -া I
পু ০ ০ র্ আ য় ঝ রা ০ পা তা য়্

I ধা ধা ণা । ধা ণা -া I ধা ধা -ণা । ধণা -র্রা -র্গর্র I
বা জি য়ে নূ পু র্ ঝু মু র্ ঝু০ ০ ০০

I র্সা -া -া । -া (পা -া) } I পা পা I { ধা র্সা -া । র্রা র্রর্জ্ঞা -া I
মু ০ ০ র্ দে খ্ তো রে ডা কে ০ নো ট০ ন্

I র্রা -র্সা র্সর্রা । -র্সা ধা -পা I ধর্সা ধর্সা -া । -া -া -া } I
পা য় রা০ র্ দ ল্ ডা০ কে০ ০ ০ ০ ০

I পা পা -ণা । ধা পধা -পা I মগা -রগা -া । রসা -া -া I
মে ঘে র্ ঝ রো০ ০ কা০ ০০ য় রে০ ০ ০

I রা মা -া । পা ধণা -ধা I পধা -মপা -া । -া -া -া II
ব নে র্ হ রি০ ণ্ আ০ ০০ ০ ০ ০ য়্

II { ধা -া ণা । ধা পা -া I মা রা -মা । রা সা -া I
কি ০ দে খে তু ই ধী রি ০ ধী রি ০

I ধা -সা সা । রা গমা -গা I রা সা -া । -া -া -া } I
চা স্ রে ফি রি০ ০ ফি রি ০ ০ ০ ০

I সা -া সা । সা সা -া I রা -মা -া । পা -া দা I
ব ন্ শি কা রী র্ তী ০ র্ ন ০ হে

I পা -া -া । -া -া -া I না -র্সা না । দা পা -া I
ও ০ ০ ০ ০ ০ ঝ র্ ণা ঝি রি ০

I পা পা -া । -া মা -পা I পা -দা পা । মা জ্ঞা -সা I
ঝি রি ০ ০ ও ০ ঝ র্ ণা ঝি রি ০

: ন সা -া | -া -া -া I { পা পা -র্রা | র্রা র্রা -র্সা I

ঝি রি ০ ০ ০ ০ মা দ ল্ বা জে ০

: র্স র্রা -র্সা | ণধা -পধা -পা I পা -া -া | -া -া -া I

ঈ শা ন্ কো০ ০০ ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

: ণা -পা পা | মা মা -া I পা ধা -ণা | র্সর্রা -র্জর্রা -র্সর্রা I

ঝ ড়্ উ ঠে ছে ০ আ মা র ম০ ০০ ০০

[-া -া]

I র্সা -া -া | -া -া -পা } I { নর্সা -না পা | পা পা -া I

নে ০ ০ ০ ০ ০ সে০ ই তু ফা নে র্

I সা পা -সা | পা পা -া } I পা -া ণা | ধা পধা -পা I

তা লে ০ তা লে ০ না চ্ বি চ প০ ল্

I মগা -রগা -া | রসা -া -া I রা মা -া | পা ধণা -ধা I

পা০ ০০ য় রে০ ০ ০ ব নে র্ হ রি০ ণ্

I পধা -মপা -া | -া -া -া II II

আ০ ০০ ০ ০ ০ য়্

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশী বাজায় কে কদম তলায়
ওলো ললিতে
শুনে সরে না পা পথ চলিতে ॥

তার বাঁশীর ধ্বনি যেন ঝুরে' ঝুরে'
আমারে খোঁজে লো ভুবন ঘুরে'
তার মনের বেদন শত সুরে সুরে
(ওযে) কি যেন চাহে মোরে বলিতে ॥

আছে গোকূল নগর আরো কত নারী
কত রূপবতী বৃন্দাবন-কুমারী
আছে গোকূল নগরে।

কেন আমারি নাম লয়ে বংশীধারী
আসে নিতি নিতি মোরে ছলিতে।
সখী নির্মল কূলে মোর কৃষ্ণ-কালি
কেন লাগালে কালিয়া বনমালী
আমার বুকে দিল তুষের আগুন জ্বালি'
আরো কত জনম যাবে জ্বলিতে ॥

H.M.V. N 9963 ॥ শিল্পী ঃ মৃণালকান্তি ঘোষ ॥ ভাটিয়ালী ॥ তাল ঃ দ্রুত-দাদ্‌রা

ধপা	-া	ধা	র্সা	-া	র্রা	-র্গা	র্রর্গা	-া	-া	-া	-া	-া	[গ]-র্মা	[র্ম]-র্গা	-র্রা	-র্সা
বাঁ০	০	শী	বা	০	জা	য়্	কে০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

-া	-া	-া	-া	[নর্স]-না	[ধন]-ধা	[পধ]-পা	[মপ]-মা	-গা	-া	-া	-া	-া	-া
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

সা সা -রা II {রা -া -পা । পা -া -ধা I পধপা -া -মা । -া -া -া I
বাঁ শী ০ বা ০ ০ জা ০ য় কে০০ ০ ০ ০ ০ ০

I -মা -া -া । -পা -মা -া I গমগা -া রা । -া সা -ণ্া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ক০০ ০ দ ম্ ত ০

I ধ্া -া -া । -া -া -া I সা সা -রা । গমগা -া রসা I
লা ০ ০ ০ ০ য় ও লো ০ ল০০ ০ লি

[-া -া -া]
০ ০ ০

I সরা -সা -া । (সা সা -রা)} I -া -া -া । সা সা -া I
তে ০ ০ বাঁ শি ০ ০ ০ ০ শু নে ০

I {রা -মা রা । -মা -মা -পা I পধা -া -া । -া -া -া I
স ০ রে ০ না ০ পা০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া । -র্সণা -ধপা -া I (পা পা -ণা । ণধা পমা -া I
০ ০ ০ ০০ ০০ ০ প থ ০ চ০ লি ০

I মপা -া স-া । সা সা -া)} I পা পা -ণা । ণধা ধপা -া I
তে০ ০ ০ শু নে ০ প থ ০ চ লি০ ০

I মপা -া -া । -পা -মা -া I গমা -গা রা । -া সা -ণ্া I
তে ০ ০ ০ ০ ০ ক০ ০ দ ম্ ত ০

I ধ্া -া -া । -া -া -া I সা সা -রা । গমগা -া রসা I
লা ০ ০ ০ ০ য় ও লো ০ ল০০ ০ লি

I সরা -সা -া I সা সা -রা II
তে ০ ০ "বাঁ শি ০"

পা -ধা -া II ধা -র্সা র্সা I -া র্সা -া I নর্সা -া -পা I পা ধা -া I
তা ০ র্ বাঁ ০ শী র্ ধ্ব ০ নি০ ০ ০ যে ন ০

I ধা -া -র্রা I র্রা র্গা -র্রা I র্সা -া -া I -া -া -া I
ঝু ০ ০ রে ঝু ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সর্রা I -া র্রা -া I র্রা -া র্রা I -া র্গর্রা -র্সা I
আ ০ মা০ ০ রে ০ খোঁ ০ জে ০ লো০ ০

I র্সা -র্রা র্গা I -র্মা র্গা -র্রা I র্গর্রা -া -র্সা I -া -া -া I
ভু ০ ব ন্ ঘু ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া I -া -া -া I -া -া -া I পা -ধা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তা ০ র্

I {ধা -র্সা র্সা I -র্রা র্রর্সা -া I র্সণা -া -া I ধা পা -া I
ম ০ নে র্ বে ০ দ০ ০ ন্ শ ত ০

[-া -া -া]
০ ০ ০
I পা -ধা ধর্সা I -ণা ধা -া I পা -া -া I পা -ধা -া} I
সু ০ রে০ ০ সু ০ রে ০ ০ তা ০ র্

Dhaka University Institutional Repository

[-মা]

I {পা -ধা ধা | -র্সা র্সা -া I র্ণসা -া ণা | ধা পা -া I
কি ০ যে ০ ন ০ চা০ ০ হে মো রে ০

I (-া -া মা | -পা ধা -পা I গমা -া -া | মা মা -া)} I
০ ০ ব ০ লি ০ তে ০ ০ ও যে ০

I মা -া -পা | ধা -া -পা I পমা -া -া | -পা -মা -া I
ব ০ ০ লি ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

I গা -া গা | -রা সা -া I ণ্ধা -া -া | -া -া -া I
ক ০ দ ম্ ত ০ লা০ ০ ০ ০ ০ য়্

I সা সা -রা | গমগা -া রসা I সরা -সা -া | {সা সা -া I
ও লো ০ ল০০ ০ লি০ তে ০ ০ বাঁ শী ০

I রা -া -পা | পা -া -ধা I পধপা -া -মা} | সা সা -া I
বা ০ ০ জা ০ য়্ কে০০ ০ ০ বাঁ শী ০

I রা -া -পা | পা -া -ধা I ধপা -া -মা | -া -া -া I
বা ০ ০ জা ০ য়্ কে০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | সা সা -া I সা -গা গা I -া রসা -া I
০ ০ ০ আ ছে ০ গো ০ কৃ ল্ ন ০

I সরা -া -া | সা সা -া I রা -মা মা | -পা পধা -পা I
গ০ ০ র্ আ রো ০ ক ০ ত ০ না০ ০

I মা -া -া । মা মা -া I মা -া মা । -ধা ধা -া I
রী ০ ০ ক ত ০ রূ ০ প ০ ব ০

I পধা -র্সণা -া । ধা পা -া I মপা -া -মা । পা পা -ধপা I
তী০ ০০ ০ বৃন্ দা ০ ব০ ০ ন্ কু মা ০০

I মা -া -া । গা সা -রা I [র]গা -া গা । -া রসা -া I
রী ০ ০ আ ছে ০ গো ০ কূ ল্ ন০ ০

I সরা -া -া । সা -া -া I -া -া -া । গা গা -া I
গ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ কে ন ০

[রগা -মা]
I {গা -া পমা । -া গরা -া I রা -া -জ্ঞমজ্ঞা । রা সা -া I
আ ০ মা০ ০ রি০ ০ না ০ ০০ম্ ল' য়ে ০

I ন্া -সা ন্া । -রসা ণ্া -া I ধ্া -া -া । (গা গা -া)} I
ব ঙ্ শী ০০ ধা ০ রী ০ ০ কে ন ০

ধ্া ণ্া -া I {রা' -া রা । -া সা -া I রগা -মা -া । [ম]গা রা -সা I
আ সে ০ নি ০ তি ০ নি ০ তি০ ০ ০ মো রে ০

I (-া -া সা । -রা মজ্ঞা -া I রসা -া -া । ধ্া ণ্া -া)} I
০ ০ ছ্ ০ লি০ ০ তে০ ০ ০ আ সে ০

I সা -া -রা । মজ্ঞা -া -রা I [র]সা -া -া । -া -া -া I
ছ্ ০ ০ লি০ ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I -া -া -া | -া -া -া I -া -া -া | পা পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স খী ০

[র্সা -না ধা -পা পা -ধা]
I {ধা -র্সা র্সা | -া র্সা -া I নর্সা -না ধণা | -ধা পা -া I
নি র্ ম ০ ল ০ কৃ০ ০ লে০ ০ মো র্

I ধা -র্সা র্সা | -া র্সর্রা -র্সা I র্সা -া -া | র্সা র্সা -া I
কৃ ষ্ ণ ০ কা ০ লি ০ ০ কে ন ০

I র্সা -া -র্সা | -র্রা -র্রা -া I (-া -া -া | -া -া -া I
লা ০ গা ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | র্রা র্রা -র্গা I র্সর্রা -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ কা লি ০ য়া০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | র্রা র্রর্গা -র্রা I র্গর্রা -া র্স র্সা | -া -া -া I
০ ০ ০ ব ন০ ০ মা০ ০ লী ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | পা পা -ধা)} I র্রা -া র্রা | -া র্রা -ধা I
০ ০ ০ স খী ০ কা ০ লি ০ য়া ০

Dhaka University Institutional Repository

I ধা -র্সা -র্সা | -র্রা র্রর্গা -া I র্রর্সা -া -া | -া -া -া I
ব ০ ন ০ মা০ ০ লী০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া I -া -া -া | পা পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র্

{ণর্সা -ণা}
I {পা -ধা ধা | -র্সা র্রর্সা -া I র্সণা -া -া | ধা পা -া I
বু ০ কে ০ দি০ ০ ল০ ০ ০ তু ষে র্

I পা -ধা ধা | -ণা ণধা -া I ধপা -া -া | (পা পা -ধা)} I
আ ০ গু ন্ জ্বা ০ লি ০ ০ আ মা র্

{পা -া ধর্সা}
পা পা -া I {পা -ধা ধা | -র্সা র্রর্সা -া I ণর্সা -ণা -া | ধা পা -া I
আ রো ০ ক ০ ত ০ জ ০ ন০ ০ ম্ যা বে ০

I (-া -া মা | -পা পধা -পা I পমা -া -া | পা পা -া)} I
০ ০ জ্ব ০ লি০ ০ তে ০ ০ আ রো ০

I মা -া পা | -পধা -া -পা I পমা -া -া | -া -া -া I
জ্ব ০ লি ০ ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

I গমগা -া রা | -া সা -ণ্া I ধ্া -া -া | -া -া -া I
ক০০ ০ দ ম্ ত ০ লা ০ ০ ০ ০ য়্

I সা সা -রা | গমগা -া রসা I সরা -সা -া | সা সা -রা II II
ও লো ০ ল০০ ০ লি তে ০ ০ "বাঁ শি ০"

Dhaka University Institutional Repository

মহুল গাছে ফুল ফুটেছে নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন
গুনগুনিয়ে ভ্রমর যে গো ভুল করে তোর ভোলালো মন ॥

আওরে গেছে মুখখানি লো পরল বাতাস ফুলের আঁচল
চাঁদের লোভে এলো চকোর মেঘে ঢাকিস নে লো নয়ন ॥

কেশের কাঁটা বিঁধে পাখায় রাখলো যে গো বেঁধে শাখায়
মৌটুসী মৌ মাদক মিশায় কত যে তার নিকট আপন (ও তুই) ॥

H.M.V. N 7309 ॥ শিল্পী ঃ আঙ্গুরবালা ॥ 'মহুয়া' নাটকের গান ॥ তাল ঃ দ্রুত-দাদ্‌রা

পা -া II {পা -া পা | -া পাঃ -মঃ I মা -পা মপা | -ধা পা -া I
ম ০ হু ল্ গা ০ ছে ০ ফু ল্ ফু০ ০ টে ০

I মগা -া -া | -া গা -া I মা পা পা | -া ক্ষা -া I
ছে০ ০ ০ ০ নে ০ শা র্ ঝোঁ ০ কে ০

I পা -া না | -া ধা -া I ধনা -া ধ-া | প-া (পা -া)} I
ঝি ০ মা য়্ প ০ ব০ ন্ ০ ০ ম ০

পা -া I {পা -া ধা | -র্সা র্সা -া I র্সা -া র্সা | -া র্সা -া I
গু ন্ গু ০ নি ০ য়ে ০ ভ্র ০ ম র্ যে ০

I র্সা -র্রা -া | -না না -া I র্সা -া নর্সা | -না ধপা -া I
গো ০ ০ ০ ভু ল্ ক' ০ রে০ ০ তো০ র্

I পা -া ⁿনা | -া ধা -া I (না -া -ধপা | -া (পা -া)} I
ভো ০ লা ০ লো ০ ম ০ ০০ ন্ গু ন্

I {ধনা -পা -া | না না -া I নর্স -র্ -' | না র্সা -া I
ম ন্ ০ ও লো ০ ভু০ ০ ল্ ক ০ ০

I ধা -না -া | ধপা -ক্ষা -া I পা -া ⁿনা | -া ধা -া} I
রে ০ ০ ভো০ ০ র্ ভো ০ লা ০ লো ০

I ধনা পা -া | -া পা -া II
ম ন্ ০ ০ "ম ০"

[-র্রা র্সরা -র্গা র্রা]
পা -া II {ধা -া ধা | -র্সা র্সা -া I র্সা -া র্সা | -া র্সা -া I
আ ও রে ০ গে ০ ছে ০ মু খ্ খা ০ নি ০

[র্সপা -া -া -া]
I র্সর্রা -া -া | -র্সনা না -া I র্সা -া না | ধা পা -া I
লো০ ০ ০ ০০ প র্ ল ০ বা ০ তা স্

I পা -া না | -া ধ -া I নর্সা -নধা -পা | -া (পা -া)} I
ফু ০ লে র্ অ ০ চ০ ০০ ০ ল্ আ ও

পা -া I {পা -া পধপা | -া পক্ষা -া I মা পা -মপা | -ধা পা -া I
চাঁ ০ দে র্ লো০০ ০ ভো০ ০ এ লো ০০ ০ চ ০

I মগা -া -া | -া গা -া I মা -া পা | -া ক্ষা -া I
কো০ ০ ০ র্ মে ০ ঘে ০ ঢা ০ কি স্

I পা -া না । -া ধা -া I নর্সা -নধা -পা । -া (পা -া)} I
নে ০ লো ০ ন ০ য়০ ০০ ০ ন্ চা ০

না না I {নর্সা -র্রা -া । র্সনা র্সা -া I ধনা -র্সনা -া । ধপাঃ -ক্ষাঃ -া I
ও তুই মে০ ০ ০ ঘে ০ ০ ঢা০ ০ ০ কি ০ স্

{-া পা -া}
০ "ম ০"

I পা না -া । -া ধা -া I ধনা -পা -া । (না না -া)} II
নে লো ০ ০ ন ০ য় ০ ন্ ও তু ই

র্সা -া II র্সা -া র্সর্রা । -া র্রা -র্গা I র্সা -র্রা র্সর্রাঃ । -র্গাঃ র্রা -া I
কে ০ শে র্ কাঁ ০ টা ০ বি ০ ধে ০ পা ০

I র্রর্সা -া -া । -পা র্সা -া I র্সা -া না । -র্সা ধা -না I
খা ০ ০ য় রা খ্ ল ০ যে ০ গো ০

I পা -ধা ধা । -র্সা র্সা -া I র্সা -পা -া । -া র্সা -া I
বেঁ ০ ধে ০ শা ০ খা য় ০ ০ কে ০

I র্সা -া র্রা । -া র্রা -র্গা I র্সা -র্রা র্সর্রা । -র্গা র্রা -া I
শে র্ কাঁ ০ টা ০ বি ০ ধে০ ০ পা ০

I র্রর্গা -র্রর্সা -র্সপা । -া র্সা -া I র্সা -া না । -র্সা ধা -না I
খা০ ০০ ০০ য় রা খ্ ল ০ যে ০ গো ০

I পা -ধা ধা । -র্সা র্সা -া I র্সা -পা -া । -া মা -া I
বেঁ ০ ধে ০ শা ০ খা য় ০ ০ মৌ ০

I	{পা	-া	পা	।	-া	ধনা	-া	I	পা	-ধা	ধা	।	-র্সা	না	-া	I	
	টু	০	সী		০	মৌ০	০		মা	০	দ		ক্	মি	০		
I	(ধনা	-ধপা	-া	।	-া	মা	-া)}	I	ধা	-া	-পা	।	-া	-া	-া	I	
	শা০	০০	০		য়	মৌ	০		শা	০	০		০	০	য়		
I	র্সা	-া	-া	।	র্সা	-া	-া	I	না	-র্সা	-া	।	ধা	-না	-া	I	
	ক	০	০		ত	০	০		যে	০	০		তা	০	র্		
I	পা	না	-া	।	-া	ধা	-া	I	না	-পা	-া	।	না	না	-া	I	
	নি	ক	০		ট্	আ	০		প	০	ন্		ও	তু	ই		
I	নর্সা	-র্রা	-া	।	না	-র্সা	-া	I	ধা	-না	-া	।	ধপা	-ক্ষা	-া	I	
	ক০	০	০		ত	০	০		যে	০	০		তা০	০	র্		
I	পা	না	-া	।	-া	ধা	-া	I	না	-পা	-া	।	-া	পা	-া	II	II
	নি	ক	০		ট্	আ	০		প্	০	ন্		০	"ম	০"		

Dhaka University Institutional Repository

মেঘ বরণ কন্যা থাকে
মেঘ্লামতীর দেশে (রে)
সেই দেশে মেঘ জল ঢালিও
তাহার আকুল কেশে
মেঘলামতীর দেশে ॥

তাহার কালো চোখের কাজল
শাওন মেঘের চেয়ে শ্যামল
চাউনীতে তার বিজলী ছড়ায়
চমক বেড়ায় ভেসে (রে)
মেঘলামতীর দেশে ॥

সে ব'সে থাকে পা ডুবিয়ে
ঘুমতী নদীর জলে
কভু দাঁড়িয়ে থাকে ছবির মত
এক্লা তরু তলে (রে)।

কদম ফুলের মালা গেঁথে
ছড়িয়ে সে দেয় ধানের ক্ষেতে
তারে দেখতে পেলে আমার কথা
কইও ভালোবেসে
মেঘলামতীর দেশে ॥

COLUMBIA GE. 2735 ॥ শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ ॥ সুর : চিত্তরায় বি.এস-সি. ॥ লোকগীতি
তাল : কাহার্‌বা

II -া -া সা -া | -গা গা গা -মা I মা -পা পা -া | ধা -না র্সা -না I
০ ০ মে ০ ঘ্ ব র ণ্ ক ন্ ন্যা ০ থা ০ কে ০

I ধপা -ধপা -া মা | গা -রা সা -রা I ধ্া -সা সা -গা | -া গা -সা -রা I
মে০ ০০ ঘ্ লা ম ০ তী র্ দে ০ শে ০ ০ রে ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I গপা -পধপা -া মা । গা -রা সা -রা I ধা -সা সা -া । -া -া -া -া} I
মে০ ০০০ ঘ্ লা ম ০ তী র্ দে ০ শে ০ ০ ০ ০ ০

I -া সা -া সা । গা -া গা -মা I -া মা -পা পা । না -া না -া I
০ সে ই দে শে ০ মে ঘ্ ০ ছ ল্ ছ লি ০ ও ০

I না -র্সা র্সা -র্গা । র্রা -র্সা র্সা -না I ধা -র্সা না -ধা । -পা -মা -গা -মা I
তা ০ হা র্ আ ০ কু ল্ কে ০ শে ০ ০ ০ ০ ০

I পমা -ধপা -া মা । গা -রা সা -রা I ধা -সা সা -গা । -া -া -া -া II
মে০ ০০ ঘ্ লা ম ০ তী র্ দে ০ শে ০ ০ ০ ০ ০

II {-া -া ধা ধা । -ণা ধা পা -া I ধা -র্সা র্সা -া । র্রা -র্গা -র্সর্রা -র্গর্রা I
০ ০ তা হা র্ কা লো ০ চো ০ খে র্ কা ০ ০০ ০০

I র্রা -র্সা -া -া । -া -া -া -া I -া -া র্সা র্রা । -া র্মা র্গা -র্রা I
জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্ ০ শা ও ন্ মে ঘে র্

I র্সা -না ধা -পা । গা -পা -ধা -র্সণা I ণধা -পধা -া -া । -া -া -া -ণা I
চে ০ য়ে ০ শ্যা ০ ০ ০০ ম০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[-পধা -পা] [-া]
I -ণধা -পা -া -া । -া -া -া -গা} I -া ধা -র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -া I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্ ০ চা উ নি তে ০ তা র্

I -া না -র্সা না । ধণা -ধা ধপা -া I -া ধা -র্রা র্রা । র্রা -র্সা র্সা -র্রা I
০ বি জ্ লী ছ০ ০ ড়া র্ ০ চা উ নি তে ০ তা ০

I -না -র্সা -া -া । -া -া -পধা -পা I -া ধা -র্সা র্সা । র্সা -া র্সর্রা -র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ র্ চা উ নি তে ০ তা০ র্

I -া না -র্সা না । ধণা -ধা ^ধপা -া I -া পা পা ণা । ধা -পা পা -মা I
০ বি জ্ লী ছ০ ০ ড়া য় ০ চ ম ক বে ০ ড়া য়্

I মা -পা পা -গা । -া -া -া -া I -া পা পা ণা । ধা -পা পা -মা I
ভে ০ সে ০ ০ ০ ০ ০ ০ চ ম ক বে ০ ড়া য়্

I মা -পা পা -গা । গা -মা -পধা -পা I -া গা -পা মা । গা -রা সা -রা I
ভে ০ সে ০ রে ০ ০০ ০ ০ মে ঘ্ লা ম ০ তী র্

I ধ্া -সা সা -গা । -া -া -া -া II
দে ০ শে ০ ০ ০ ০ ০

সা -া II {সা -রা রা -সা । রা -গা গা -া I ^সরা -া -া গা । গা -সা সা -া I
সে ০ ব' ০ সে ০ থা ০ কে ০ পা ০ ০ ড়ু বি ০ য়ে ০

[পা পা]
ক ভু

I সা -গা -া পা । পা -ঋা পা -ঋা I গা -মা গা -া । -া -া -সা -া} I
ঘু ০ ম্ তী ন ০ দী র্ জ ০ লে ০ ০ ০ সে ০

[নপা]

I {পা ধা ধা -পা । ধা -না না -পা I পা -ধা ধা -না । পধা -পা পা -া} I
দাঁ ড়ি য়ে ০ থা ০ কে ০ ছ ০ বি র্ ম০ ০ ত ০

[-া -া -া -া]
০ ০ ০ ০

I {-া গা -া পা | গমা -গরা সরা -া I ধ্‌ -সা সা -া | (সরা -গরা -সরা-সা)} I
০ এ ক্ লা ত০ ০০ রু০ ০ ত ০ লে ০ রে০ ০০ ০০ ০

I {-া -া ধা ধা | -ণা ধা পা -া I ধ -র্সা র্সা -া | র্রা -র্গা -র্সর্রা -র্গর্রা I
০ ০ ক দ ম্ ফু লে র্ ম ০ ল ০ গে ০ ০০ ০০

I র্রা -র্সা -া -া | -া -া -া -া I র্রা র্রা র্রা র্গা | র্রা -া -া -া I
থে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ছ ড়ি য়ে সে দে ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -র্মর্গা -র্রর্সা -া -া I ধা -র্সা র্সা -া | র্রা -র্গা -র্সর্রা -র্গর্রা I
০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ য় ধা ০ নে র্ ক্ষে ০ ০০ ০০

[পা ধা]
তা রে

I র্রা -র্সা -া -া | -া -া -া -পা} I {-পা ধা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সর্রা -র্সনা I
তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দে খ্ তে পে ০ লে০ ০

I -া না না -র্সা | ধনা -ধা পধা -পা I (-া র্রা -া র্রা | র্রা -র্সা র্সা -র্রা I
০ আ মা র্ ক০ ০ থা০ ০ ০ দে খ্ তে পে ০ লে ০

[পধা]

I -না -র্সা -া -া | -া -পা পা ধা)} I {-া পা -া ণা | ধা -পা পা -মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ তা রে ০ ক ই ও ভা ০ লো ০

[-গা -মা -পধা -পা]
০ ০ ০০ ০

I মা -পা পা -গা | (-া -া গা মা)} I -া গা -পা মা | গা -রা সা -রা I
বে ০ সে ০ ০ ০ তা রে ০ মে ঘ্ লা ম ০ তী র্

Dhaka University Institutional Repository

I	ধ্য	-সা	সা	-া	।	-া	-া	-া	-া	I	-া	-া	সা	-া	।	-গা	গা	গা	-মা	I	
	দে	০	শে	০		০	০	০	০		০	০	মে	০		ঘ্	ব	র	ণ্		
I	মা	-পা	পা	-া	।	ধা	-ণা	-পা	-ধা	I	ধা	-পা	-া	-া	।	-া	-া	-া	-া*	II	II
	ক	ন্	ন্যা	০		থা	০	০	০		কে	০	০	০		০	০	০	০		

---

* গানটি এখানেই শেষ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মেঘলা নিশি-ভোরে মন যে কেমন করে
তারি তরে গো মেঘ বরণ যার কেশ ॥
বুঝি তাহারি লাগি' হয়েছে বৈরাগী
গেরুয়া-রাঙা গিরিমাটির দেশ ॥

মৌরি ফুলের ক্ষেতে, মৌমাছি ওঠে মেতে
এলিয়ে ছিল কেশ কি গো তার
এই পথে সে যেতে।
তার ডাগর চোখের ঝিলিক লেগে
রাত হয়েছে শেষ গো ॥

শিরীষ পাতায় ঝিরি ঝিরি
বাজে নূপুর তারি
সোনাল ডালে দোলে তাহার
কামরাঙা-রঙ্ শাড়ি।

হয়েছে মন ভিখারী
মন-শিকারী আমি
উঠি পাহাড়-চূড়ায়, ঝর্ণা-জলে নামি
কালো পাথর দেখে জাগে
কা'র চোখের আবেশ গো ॥

Hindustan H. 857 ॥ শিল্পী : শচীন দেববর্মণ ॥ পল্লীগীতি ॥ তাল : কাহারবা

II গমাঃ -গঃ -সঋসা সা | সা -া সা -া I ঋসা -া -া -া | সপা -া -া -া I
মে ০ ০০ঘ্ লা নি ০ শি ০ ভো ০ ০ ০ রে০ ০ ০ ০

I ^পদপা-মগা -^গঋগা -ঋা | ^ঋসা সা সা -া I ^নসা -া -া -া | সা -া ^প-া -া I
ম০ ০০ ০০ ন্ যে কে ম ন্ ক ০ ০ ০ রে ০ ০ ০

I মা পা -া পা | পা -া পধা -র্সণা I ণধা -পধা -া পমা | মা -া মাঃ -ঃ I
তা রি ০ ত রে ০ গো০ ০০ মে০ ০০ ঘ্ ব০ র ণ্ যা র্

I গমা -া -া -া | -া -া -সা -া II
কে০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্ ০

II {পা পা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I নর্সা -া -া -ণা | ধপমা -া -া -া I
বু ঝি ০ তা হা ০ রি ০ লা০ ০ ০ ০ গি০০ ০ ০ ০

[-পধা-ণধা]
I পা -া পা -ণা | ণা -া ণা -া I ণধাঃ -পঃ -া -ধণধা | পা -া -া -া} I
হ' ০ য়ে ০ ছে ০ বৈ ০ রা০ ০ ০ ০০০ গি ০ ০ ০

I {পা পা -া দা | ^দপমা -া মসা -া I পা পাঃ -দঃ পা | মাঃ -গঃ ঋগঋা -া I
গে রু ০ য়া রা০ ০ ভা০ ০ গি রি ০ মা টি ০ র০০ ০

I সা -া -া -া | -া -া -া -া} II
দে ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্

II ণা -া -া ণা | ণা -া ণা -মা I ণা -া -া -ধা | ণা -ধা ণা -ধা I
মৌ ০ ০ রী ফু ০ লে র্ ক্ষে ০ ০ ০ তে ০ মৌ ০

I ণা -ধা ধর্সাঃ -পঃ | পা -া পা -া I ^ধপা -া -া -া | পা -া -া -া I
মা ০ ছি০ ০ ও ০ ঠে ০ মে ০ ০ ০ তে ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

I র্রা র্রা -া র্মা | র্গা -া [গ]র্মা -র্রা I র্রা -া -া র্জ্ঞা | [স]র্রা -া র্সা -া I
এ লি ০ য়ে ছি ০ ল ০ কে ০ শ্ কি গো ০ তা র্

I নর্সা -র্রজ্ঞা -া র্রা | র্সা -না দপা -মা I পা -া -া -া | পা -া পা -া I
এ০ ০০ ই প থে ০ সে০ ০ যে ০ ০ ০ তে ০ তা র্

I {সা -রা জ্ঞা -পা | পা -া পা -া I পা -দা পা -দা | পা -দা পা -দা I
ডা ০ গ র্ চো ০ খে র্ ঝি ০ লি ক্ লে ০ গে ০

I গমা -পদা -া দা | দা -া দা -া I [প]মা -গা -সঋা -া | সা -া -া -া} II
রা০ ০০ ত্ হ' য়ে ০ ছে ০ শে ০ ০০ ষ্ গো ০ ০ ০

II [র]জ্ঞা -রা সা -প্া | [প]সা -া সা -া I জ্ঞা -রা জ্ঞা -রা | জ্ঞা -রা জ্ঞা -রা I
শি ০ রী ষ্ পা ০ তা য় ঝি ০ রি ০ ঝি ০ রি ০

I জ্ঞা -রা জ্ঞা -মা | রা -জ্ঞা মা -পা I [র]সা -া -া -প্া | [প]সা -া -া -া I
বা ০ জে ০ নূ ০ পু র্ তা ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

I পা -া [ম]রা -া | পা -া রা -া I রা -গা মা -া | গা -মা পা -া I
সো ০ না ল্ ডা ০ লে ০ দো ০ লে ০ তা ০ হা র্

I রা -গা -মা রা | রা -জ্ঞা রসা -া I [প]সা -া -া -া | সা -া -া -া I
কা ০ ম্ রা ঙা ০ রঙ্ ০ শা ০ ০ ০ ড়ি ০ ০ ০

I [ধ]ণা -ধা পা -মা | পা -ধা [র্স]ণা -া I ধা -পা পা -া | [প]র্সা -া -া -া I
হ' ০ য়ে ০ ছে ০ ম ন্ ভি ০ খা ০ রী ০ ০ ০

I র্রা -া -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া I র্সর্রা -া -া -া র্স | র্সা -া -া -া I

ম ০ ন্ শি কা ০ রী ০ আ ০ ০ ০ মি ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্জ্ঞা -া | র্রা -র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা র্সা I র্রর্সা -া -া -া | র্সা -া -া -া I

উ ০ ঠি ০ পা ০ হা ড়ু চূ ০ ০ ০ ড়া ০ ০ য়্

I নর্সা -র্রর্জ্ঞা -া র্রা | র্রর্সা -না দপা -মা I মপা -া -া -া | পা -া -া -া I

ঝ০ ০০ র্ ণা জ ০ লে০ ০ না ০ ০ ০ মি ০ ০ ০

I ণা -ধা ণা -ধা | ণা -ধা ণা -ধা I ণা -ধা ণা -পা | পা -া পা -া I

কা ০ লো ০ পা ০ থ র্ দে ০ খে ০ জা ০ গে ০

I পমা -পধা -া দা | দা -া দা -া I পমা -গা -সঋা -া | সা -া -া -া II II

কা০ ০০ র্ চো খে র্ আ ০ বে০ ০ ০০ শ্ গো ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

সাপুড়িয়া রে, —
বাজাও বাজাও সাপ-খেলানোর বাঁশী।
কালিদহে ঘোর উঠিল তরঙ্গ রে
কালনাগিনী নাচে বাহিরে আসি' ॥

ফণি-মনসার কাঁটা-কুঞ্জতলে
গোখ্‌রা কেউটে এল দলে দলে রে
সুর শুনে ছুটে এল পাতাল-তলের
বিষধর-বিষধরী রাশি রাশি ॥

শন্‌-শন্‌-শন্‌-শন্‌ পূব-হাওয়াতে
তোমার বাঁশী বাজে বাদলা রাতে
মেঘের ডমরু বাজাও গুরু গুরু
বাঁশীর সাথে।

অঙ্গ জর জর বিষে
বাঁচাও বিষহরি এসে রে
এ কি বাঁশী বাজালে কালা, সর্বনাশী ॥

H.M.V. N.9960 ॥ শিল্পীঃ সীতা দেবী ॥ সুর ঃ কাজী নজরুল ॥ লোক-সঙ্গীত ॥ তাল ঃ কাহার্‌বা

গানের শুরুতে নীচের কথাগুলি সাপুড়েদের মন্ত্র-পড়ার ঢংয়ে আবৃত্তি করা হয়েছে ঃ-

"খা খা খা
তোর বক্ষিলারে খা
তারি দিব্যি ফণাতে তোর যে ঠাকুরের পা'।
বিষহরি শিবের আজ্ঞে, দোহাই মনসা,
আমায় যদি কামড়াস খাস জরু-কারুর হাড়
নাচ নাগিনী ফণা তুলে, নাচ রে হেলেদুলে
মারলে ছোবল বিষদাঁত তোর অমনি নেব তুলে
বাজ তুবরী বাজ ডমরু বাজ,
নাচরে নাগ-রাজ"॥

Dhaka University Institutional Repository

II { সা রা মা পা | পদা -া -া -া I পদা -পমা মা -া | রজ্ঞা -রসা সা -া I
সা পু ড়ি য়া রে০ ০ ০ ০ বা০ ০০ জা ও বা০ ০০ জা ও

I জ্ঞরা -সা জ্ঞরা সা | জ্ঞরা -সা জ্ঞরা -সা I জ্ঞরা -সা -া -া | -া -া -া -া } I
সা০ প্ খে০ লা নো০ র্ বাঁ০ ০ শী০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I { পা -পধা পমা মা | পা -ধা ধর্সা -ণা I ধা ণা ধা পা | ণধা -পা ণধা -পা I
কা ০০ লি০ দ হে ০ ঘো০ র্ উ ঠি ল ত র০ ঙ্ গ০ ০

I ণধা -পা -া -া | -া -া -া -া } I পা -া -দা পা | মা জ্ঞা রা সা I
রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা ০ ল্ না গি নী না চে

I রা জ্ঞা রা সা | জ্ঞরা -সা -া -া II
বা হি রে আ সি০ ০ ০ ০

II { পা ধা ণা র্সা | র্সা -া ণা ধা I ধা -ণা র্সা র্ঋা | র্সা -া -া -া I
ফ ণি ম ন সা র্ কাঁ টা কু ন্ জ ত লে ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্সণা র্সা | -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রজ্ঞা -র্রমা র্মা র্মা | র্জ্ঞরা -র্সা র্জ্ঞরা -র্রা I
গো খ্ রা০ কে উ টে এ ল দ০ ০০ লে দ লে০ ০ রে০ ০

I -র্জ্ঞরা -র্সা -া -া | -া -া -া -া I র্সণধা -পা পা পা | পধা ণধা পমা মা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সু০ র্ শু নে ছু০ টে০ এ০ ল

I পা পা -পদা পা | জ্ঞরা -জ্ঞাঃ -সঃ -া I ণ্া সা গা -া | গা মা পা মা I
পা তা ০ল্ ত লে০ ০ ০ র্ বি ষ ধ র্ বি ষ ধ রী

I মজ্ঞা -মজ্ঞা রা সা | জ্ঞরা -সা -া -া II
রা০ ০০ শি রা শি০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

II { জ্ঞরা -সা জ্ঞরা -সা | জ্ঞরা -সা জ্ঞরা -সা I পমা -পা মজ্ঞা রা | সা -া -া -া } I
শ০ ন্ শ০ ন্ শ০ ন্ শ০ ন্ পূ০ ব্ হাও য়া তে ০ ০ ০

I পা পা -া মা | পা ধা ণা ধা I পা -ধা ণা র্সা | পা -া -া -দা I
তো মা ০ র বাঁ শি বা জে বা দ্ লা রা তে ০ ০ ০

I -পমা -জ্ঞরা -সন্া -সা | { সরা রমা -মপা র্সা I র্সা র্সা র্সা -া | র্সাঃ -মঃ মা -া I
০০ ০০ ০০ ০ মে০ ঘে০ ০০ র ড ম রু ০ বা ০ জা ও

I পা র্সা র্সা র্সা | পা ধা ণা ধা I পা -া -া -া } | পা -ধা ণা র্সা I
গু রু গু রু বাঁ শী র সা থে ০ ০ ০ অ ঙ্ গ জ

I র্সা -া র্সা র্সা | র্সর্ঋাঃ -র্সঃ র্সা -া I -া -া -া -া | -া -া -া -া I
র ০ জ র বি ০ ষে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্সণা -া | র্সা র্রা র্জ্ঞা র্মা I র্জ্ঞর্রা -র্সা র্জ্ঞর্রা -র্সা | র্জ্ঞর্রা -র্সা -া -া I
বাঁ ০ চা০ ও বি ষ হ রি এ০ ০ সে০ ০ রে০ ০ ০ ০

I -া -া -া -া | -া -া -া -া I পা -ধা ণা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ঙ্ গ জ র ০ জ র

I র্সর্ঋাঃ -র্সঃ র্সা -া | -া -া -া -া I র্সা -র্রা র্সণা -া | র্সা র্রা র্জ্ঞা র্মা I
বি ০ ষে ০ ০ ০ ০ ০ বাঁ ০ চা০ ও বি ষ হ রি

I র্জ্ঞর্রা -র্সা র্জ্ঞর্রা -র্সা | র্জ্ঞর্রা -র্সা -া -া I -া -া -া -া | -া -া র্সপা সা I
এ০ ০ সে০ ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ কি

২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

I পা -ধা পমা মা । পা -ধা ণা -র্সা I ণধা -পা ণধা -পা । -ণধা -পা -পা -দা I
বাঁ ০ শী০ বা জা ০ লে ০ কা০ ০ লা০ ০ ০০ ০ ০ ০

I পা -মা জ্ঞা রা । সা -া -া -া II II
স র্ ব না শী ০ ০ ০

পু ঃ সোনার বরণ কন্যা গো, এসো আমার সোনার নায়ে
চল আমার বাড়ী
স্ত্রী ঃ ওরে অচিন দেশের বন্ধুরে,
তুমি ভিন্ গেরামের নাইয়া আমি ভিন্ গেরামের নারী।

পু ঃ গয়না দিব বৈচী খাড়ু শাড়ী ময়নামতীর
স্ত্রী ঃ গয়না দিয়ে মন পাওয়া যায়না কুলবতীর,
পু ঃ শাপলা ফুলের মালা দেব রাঙা রেশমী চুড়ি
স্ত্রী ঃ ঐ মন–ভুলানো জিনিস নিয়ে (বন্ধু) মন কি দিতে পারি ?

পু ঃ (তুমি) কোন্ সে–রতন চাও রে কন্যা, আমি কি তা জানি ?
স্ত্রী ঃ তোমার মনের রাজ্যে আমি হ'তে চাই রাজরাণী
দ্বৈত ঃ হইও সাক্ষী তরুলতা পদ্মা নদীর পানি (আরে ও)
(আজি) কূল ছাড়িয়া দু'টি প্রাণী অকূলে দিল পাড়ি ॥

H.M.V. N 17071 ॥ শিল্পী ঃ ফুল কুমারী ও রতন মাঝি ॥ লোকাঙ্গিক ॥ তাল-ফেরতা ॥

তালছাড়া ঃ

পা	পা	না	না	-র্সা	র্সা	র্সা	র্সর্রা	-া	-া	-া	-া	-র্রর্গা	-র্সর্রা	-র্মা	-া
সো	নার্	ব	ব	ণ্	ক	ন্যা	গো০	০	০	০	০	০০	০০	০	০

-া	-র্মর্গা	-র্গর্রা	-র্রর্সা	-র্সনা	-া	-া	-া	-া	পা	পা	না	না	-র্সা
০	০	০	০	০	০	০	০	০	সো	নার্	ব	র	ণ্

র্সা	র্সা	র্সর্জ্জর্রা	-র্সর্রর্সা	-া	-া	-র্সর্রা	-র্সণা
ক	ন্যা	গো০০	০০০	০	০	০০	০০

দাদ্‌রা ঃ

II {	না	র্সাঃ	-নধঃ	।	ধা	ণাঃ	-ধপঃ	I	পা	ধাঃ	-পঃ	।	মা	গা	-া	I
	এ	সো	০০		আ	মা	০র্		সো	না	র্		না	য়ে	০	
I	গা	মা	-মগা	।	রসা	সা	-া	I	রা	-া	-সা	।	সা	-া	-া	I
	চ	ল	০		আ০	ম	র্		ব	০	০		ড়ী	০	০	
I	(পা	পা	-া	।	না	না	-র্সা	I	র্সা	-া	র্সা	।	র্সর্জ্জা	-র্জ্জা	-র্সর্রা	I
	সো	না	র্		ব	র	ণ্		ক	০	ন্যা		গো০	০	০০	
I	-র্সা	-া	-া	।	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	।	-র্রা	-র্সা	-না)}	I
	০	০	০		০	০	০		০	০	০		০	০	০	
I {	-া	-া	-া	।	সা	সন্া	-া	I	সা	সা	-গা	।	গা	গা	-মা	I
	০	০	০		ও	রে	০		অ	চি	ন্		দে	শে	র	
I	মা	-পা	পা	।	পা	-ধা	-া	I	-া	-া	-া	।	-া	-া	-ণা	I
	ব	ন্	ধু		রে	০	০		০	০	০		০	০	০	
									[-া	-া	-া]					
I	-পধা	-পা	-া	।	-া	-া	-া	I	-ধপা	-মা	-া	।	মা	গা	-া	I
	০০	০	০		০	০	০		০০	০	০		তু	মি	০	
I	গা	-স	পা	।	মা	গা	-া	I	রা	গা	রা	।	সা	ণ্া	-া	I
	ভি	ন্	গে		রা	মে	র্		না	ই	য়া		আ	মি	০	
I	(সা	-া	মা	।	জ্জা	রা	-সা	I	রা	সা	-া	।	-া	-া	-া)}	I
	ভি	ন্	গে		রা	মে	র্		না	রী	০		০	০	০	
I	সা	-সা	মা	।	জ্জমা	-জ্জজ্জা	রসা	I	সরা	সা	-া	।	-া	-া	-া	I
	ভি	ন্	গে		রা০	০০	মের্		না	রী	০		০	০	০	

I { ধা -া র্সণা । ধপা পা -া I ধা -র্সা ণর্সণা । ধপা পা -া I
গ য় না দে০ ব ০ বৈ ০ চী০০ খা০ ড়ু ০

I না না -া । র্সা র্সা -র্রা I না র্সা -া । -া -া -র্সা I
শা ড়ী ০ ময় না ০ ম তী ০ ০ ০ র্

[না]
I পর্সা -া র্সা । র্সা নর্সা -র্রর্সা I র্সা -ণর্সা -ণা । ধা পা -মা I
গ০ য় না দি য়ে০ ০০ ম ০০ ন্ পাও য়া ০

I পা -র্সা র্সা । ণা ধা -ণা I পধা পা -া । -া -া -া} I
যা য় না কৃ ল ০ ব০ তী ০ ০ ০ র্

I { সা -পা পা । পা ধা -ণধা I পা মা -পমা । মা রা -া I
শা প্ লা ফু লে র্ মা লা ০ দে ব ০

I গা গা -মগা । রা সা -রা I ন্‌া সা -া । -া সা -া I
রা ঙা ০০ রেশ্ মী ০ চু ড়ি ০ ০ ঐ ০

I রা -মা মা । মা মা -া I পা পা -ণা । ধা ণা -পা I
ম ন্ ভু লা নো ০ জি নি স্ দি য়ে ০

I পা -না না । র্সা র্রা -র্সা I না র্সা -া । র্সা র্সা -ধা I
ম ন্ কি দি তে ০ পা রি ০ ব ন্ধু ০

I ধা -না না । র্সা র্রা -র্সা I না র্সা -া । -া -া -া } I
ম ন্ কি দি তে ০ পা রি ০ ০ ০ ০

[র্সা] [-ণণা]

I {পর্সা -া না । র্সা নর্সা -র্রা I ণর্সা -ণা া । ধা পমা -া I

কো ন্ সে র ত্ন ন্ চা০ ও রে ক ন্যা ০

[-া -া]

০ ০

I পা পর্সা -ণা । ধা পা -ধা I মা পা -া । -া (পা ধা)} I

আ মি০ ০ কি তা ০ জা নি ০ ০ তু মি

I { পা পা -া । পা পণা -ধা I পধা ধপা মা । গা রা -া I

তো মা র্ ম নে র্ রা০ ০ জ্যে আ মি ০

I গা মা -গা । রা সা -রা I ন্যা সা -া । -া -া -া } I

হ' তে ০ চাই রা জ্ রা ণী ০ ০ ০ ০

কাহারবা ঃ

*I { মা -মা ধা ধনা । নর্সা র্সা র্সা র্সনা I ধা ধা না র্সা । র্সা র্জ্ঞর্রা -র্সা -র্সরা I

হই ও সা ক্ষী০ ত০ রু ল তা০ প দ্মা ন দীর্ পা নি০ ০ ০০

I -নর্সা -া -া -া । (-া র্সা র্সর্রা -া I -া -া -া -া । -া -া -া -র্রর্গা I

০০ ০ ০ ০ ০ আরে ও০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

I -র্সর্রা -র্সা -া -া । র্সনা নধা ধপা পমা) I -া -া -া -া I মা পপা পা পা । পাঃ দঃ পা দপমা I

০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কৃ ল্ছা ড়ি য়া দু টি প্রা ণী০০

[পপা পণা] [মপা পগা গমা পা]

I { পাঃ ণঃ ধণধা পধপা । মপা মগা গা গমা } I গগাঃ মঃ গরা সা । রাঃ -সঃ সা -া II II

অকূ লে দি০০ ল০০ পা০ ড়ি০ আ জি অকূ লে দি০ ল পা ০ ড়ি ০

---

* প্রথমে হইও সাক্ষী....থেকে 'আরে ও' পর্যন্ত পুরুষ কণ্ঠে, পরে বর্জিত অংশ বাদে সবটুকুই দ্বৈত কণ্ঠে গীত।

Dhaka University Institutional Repository

হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল ॥

কুস্‌মী-রঙ শাড়ি, চুড়ি বেলোয়ারি
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল, আমের মুকুল
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল ॥

তির্‌কুট পাহাড়ে শাল-বনের ধারে
বস্‌বে মেলা আজি বিকাল বেলায়,
দলে দলে পথে চলে সকাল হতে
বেদে-বেদিনী নূপুর বেঁধে পায়
যেতে দে ওই পথে বাঁশী শুনে' শুনে' পরান বাউল
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল ॥

[illegible]
কী যে করি ছাই,
খুঁজে এনে দে এনে দে রে সিঁয়া-কূল
নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল ॥

New Theatres Record H. 11779 ॥ নিউ থিয়েটার্স সমবেত-সঙ্গীত ॥ 'সাপুড়ে' ফিল্মের গান
তাল ঃ দ্রুত-দাদ্‌রা

II	{রা	-া	মা	।	-া	রা	-া	I	মা	-া	-পা	।	ধা	-া	-া	I
	হ	০	লু		দ্	গাঁ	০		দা	০	র্		ফু	০	ল্	
I	রা	-া	মা	।	-া	রা	-া	I	মা	-া	-পা	।	ধা	-া	-া	I
	রা	০	ঙা		০	প	০		লা	০	শ্		ফু	০	ল্	

I [illegible] -[illegible] ধণা । -ধা পা -মা I মা -পা পধা । -পা মা -গা I
[illegible] ০ নে০ ০ দে ০ এ ০ নে০ ০ দে ০

I [illegible] -মা -গা । রসা -ণ্ধা -া I ধা -সা -া । -া সা -রা I
ন ই ০ লে০ ০০ ০ বাঁ ধ্ বো ০ না ০

I গা -মা গা । -রা রা -া I রসা -া -া । -া -া -া } II
বাঁ ধ্ বো ০ না ০ চু ০ ০ ০ ০ ল্

II পা -া পা । -া পা -া I ধা -া -া । পা -া -া I
কু স্ মী ০ র ঙ্ শা ০ ০ ড়ী ০ ০

I গা গা -পা । পা পা -া I ধা -া -া । পা -া -া I
চু ড়ি ০ বে লো ০ য়া ০ ০ রী ০ ০

I পা -ধা ধা । -র্সা র্সা -র্রা I র্সণা -া -া । ধা ধপা -া I
কি ০ নে ০ দে ০ হা০ ০ ট্ থে কে০ ০

I পা -ধা পা । -মা মা -া I গা -মা গা । -রা সা -রা I
বা ব্ লা ০ ফু ল্ আ ০ মে র্ মু ০

I র -মা -া । -া -া -া I গা -মা -গা । রসা ণ্ধা -া I
কু ০ ০ ০ ০ ল্ ন ০ ই লে০ ০০ ০

I ধা -[illegible] সা । -া সা -া I সা রা -রা । -মা জ্ঞা -া I
বাঁ ধ্ বো ০ না ০ বাঁ ধ্ বো ০ না ০

I রা -া -া | -া -া -া I সা -রা -সা | ণ্ধা -পা -া I
চু ০ ০ ০ ০ ল্ ন ০ ই লে০ ০ ০

I ধা -সা সা | -া সা -া I সা -রা রমা | -জ্ঞা রজ্ঞা -া I
বাঁ ধ্ বো ০ না ০ বাঁ ধ্ বো০ ০ না০ ০

I রসা -া -া | -া -া পা-া II
চু০ ০ ০ ০ ০ ল্

II { পা -ধা ধা | -র্সা র্সা -া I র্সা -া -া | র্সা -া -া I
তি র্ কৃ ট্ পা ০ হ্ ০ ০ ড়ে ০ ০

I র্সা -র্রা র্রা | -র্গা র্রা -া I র্রর্সা -া -া | র্সা -া -া I
শা ল্ ব ০ নে র্ ধা ০ ০ রে ০ ০

I (-া -া -া | -া -া -র্রর্সা I -ধা -ণা -ধা | -পা -া -া)} I
ওঁ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সর্রা | -র্রা র্রা -া I -র্রা -া র্রা | -র্জ্ঞা র্রা -র্জ্ঞা I
ব স্ বে০ ০ মে ০ লা ০ আ ০ জি ০

I র্রা -র্সা -র্সা | -ধা ধা -পা I ধপা -ক্ষপা -া | -া -া -া I
বি ০ কা ল্ বে ০ লা০ ০০ ০ ০ ০ য়্

I গা -পা গা | -পা পা -া I গা -া -পা | পা পা -া I
দ ০ লে ০ দ ০ লে ০ ০ প থে ০

I [illegible] -ধা ধা | -া ধা -া I ধা -া -ণা | ধা পা -া I
চ ০ লে ০ স ০ কা ০ ল্ হ তে ০

I [illegible] -ধা ধা | -র্সা র্সা -া I র্সণা -া ণা | -া ধপা -া I
রে ০ দে ০ বে ০ দিo ০ নী ০ নূo ০

I পধা -পা -া | মগা -মা -া I পা -া -া | -া -া -া I
পূo ০ র্ বেঁo ধে ০ পা ০ ০ ০ ০ য়্

I পনা -া না | -া না ধা I না -র্সা -া | র্সা র্সা প-া I
যে ০ তে ০ দে ০ ও ই ০ প থে ০

I পা -ধা ধা | -র্সা র্সা -র্রা I র্সণা -া ধা | -পা পা -া I
বাঁ ০ শী ০ শু ০ নেo ০ শু ০ নে ০

I মা -া মা | -গা সা -রা I রা -মা -া | -া -া -া I
প ০ রা ন বা ০ উ ০ ০ ০ ০ ল্

I গা -মা -গা | রসা -ণ্ধা -া I ধা -সা সা | -া সা -রা I
ন ০ ই লেo oo ০ রাঁ ধ্ বো ০ না ০

I [illegible] -মা গা | -রা রা -া I রসা -া -া | -া -া প-া II
হঁ ০ বো ০ না ০ চু ০ ০ ০ ০ ল্

II প[illegible] -[illegible] [illegible] | -ণা ধা -ণা I র্সা -া -না | র্সা -া -া I
প ০ ল র্ মা ০ লা ০ ০ না ০ ই

Dhaka University Institutional Repository

I ধা -র্সা র্সা । -র্রা র্রা -র্জ্ঞা I র্রা -া -র্জ্ঞা । র্রর্সা -া -া I
কি ০ যে ০ ক ০ রি ০ ০ ছা০ ০ ই

*I পা -ধা ধা । -ণা ধা -পা I পা -ধা ধা । -ণা ধা -পা I
খুঁ ০ জে ০ এ ০ নে ০ দে ০ এ ০

[-া -া]
০ ০

I { পা -ধা ধা । -ণা ণা -র্সা I ধা ধা -র্সা । র্সপা (ধা -পা)} I
নে ০ দে ০ রে ০ সিঁ য়া ০ কূল্ এ ০

I গা -মা -গা । রসা -ণ্ধা -া I ধ্া -সা সা । -া সা -া I
ন ০ ই লে০ ০০ ০ বাঁ ধ্ বো ০ না ০

I সা রা রা । -মা জ্ঞা -া I রা -া -া । -া -া -া I
বাঁ ধ্ বো ০ না ০ চু ০ ০ ০ ০ ল্

I সা -রা -সা । ণ্ধ্া -প্া -া I ধ্া -সা সা । -া সা -া I
ন ০ ই লে০ ০ ০ বাঁ ধ্ বো ০ না ০

I সা -রা রমা । -জ্ঞা রজ্ঞা -া I রসা -া -া । -া -া প-া II II
বাঁ ধ্ বো০ ০ না০ ০ চু০ ০ ০ ০ ০ ল্

---

* 'খুঁজে এনে দে . . . . . সিঁয়া কূল্' এই লাইনটি সমবেতভাবে আবৃত্তির ঢঙে বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ওরে নীল যমুনার জল! বল রে মোরে বল
কোথায় ঘন শ্যাম, আমার কৃষ্ণ ঘন শ্যাম।
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম — এলাম ব্রজধাম ॥

তোর কোন কূলে কোন বনের মাঝে
আমার কানুর বেণু বাজে,
আমি কোথায় গেলে শুনতে পাব 'রাধা রাধা' নাম ॥

আমি শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কোথায় বল?
কেন কেউ কহে না কথা, হেরি সবার চোখে জল।
বল্ রে আমার শ্যামল কোথায়
কোন্ মথুরায় কোন্ দ্বারকায় — বল্ যমুনা বল্।
বাজে বৃন্দাবনের কোন্ পথে তাঁর নূপুর অভিরাম ॥

এইচএমভি এন. ৯৭৮৮ ॥ শিল্পী : যূথিকা রায় ॥ তাল : দাদ্‌রা

॥
গা মা II পা -না না | র্সা ধনা -র্সা I র্সনা -র্সা -া | -া -া -া I
ও রে নী ল্ য মু না০ র্ জ০ ০ ০ ল্ ০ ০

I পা -ধা পমা | -া পা ধা I পধা -(র্স)ণা -া | -া -া -া I
ব ল্ রে০ ০ মো রে ব০ ০ ০ ০ ০ ল্

I ণা ধণা -(র্স)র্সা | ণা ণধা -পধা I পা -া -া | -া সা সা I
কো থা০ ০য়্ ঘ ন০ ০০ শ্যা ০ ০ ম্ আ মার্

I সা -রা রা | রগা সরা -গপমা I গমা -রগা -া | -া গা মা II
কৃ ষ্ ণ ঘ০ ন০ ০০০ শ্যা০ ০০ ম্ ০ "ও রে"

পা পা II{ পধা ধাঃ -র্রঃ | র্সা ণা -া I ধা -ণা ধা | পা মগা -রগা I
আ মি ব০ হু ০ আ শা য়্ বু ক্ বেঁ ধে যে০ ০০
[-া -া]
০ ০

I মা পক্ষা -পা | -া পা পা }I মপা না -া | -া না র্সা I
এ লা০ ০ ম্ আ মি এ০ লা ০ ম্ ব্র জ

I নর্সা -র্রর্সা -ণধা | -পমা -গরা -সন্া I সা সা -রা | রগা সরা -গমা I
ধা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ম্ কো থা য়্ ঘ০ ন০ ০০

I গমা -রগা -া | -া গা মা II
শ্যা০ ০০ ০ ম্ "ও রে"

গপা -া II{ পা -র্সা ণা | ধপা মা -গা I সা সা -রা | রা -গা -পমা I
তো র্ কো ন্ কূ লে০ কো ন্ ব নে র্ মা ০ ০০

I গা -া -া | -া -া -া I গা গা -পা | পা পা -া I
ঝে ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র্ কা নু র্

I পধা ধা -র্সা | র্সর্রা র্সর্রা -র্গা I র্সর্রা র্সণা -া | ধা পা -া }I
বে০ ণু ০ বা০ জে০ ০ বে০ ণু০ ০ বা জে ০

I -া -া -া | -া গপা পা I পা ধনা -র্সর্রা | র্সনা র্সা -া I
০ ০ ০ ০ আ মি কো থা০ ০য়্ গে০ লে ০

I রা -ণা ণা | ধা পা -া I পধা পধা -া | -াঃ -পঃ -মা I
শু ন্ তে পা ব ০ রা০ ধা০ ০ ০ ০ ০

I মপা মপা -া | -া -া -া I পধা পমা -া | গা সরা -গা I
রা০ ধা০ ০ ০ ০ ০ রা০ ধা০ ০ রা ধা০ ০

I রা -সা -া | -া -া -া I ণা ধণা -র্সর্রসা | ণা ণধা -পধা I
না ০ ০ ম্ ০ ০ কো থা০ ০য়্ ঘ ন০ ০০

I পা -া -া | -া গা মা II
শ্যা ০ ০ ম্ "ও রে"

গপা পা II{ পা গা -পা | পা ধনা -র্রর্সা I ধনা ধা -া | ধা ধা -া I
আ মি শু ধা ই ব্র জে০ ০র্ ঘ০ রে ০ ঘ রে ০

I গা -া পা | ধাঃ ধনঃ -র্সা I না -ধা -া | -া ধা না I
কৃ ষ্ ণ কো থা য়্ ব ০ ০ ল্ কে ন

I সাঁ -র্রা র্রা | র্রা সর্রা -র্গর্মর্গা I র্রর্গর্রা র্সা -া | -া রা রা I
কে উ ক হে না০ ০০০ ক০০ থা ০ ০ হে রি

I রা রা -ণা | ধা পা -ধপা I ^পমা -া -গা | -রা -া -া }I
স বা র্ চো খে ০০ জ ০ ০ ০ ০ ল্

I{ মা -া পা | না না -র্সা I ধনা পধা -নর্সা | র্সনা র্সা -া I
ব ল্ রে আ মা র্ শ্যা০ ম০ ০ল্ কো০ থা য়্

I সা -র্রা র্রা | রা র্রা -া I র্সর্রা -র্গা র্রা | র্সনা র্সা -া I
কো ন্ ম থু রা য়্ কো০ ন্ দ্বা র০ কা য়্

I পা -ধা পমা | -া পা ধা I (পধা -র্সণা -া | -ধা -পা -া) }I
ব ল্ য০ ০ মু না ব০ ০০ ০ ০ ০ ল্

I পধা -র্সণা -া | -া ণা ণা I{ পণা -র্সর্রা র্রা | র্সর্রা র্সর্রা -া I
ব০ ০০ ০ ল্ বা জে বৃ০ ০ন্ দা ব০ নে০ র্

I ধা -র্সা ণা | ধা পা -া I সা সা -রা | -া রা গা I
কো ন্ প থে তাঁ র্ নূ পু ০ র্ অ ভি

I রা -গা -মা | -পা -ধা -^র্সণা I ণা ধণা -র্সর্রর্সা | ণা ণধা -পধা I
রা ০ ০ ০ ০ ম্ কো থা০ ০০য়্ ঘ ন০ ০০

I পা -া -া | -া (ণা ণা) }I গা মা II II
শ্যা ০ ০ ম্ বা জে "ও রে"

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

সাক্ষাৎকার

নজরুলের লোক সুরের গানের মূল্যায়ণ, ভাব দর্শন, গায়কী ও প্রচার-প্রসার সম্পর্কিত দেশের প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পীদের সাক্ষাৎকার ও আলোচনা গ্রহণ করা হয়। সংক্ষিপ্ত আকারে তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

শিল্পী সোহরাব হোসেন

- চাচা, নজরুলের লোক সংগীতগুলো গাইতে আপনার কেমন লাগে, নজরুলের লোক সংগীত সম্পর্কে কিছু বলুন।
- এখন আর গাইতে পারি না। যখন গাইতে পারতাম তখন ইচ্ছা করতো। আমি ১৯৪৬এ জসীমউদদীনের সাথে, আব্বাস উদ্দীনের সাথে একসাথে কলকাতায় একসাথে থেকেছি। তাদের কাছ থেকে এই ফোক গানই শিখেছি। ফোক গানের বিশেষত্বটাই হলো গায়কী। ঐ আব্বাসউদ্দীনের গায়কি 'নদীর নাম সই অঞ্জনা' (গেয়ে শোনালেন, ভীষণ আবেগের সাথে) নজরুলের মধ্যে এমন কোন গান নেই যে পাইনি কীর্তন, গজল, আধুনিক কোনটা নেই বাবা! নজরুলের সব ধরনের লোক গান গাইতে আমার ভাল লাগে।
- চাচা, লেটো গান সম্বন্ধে কিছু বলেন?
- লেটো গান খুব বেশী জানি না, সেটা উনার ছোট বেলার গান। আর আমি নয় বছর বয়সে সেই গান শুনেছি।

শিল্পী সুধীন দাশ

- কাকা, নজরুলের লোকাঙ্গিক গানগুলোর মধ্যে কোনগুলো আপনাকে আকর্ষণ করে সে সম্বন্ধে কিছু বলুন?
- নজরুল এক অসাধারণ প্রতিভা। গানের এমন কোন পর্যায় নাই যে নজরুলের হাত পড়েনি একবারে উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ, বৈধ হস্তক্ষেপ। এগুলো অবিশ্বাস্য প্রতিভা। একই লোক অল রাউণ্ডার বলে যাকে। শ্যামা সংগীত, ভজন, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি সব কিছু সব্যসাচী তার কোন দিকে কোন ঘাটতি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটা জিনিস আমি দেখি উনার ফোক সংগীতের মধ্যে কিন্তু পুরাপুরি যে একবারে সেই যে একদম পল্লীর সেই আদি অকৃত্রিম পল্লী সংগীত বলতে আমরা যা বুঝি তা তো আছেই তার সঙ্গে আরেকটা আধুনিকতার মাত্রা যোগ হয়েছে যার কারণেই তাঁর পল্লীগীতিগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় :

'গাছের তলে ছায়া আছে ... ...'

'কত নিদ্রা যাও রে ... ...'

জাগো জাগো একটুখানি (গেয়ে শোনালেন) – এই যে আধুনিকতার ছাপ অর্থাৎ পল্লী ঢং-এর মধ্যে আধুনিকতার মিশ্রণ পাই তাঁর গানে। আবার দেখ (গেয়ে শোনালেন) –

'বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে আকাশের তারা
পৃথিবীর ফুল গণি ....'

আধুনিকের মধ্যে পুরোপুরি পল্লীর ভাব। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এটা এক নজরুলের দ্বারাই সম্ভব। বাউল গানগুলো, গেরুয়া রঙ মাঠে, বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু আমি সুর শুনে তার বাউল হয়ে এনু, আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল (গেয়ে শোনালেন) কাজেই বাউল বলো, লোক গীতি বলো, পল্লীগীতি বলো, সেই সঙ্গে সাঁওতালদের ঝুমুর গান, 'সাপুড়ে' সিমেনায় গান রচনার জন্য যে ঝাপানদের জিনিস নিয়ে এসেছে ... সে যে কি জিনিস আর হবে না! এই গানগুলি পুরোপুরিই তাঁর গান।

- কাকা, লোটো গান সম্বন্ধে কিছু বলেন।

এই গানগুলো আসলে পাওয়া টাওয়া যায় না, বাণী পাওয়া যায়, সুর পাওয়া যায় না। চুরুলিয়ার বর্ধমানে লেটো দলে গোদা কবি হিসাবে তিনি অনেক গান লিখেছেন।

- বর্তমান প্রজন্ম নজরুলের ফোক গানগুলো গাইছে না কেন? আপনার বক্তব্য কি?

গাইছে না কেন? এটার জবাব, আমাদের দেশের যে শিল্পী তাদের প্রবণতা হচ্ছে নজরুলের গানকে একটা 'বৈঠকি' মেজাজে গাওয়া। তারা আসর জমাইতে চায় কিন্তু সত্যিকারের নজরুলকে প্রকাশ করতে গেলে যে নজরুলের বহুমুখী প্রতিভা তাকে তুলে ধরতে হবে। যে গান গাইছে সে আধুনিক গানের মধ্যে 'হা' 'হু' কইরা আলাপ বিস্তার করণের চেষ্টা করে। নজরুলের গান গাইতে হলে একটা রাগের আলাপ করতে হবে, আসল রাগের সাথে মিল না থাকুক এই প্রবণতা এবং আরেকটি কথা সেটা আমি সব

Dhaka University Institutional Repository

সময় বলি, যে আমাদের করুই আমরা যারা নজরুলকে ভাঙ্গাইয়া খাই, আমাদের নজরুলের প্রতি সেই আন্তরিকতা নাই। সেই শ্রদ্ধাবোধ নাই। নজরুলকে জানতে হলে, তিন হাজার চার হাজার গান গাল-গপ্প করি, তার কয়টা গান আমরা গাই? এক নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে আমরা এক হাজার গান হাতের কাছে পাই স্বরলিপি করা হয়েছে ৩২ খণ্ড, সিডি বের করে দেয়া হয়েছে প্রায় ৪-৫ শো অরজিনাল গানের, তাইলে গানের কিসের অভাব? কেন সেই বান্ধা ধরা যে কতগুলো গান, তার মধ্যে আবার এমন একটা ব্যরাম হচ্ছে অপ্রচলিত গান শোনা, উচ্চাঙ্গ গানের বেইস না থাকলেও ... নজরুলের এই অনবদ্য ফোক গানগুলো। এজন্য শিল্পীদের আরো আন্তরিক হতে হবে।

ধন্যবাদ – কাকা।

শিল্পী মোস্তাফা জামান আব্বাসী

- একজন লোকশিল্পী এবং নজরুল শিল্পী হিসাবে নজরুলের লোক সংগীতকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?
- আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে যা মনে হয়েছে নজরুল লোক সুরের ক্ষেত্রে কোন ব্যাপক অভিনবত্ব না এনে অরিজিনাল সুরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যে জিনিসটা তিনি নতুন সংযোজন করেছেন তা হলো কাব্যিক মনন। আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই যারা ঐ গানগুলো রচনা করেন তা সাধারণ মাঝি কিংবা গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের অবসর, অলস মুহূর্তের গান গাইছেন। কবি এই ভাব দর্শন তাঁর রচনায় প্রয়োগ করেছেন। আমার আব্বার গাওয়া 'নদীর নাম সই মাছুয়া...' থেকে রচনা করেন 'নদীর নাম সই অঞ্জনা' – একই সুর কিন্তু কি ব্যঞ্জনা! কি কবিত্ব! কি মাধুর্য! কি সুষমা! ঠিক তেমনি 'কুচ রবণ কন্যা রে তোর...' কি অপূর্ব গান। কত সুন্দরভাবে গানটি অলংকৃত করেছেন।
- স্যার, গায়কী সম্পর্কে কিছু বলেন?
- সুর ও বাণীর মধ্যে অবগাহন করতে হবে। শুধু স্বরলিপি স্বর সহযোগে গাইলে চলবে না। মিশে যেতে হবে গানের কাব্য ও সুরে। সংগীতকে ভালবাসতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী ফেরদৌসী রহমান

- নজরুল তো সব ধরনের সব পর্যায়ের গান লিখেছেন। তারমধ্যে লোকাঙ্গিক গানের ধারাতে প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ দেখতে পাই। একজন বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং ফোক শিল্পী হিসাবে জানতে চাইবো নজরুলের লোক আঙ্গিকের কোন গানগুলো আপনাকে বেশী আকর্ষণ করে, গাইতে ভাল লাগে, বলবেন প্লিজ? কোন ভাব দর্শন, বৈচিত্র?

- আসলে সত্যি কথাই নজরুল এমন কোন ধরনের গান নাই যা তিনি লিখেছেন। আমি সব সময় বলি যে, নজরুল সংগীত গাইলে যে কোন ধারার গান হয়ে যায়। কারণ ধ্রুপদ আছে, ঠুমরী আছে, খেয়াল আছে, গজল আছে, প্রেম সঙ্গীত আছে, হাসির গান আছে, দেশাত্ববোধক আছে, ইসলামী গান আছে, হামদ, নাত, মারসিয়া গান, হেন রকম তার মধ্যে পল্লীগীতি উনি ছাড়েন নি। তোমরা জান কিনা জানি না যে, এক সময় তো আব্বার নজরুল ইসলামের সাথে একটা অদ্ভুত সখ্যতা ছিল। যদিও আব্বা খুবই উনাকে মেনে চলতেন কাজিদা বলতেন, যখন আব্বা নর্থ বেঙ্গল থেকে ভাওয়াইয়া এসে গাইতে শুরু করলেন সে সময় নজরুল এই গানের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি বলতে গেলে উদ্বুদ্ধ হলেন ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি লিখতে। উনি আব্বাকে বলতেন, 'আব্বাস ঐ গানটা করো তো, ... আচ্ছা আবার গাও, এরকম করে করে নদীর নাম সই অঞ্জনা লিখে ফেললেন বললেন, এবার আমারটা গাও। তখন দেখা গেল ছোট বেলা থেকেই আমরা গাইছি, আব্বার কাছ থেকে শিখেছি, ওটা অসম্ভবই ভাল লাগে এবং শুধু ভাওয়াইয়া বলে না, গানের বাণী খুবই চমৎকার – 'নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে খঞ্জনা' কি সুন্দর। তাছাড়া 'পদ্মার ঢেউরে..' গানটি এমন একটা সময় ছিল পূর্ব পাকিস্তান বলবো, সেসময় প্রথমে গানটি গাই নজরুলের জন্মতিথির একটা অনুষ্ঠানে এবং তখনই মনে প্রচণ্ড আলোড়ন প্রথম গাওয়াতে। তখনকার অনুষ্ঠান সমালোচনায় অলোচিত হয়েছিল একজনেরই পারফরমেন্স ভাল হয়েছে ফেরদৌসীর গান। যেহেতু গানটা আমাকে প্রচণ্ডভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিল সেহেতু আমিও বোধহয় গানটা প্রাণ ঢেলে গাইতে পেরেছিলাম। গানটা একচুয়ালি শচীনদেব বর্মনই প্রথম গেয়েছেন এবং এই গানটা সত্যকথা বলতে কি আব্বার গাওয়ার কথা ছিল, তবে গানটা শুনে উনার (শচীনদেব)

Dhaka University Institutional Repository

ভাল লেগেছে বিধান আব্বার কাছে গিয়ে বলছেন, আব্বাস আমি এই গানটা গাইতে চাই, ঠিক আছে আপনি করেন তখন উনি এই গানটা রেকর্ড করেন। পরবর্তীকালে এই গানটা উর্দুতে ট্রান্সলেট করা হয়েছিল 'পদ্মা কি মওজো ...'।

- আপা উর্দু গানটি কে গেয়েছিলো?
- আমি! এটা লেখাই হয়েছিল আমার জন্যে। যখন তোমার পূর্ব পাকিস্তানে সমস্ত ঐ পাকিস্তানের পার্লামেন্টে সব বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট হলে বিরাট অনুষ্ঠানে তিল ধারণের ঠাঁই নাই আর সমস্ত পার্লামেন্টের ব্যক্তিবর্গ, তখন আমি পদ্মার ঢেউরে গাইলাম, তারপর সেই পদ্মা কি মওজো ... শুরু করলাম। তখন দেখি সবাই ওরা চোখ বড় বড় করে তাকালো এবং তারপর থেকে এই গান পাকিস্তানে ...এখনকার পাকিস্তান, যতবার গেছি ততবারই এই গান আমাকে গাইতে হয়েছে, একবার না দু'বার তিনবার করে গাইতে হয়েছে।
- আপা গানটা অনুবাদ কে করেছিলেন?
- ট্রান্সলেট করেছিলেন আমারই ওস্তাদ ইউসুফ খান কোরয়েসী। একদম পুরো গান সেম সুর শুধু কথাটা চেঞ্জ হয়েছিল। যখন এই গানটা খুব জনপ্রিয় হলো সফল হলো তখন উনি 'চোখ গেল চোখ গেল পাখি' এটাও কিন্তু শচীন দেবের গাওয়া। আমরা সবাই গাইতাম। 'ন্যানগা ন্যানগা পাঞ্জিরে' উনি এটার ট্রান্সলেট করলেন এবং অনেকগুলো গানের ট্রান্সলেট করেছিলেন। সেটার একটাই ছিল যে নজরুলকে ঐ পারে পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রোতাদের কাছে নজরুলের নামটা তারা জানলো, নজরুল তো তখন জাতীয় কবি না, বাংলাদেশ হওয়ার পরে নজরুল আমাদের জাতীয় কবি হন। সেই সময় এই পদ্মার ঢেউ গেয়েই নজরুল জনপ্রিয় হয়েছিল। আর এছাড়া নজরুলের আরো অনেক পল্লী সংগীত গেয়েছি, সুধীন দা'র কাছ থেকে শিখে নিয়ে উনি তো ভাল স্বরলিপি জানেন যেচে যেচে আমি আরো পল্লী সংগীত শিখেছিলাম, ইসলামী গান পল্লী সুরের ঐ গানটা 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি তোরে নিয়ে যারে মদিনায়' (গেয়ে শোনালেন) একসময় গাইতাম খুব। ঝুমুর আমি কম গেয়েছি। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়াই আমার বেশী গাওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- বর্তমান প্রজন্ম নজরুলের ফোক গানটা প্রচার প্রসারে এগিয়ে আসছে না কেন?
- একটাই কারণ, আমরা বেশী সেভাবে গাইনি বলে, আমরা পদ্মার ঢেউরে গেয়েছি, সবাই পদ্মার ঢেউরে গাইছে, বললাম একেকটা গান পুনরুজীবিত হয় বুঝলে, যেমন শচীনদেব বর্মন গেয়েছেন অনেক দিন আর কেউ গায়নি। তারপর আমি যখন আবার গাইলাম, সবাই মনে করলো আরে এটা তো একটা গান ছিল, 'নদীর নাম সই অঞ্জনা' আব্বা গেয়ে গেছেন তারপর আমরা যখন গাইলাম তখন আব্বা এনাফ ভাল গেয়েছে তখন আব্বারই ওটা মেইন গান ছিল তারপর আমরা এতদিন গেয়ে চলেছি ওটা আমার বাচাই, আমার বোনরা গাচ্ছে তখন ওটা আবার নাসিদ গাইছে ওটা আবার পুনরুজীবিত থাকছে কিন্তু নতুন যেমন আমি সুধীন দাকে ধরে আরো কয়েকটা ফোক তুলেছি বুঝলে, কেন যেন কথা মনে আসছে না এই মুহূর্তে সেগুলো গেয়েছি সেগুলো যদি আরো বেশী বেশী গাইতাম তাহলে ওগুলো লোকে শুনে আবার গাইতো। ফোক তো সবাই গায় না, মেইনলি 'আ' করে শুরু করবে ওরা কিছুতেই 'আ' ছাড়তে পারে না, নজরুল অর্থ যে 'আ' না এমন না যে তুমি নজরুলের রাগাশ্রয়ী গান গাইছো।

শিল্পী ফেরদৌস আরা

- একজন নজরুল সংগীত শিল্পী হিসেবে লোক সুরের গানগুলোকে আপনার কেমন লাগে এবং গানগুলোকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ণ করবেন?
- নজরুলের যে লোকগানের যে বৈচিত্র্য তার তুলনা নেই। লোকগানগুলো আমাদের মাটির গান, শিকড়ের গান। প্রতিটি উৎসব-পার্বন বিয়ে-সাদী থেকে শুরু দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। যে গানের আশ্রয়ে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত সজীব হয়ে ওঠে। নজরুলের লোক সুরের গানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।
- নজরুলের লোকগানের বাণী ও সুর বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলুন?
- নজরুল মরমের কবি, পল্লী কবি – তাঁর গানের বাণীর যে ভাব-দর্শন, সুরের যে মাধুর্য তা অসাধারণ। দেখ এই গানটি :

  'তোর রূপে সই গাহন করে জুড়িয়ে গেল গা ...
  তোর চরণের আলতা লেগে পরাণ আমার উঠলে রেঙে
  <u>বাউরি কেশের বিনুনীতে জড়িয়ে গেল পা'</u>

Dhaka University Institutional Repository

দেখ, কত সরলভাবে সরল হৃদয়ের ভালবাসার কথা সুন্দর একটা উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিল। আবার দেখ,

'... শুক তারারই সতিনী তুই সন্ধ্যা তারার জা'

আহা রে! কি সুন্দর কাব্য! শুকতারা আর সন্ধ্যা তারা একজন আরেক জনের জা'। এই সরল উপমা এই গানগুলো প্রাণে ঢুকে যায়। এই অনবদ্য গানগুলো গাইতে আমি খুব স্বাচ্ছন্দ বোধ করি।

- আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের লোকসুরের গানের প্রচার কতটুকু?
- এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলি, বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী মাধ্যমে উজবেকিস্তানের ইউ.এন. আর্গানাইজেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের ফোক গানের উপর একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বাইশটি রাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র আমিই অংশগ্রহণ করি। সেখানে আমি নজরুলের 'পদ্মার ঢেউ রে...' গানটি পরিবেশন করে প্রথম পুরস্কারটি ছিনিয়ে আনি। এটা আমি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে লোক সুরের প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা বলে আমি মনে করি।

শিল্পী ফাতেমাতুজ জোহরা

- একজন নজরুল সংগীত শিল্পী হিসেবে লোক সুরের গানগুলোকে কিভাবে মূল্যায়ণ করবেন?
- ধন্যবাদ। নজরুলের যে ফোক গানগুলো আছে সেটা বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে মজার বিষয় যে, আমাদের দেশের সামগ্রিকভাবে ফোকে অনেকগুলো রঙ আছে, বর্ণ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে সেটার মধ্যে মারফতী, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, বাউল, দেহতত্ত্ব, লোটোগান থেকে ঝুমুর পর্যন্ত অনেকগুলো পর্যায়ের গান। এরমধ্যে নজরুলের ফোক গানগুলো যখন আসলো, দেখলাম, আমাদের দেশের ফোকের সঙ্গে নজরুল বাণী ও সুর মিলিয়ে আর একটা কালার চলে এসেছে। আমার কাছে এ ব্যাপারটা খুব অ্যামেজিং। আমাদের দেশের ট্রাডিশনাল ভাওয়াইয়া সুরের রঙের সাথে রঙ ধরিয়ে নতুন আঙ্গিকে সৃষ্টি করলেন 'নদীর

Dhaka University Institutional Repository

নাম সই অঞ্জনা'। যেমন সবুজের সঙ্গে হলুদ মিশলে একটা অন্য এক সবুজের সৃষ্টি হয়। এভাবেই নজরুল এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মিশিয়ে এক একটি নতুন রঙ সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশের গ্রাম বাংলার গানগুলোর মধ্যে রাগের তুলির ছোঁয়াটা উহ্য রেখেই গানটা পাশ কাটিয়ে চলে যায় এতে রাগের ছায়া কখনো পড়ে–কখনো পড়ে না। কিন্তু নজরুলের লোকাঙ্গিক গানে রাগের তুলিটি ইচ্ছাকৃতভাবে একটু প্রলেপ দিয়ে আসে – এটাই পার্থক্য।

নজরুলের লোকসুরের গানগুলিতে দেখতে পাই গানের বাণী ও সুরের গভীরতা অনেক বেশী। ঝুমুরের গানে দেখ, প্যাটার্ণ এক কিন্তু রঙের কত বৈচিত্র্যতা। সাঁওতালদের বিখ্যাত ঝুমুর গান,

তু লাল পাহাড়ের দেশে যা
ইথাক তুকে মানাই চেলাই গো
ইক্কেবারে মানাই চেলাই গো .....

এর সাথে দেখ, নজরুলের 'নাচের নেশার ঘোর লেগেছে...' গানটার কেমন মিল। শুধু ঐ যে বললাম রাগের তুলিটার ছোঁয়া।

- আপা নজরুলের লোক আঙ্গিকের গানের গায়কী তো অনেক বড় একটা ব্যাপার সে প্রসঙ্গে কিছু বলেন।
- অবশ্যই গায়কী অনেক বড় একটা ব্যাপার। আমি গান করার আগে গানটা সম্পর্কে অনেক ভাবি। বিশেষ করে উচ্চারণ, শব্দ প্রক্ষেপণ সম্বন্ধে অনেক সচেতন থাকার চেষ্টা করি। নজরুলের ফোক গান গাইতেও ক্ল্যাসিক্যাল বেইস ও তালের উপর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।
- বর্তমান প্রজন্ম নজরুলের ফোক গান গাইছে না কেন?
- আসলে নজরুলের গান গাইতে হলে সংগীতের ব্যাকরণ বা ক্লাসিক্যাল জানতে হবে, গায়কী জানতে হবে, সে বিষয়ে বর্তমান প্রজন্ম সে ব্যাপারটিকে অবহেলা করছে–অবহেলা বলব এ কারণে যে, এটা তারা কনসিয়াসলি করছে, খানিকটা অজ্ঞতা কিছুটা অনিহা কাজ করে। যার কারণে তারা নজরুলের গান গাইতে সাহস পাচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল

- নজরুলের লোক সুরের গানগুলো গইতে আপনার কেমন লাগে? কোন দিকটা আপনার কাছে আকর্ষণীয়? শিল্পী হিসাবে আপনি কিভাবে লোক সংগীতের মূল্যায়ন করবেন?
- লোক সংগীতের ব্যাপারটা বলতে পারি প্রথমে রবীন্দ্রনাথ অতুল প্রসাদের গানে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রধানত বাউল গানের ব্যবহারটা বেশী ছিল। নজরুলের গানের ক্ষেত্রে আমাদের যে একটা ধারণা ছিল যে, একদিকে রাগ সংগীত আর একদিকে কাব্য-সংগীত, গজল কিন্তু পাশাপাশি নজরুলের উপর যখন গবেষণা শুরু করলাম দেখলাম যে, বাংলার পল্লীর ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি রচনার পাশাপাশি আঞ্চলিক গান ঝুমুর রচনা করেছেন। জুম চাষ করা, পাহাড়ের মধ্যে চাষ করা সম্প্রদায়ের যে সুর সেই সুরকে তিনি অনুসরণ করেছেন। বিশেষ করে তাল, লয়, ছন্দের যে একটা ব্যাপার সেটাতে তিনি নিয়ে এসেছেন। এসব গান আমর গাইছি বটে কিন্তু আমি আমার শিল্পী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করেছি যে তাঁর ভাটিয়ালি সুর মানুষকে বেশী নাড়া দেয়। এর যে সহজ সরল সুর সেটার মধ্যে একটা মিষ্টতা আছে। এত গানের মধ্যে আমার গাওয়া একটা ভাটিয়ালি গান 'পদ্মার ঢেউ রে...' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছে – বিশেষ করে যাদের কোন সাঙ্গীতিক শিক্ষা নাই তাদের মধ্যে, খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে, মাঠে কাজ করা মানুষের মধ্যে অর্থাৎ সব স্তরের মানুষের মধ্যে ভাটিয়ালির মিষ্টি যে সুরের একটা ব্যাপার আছে তা আলোড়ন তুলে। গানটি তো অসাধারণ। এ গানটা গাইতে আমার খুব ভাল লাগে।
- বর্তমান প্রজন্ম নজরুলের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসুরের গানগুলো গাইছে না কেন?
- আমি লক্ষ্য করে দেখেছি বর্তমান প্রজন্ম খুব চঞ্চল, অস্থিরতার মধ্যে থাকে। নজরুলের গান তো ঐভাবে গাওয়া যায় না। যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। নজরুলের গান গাইতে হলে আরো আন্তরিক হতে হবে।
- ধন্যবাদ আপনাকে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী লীনা তাপসী খান

- নজরুলের লোক সুরের গানগুলো গইতে আপনার কেমন লাগে? কোন দিকটা আপনার কাছে আকর্ষণীয়?
- ধন্যবাদ মায়া। একজন নজরুলের ভক্ত হিসাবে, নজরুলের সাধক হিসাবে আমার এনালাইসিস হচ্ছে, নজরুলের সব ধরনের গানের চর্চা করি। নজরুল তো পরিপূর্ণ সংগীত স্রষ্টা–সংগীতে কোন দিকটাই বাদ দেন নি। এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর আমার কাছে যে, উনি যে ফোকটাকে এই পল্লী সংগীত বা আঞ্চলিক সঙ্গীত বলো বা বাউল অঙ্গ বলো এগুলোর মাধ্যম যে বিভিন্ন ধারাটা যে বাদ দিয়ে যাননি, এমনকি ভাওয়াইয়াটাও আব্বাস উদ্দীনকে দিয়ে 'নদীর নাম সই কচুয়া মাছ ধরে মাছুয়া' সেই গানটিকে কপি করে 'নদীর নাম সই অঞ্জনা ... ...' সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করলেন। আবার ভাটিয়ালি পদ্মার ঢেউরে বা ঝুমুর অঙ্গের গান বা সাঁওতালি পুরো আঞ্চলিক একটা গান অর্থাৎ বিভিন্ন ধারার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যত আছে নাড়ী নক্ষত্র পর্যন্ত গেছেন। ইভেন লেটো গানও করেছেন। লেটো গান দিয়ে তো উনার জীবন শুরু। সেটা তো কবিগান, লেটো গানের মধ্যে সুরের বৈচিত্র্য এতটা নেই। কিন্তু অন্যান্য গানগুলো গাইতে গেলে আমার সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে যে, উনার লোকসুর কিন্তু গতানুগতিক লোকসুর না। কোথায় যেন একটা আধুনিকতা আছে। এটাই আমার কাছে বিস্ময়কর লাগে। যেমন ধর ঐ গানটা 'ও বন্ধু দেখলে তোমায় বুকের মাঝে' (গেয়ে শোনালেন) এই গানের কাজটা তুমি কোন ফোকের মধ্যে পাবে না – মানে এই ধরনের গাড়িয়ে গড়িয়ে র্সনধ, নধপ, ধপম এই যে অলংকারটা এইভাবে যে নামটা এটা অসাধারণ।
- তার মনে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, ফোক গানে উনি ক্লাসিক্যালটাও নিয়ে এসেছেন?
- কোথায় যেন একটা শুধু ক্লাসিক্যাল আমি বলব না বলবো আধুনিকতা বা ফিউশন বলো। যে মিশ্রণ উনি করেছেন তা একটা ট্রিপিক্যাল একটা টিউন নিয়ে যে ভাটিয়ালি করলাম বা ভাওয়াইয়া করে ছেড়ে দিলাম সেটা নাই। এই যে বৈচিত্র্য এবং এই যে মনের মধ্যে উনার একটা মিশ্রণ সেটার সমন্বয় এমনভাবে করেছেন যে তোমার আর

নতুন করে কিছু গ্যাপ লাগছে না বা নতুন করে তোমার কাছে ধাক্কা খাচ্ছে না এখানে এটা কি দরকার ছিল? মনে হচ্ছে বাহ!

আর ফোক গান তো আমাদের মাটির গান। এটা নজরুলই হোক আর যেই হোক এটাা অন্যভাবে কাছে টানে আমাদেরকে। গান গাইতে অসম্ভব ভাল লাগে নজরুলের সব গান গাইতেই ভাল লাগে তবে ফোক তো একটা মাটির গান ঐটার উপর একটা টান লাগে এটা যেন মনে হয় আমার দাদা, আমার দাদি, ফুফু ওদেরকে মনে করিয়ে দেয়। অটোমেটিক্যাল যেমন মানুষ বড় হতে থাকলে যত বুড়ো হতে থাকে তত মাটির কথা মনে পড়ে। ঠিক ওরকমই ফোকটা হচ্ছে আমার কাছে আকর্ষণ। ওটা যখনই গাই মনে হয় মাটির গন্ধটা আসে।

নজরুলের গান গাইতে আরেকটি উপলব্ধি আমার ভাল লাগে, আমি যে কোন গান গাইতে অভ্যস্ত, নজরুল আমাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। আধুনিক যখন গাইছি তখন মনে হয় রোমান্টিক আধুনিক গাইছি, ক্ল্যাসিক্যাল যখন গাইছি তখন মনে হচ্ছে আমি পিওর 'ফৈয়াজ খা'র বন্দিশই করছি। তারপর আবার যখন ফোক গাইছি মনে হচ্ছে আমি আব্বাস উদ্দীনের ভাওয়াইয়া গাইছি – এই যে ফিলিংস-টা এটা যে বিভিন্ন ধরনের ভেরিয়েশন। নজরুলের শিল্পী – একটা বিশাল সমন্বয়।

- আপা নজরুলের শুরুটা হয়েছিল তো ফোক গান দিয়ে, লেটোগান দিয়ে। এই গানগুলো তো আমরা কোথাও শুনতে পাই না, কোন শিল্পী এ ধরনের গান কখনই পরিবেশন করেন না কেন?
- এটা আসলে দোষারোপ করা যায় না। এটার নোটেশন নাই, রেকর্ড নাই, ১টা বা ২টা পাওয়া যায় এবং সেটা হয়তো অতটা ভাল লাগে না, লেটোর গানগুলো অত অকর্ষণীয় না, ওগুলো তো উনার একদম ছোট বেলার গান ১২/১৩ বছর বয়সের গান। গানগুলো ক্রিটিক্যাল এবং গানগুলো হয়তো আমাদের ক্যারেক্টারের সাথে যায় না। এক্সপেরিমেন্টালি কোন অনুষ্ঠানে গাওয়া যায় কিন্তু নরমাল একটা অনুষ্ঠানে বা সন্ধ্যা মালতীতে গাইতে পারবে না, ভাল লাগবে না সেই কারণেই গানগুলো প্রচলিত হচ্ছে না। নজরুলের গানের একটা কষ্টকর দিক যে, অনেক গান পাওয়া যায় কিন্তু সুর পাওয়া যাচ্ছে না, যে কারণে অনেক গান আমরা করতে পারছি না।

Dhaka University Institutional Repository

- আপা আপনার নজরুলের লোক সুরের গানের মধ্যে কোন ধরনের গান গাইতে বেশী ভাল লাগে? কোন দিকটা বেশি আকর্ষণ করে?

- আমার কাছে ভাটিয়ালি গাইতে বেশী মজা লাগে – ভাটিয়ালিগুলো অসাধারণ। ঝুমুরের ধাক্কা দেয়া সুরগুলোও খুব ভাল লাগে। আর ঝুমুর অঙ্গের গানগুলো তবলার যে একটা আলাদা বাদন, আলাদা ঠেকা আছে, ঠেকাটা একটা মাদল মাদল নাচের একটা ফ্লো আসে, সুরগুলো খুব ছাড়া ছাড়া এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে, অন্য একটা জগত মনে হয়, নাচের নেশার ঘোর লেগেছে, রাঙা মাটির পথে লো এই দুইটা গাইতে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। আর ভাটিয়ালি এবং অন্যান্য কয়েকটি পছন্দের গান, 'আমার গহীন জলের নদী', 'বঁধু এল ফিরে', 'পদ্মার ঢেউ রে', 'ওরে নীল যমুনার জল', 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' ইত্যাদি।

- বর্তমান প্রজন্ম ফোক গান খুব গাইছে কিন্তু সেখানে নজরুলের লোক গানগুলো আমরা তেমনভাবে পাই না কেন?

- এটা যারা করছে তাদের আমি দোষ দেই না এই কারণে যে, নজরুলের বিষয়টা অনেক হাই র‍্যাঙ্কিং পর্যায়ের এবং নজরুল মানে একটা বিশাল ব্যাপার। যারা ফোকের উপর বেইস করে ধুম-ধাড়াক্কা করে গাইছে তাদের ঐ দুঃসাহসিকতা নাই, ওরা গাইছে না ওই ভয়ের চোটে। নজরুলকে অতি শ্রদ্ধা করতে গিয়ে এই দূরত্বটা হয়ে যাচ্ছে। বাবা নজরুল 'দরকার নেই'। আমি এই কথাটা সব সময় বলি যে, ইসলাম ধর্মকে যেমন কোরআন শরীফকে আমরা উঁচুতে উঠিয়ে রাখি যার ফলে নিজে ধরতেও পারি না নিজেও পড়ি না – একেবারে গিলাপে রেখে দিচ্ছি। তো গিলাপে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। ওটাকে হাতের নাগালে রাখা উচিত। যাদের নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি তাদের গান আমাদের সবার মুখে মুখে থাকবে এটা আমি খুব চাই।

শিল্পী ইদ্‌রিস আলী

- আমি একজন নজরুল সংগীত শিল্পী, স্বরলিপিকার ও সংগীতজ্ঞ। আপনার কাছে জানতে চাইব নজরুলের লোকাঙ্গিক গান সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন?

- ধন্যবাদ। লোক সংগীত হলো মাটির গান। একটি জাতির সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ না হলেও আংশিক ধারণা হলো লোক সংগীত। নজরুল ছিলেন একজন গীতিকবি। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সাঙ্গীতিক মেধা মনন ছিলো বাংলা গানখ্যাত পঞ্চ গীতিকবিদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তাঁর ব্যতিক্রমী মনোবৃত্তির স্ফূরণ ঘটে সংগীতের সর্বজনীন পরিমাপের আদলে। তিনি গান রচনা করেছেন সকল স্তরের মানুষের জন্য। তিনি চাইতেন তাঁর গান সব মানুষকে সমান আনন্দে আনন্দিত করুক। তিনি সফলও হয়েছিলেন। এই লোক সংগীত রচনা করে নজরুল সুধী সমাজের একেবারে হৃদয় মন্দিরে সক্ষম হয়েছিলেন। যা অন্য গীতিকবির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

নজরুলের লোকাঙ্গিক গানগুলো সম্পর্কে আমার অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা যে, অন্য লোকসঙ্গীতের কাব্যিক ভাব, সুর ও গায়কী থেকে তা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী – এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। লোক সংগীত ধারার প্রায় সকল পর্যায়ের গান তিনি রচনা করেছেন। যেমন : বাউল, লোটোগান, কীর্তন, ঝাপান ইত্যাদি। মোটকথা নজরুল ইসলাম তাঁর সৃষ্টির তরীটি বাংলা গানের সকল ঘাটে (শাখায়) ভিড়িয়েছেন অনায়াসে।

- বর্তমান প্রজন্ম নজরুলের লোকসুরের গানগুলো গাইছে না কেন বা প্রচার পাচ্ছে না কেন?

- নজরুলের লোক সুরের গানগুলির গায়কী একটি ভিন্ন মাত্রায় নির্মিত হয়েছে। মূলকথা নজরুল সংগীতের সার্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে শিল্পীর সম্যক ধারণা আছে কেবলমাত্র সেই শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব নজরুল এই ধরনের গানগুলি পরিবেশন করা। সাধারণ পর্যায়ের লোকশিল্পীর দ্বারা নজরুলের লোকাঙ্গিক গানগুলি পরিবেশন করা সম্ভব হয় না, নজরুলের এ ধরনের গানের সুরায়ন, কাব্যিক ভাব বিশেষ করে শব্দের প্রয়োগ ও কথামালার গাঁথুনি, গায়কী স্বাতন্ত্র্য, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, উচ্চারণ সর্বপরি সুরের শুদ্ধতা বজায় রেখে পরিবেশন করা একটু কঠিনই মনে হয়। তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে অবশ্যই কাঠিন্য থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। আমি মনে করি নজরুলের লোক সুরের গানগুলি অবশ্যই উঁচুমানের গান এবং যোগ্য প্রশিক্ষক ও শিল্পীর মাধ্যমে তা প্রচার করাই উত্তম।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী হাবিবা আখতারী স্বপ্না

- একজন ভাওয়াইয়া শিল্পী এবং নজরুল শিল্পী হিসাবে নজরুলের লোক সংগীতকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?
- নজরুল তো সব ধরনের গান সৃষ্টি করেছেন। সংগীতের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেন নি। লোক সংগীতগুলো তার অনবদ্য। এক্ষেত্রেও এমন কোন ধারা তিনি বাদ দেননি – বাউল, লেটো থেকে শুরু করে ওপারের ঝুমুর পর্যন্ত। সব ধরনের গানের মধ্যে আলাদা রস পাই। ঝুমুরের তালের সুরের যে ছন্দ সেগুলো একেবারে পৃথক। এ বাংলায় আর এমনটি নেই। সোহরাব স্যার, সুধীন দাশ-এর কাছ থেকে শেখা 'নাচের নেশার ঘোর লেগেছে', 'ওরে ডেকে দে', 'কালো পাহাড় আলো করে' ইত্যাদি সব গান অপূর্ব। তাছাড়া ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি 'নদীর নাম সই', 'পদ্মার ঢেউ রে', 'আমি কূল ছেড়ে' 'তোর রূপে সই গাহন করে' ইত্যাদি গানগুলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। যেন আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের আকুতিগুলো ফুটে উঠেছে গানগুলোর মধ্যে – যেমন কাব্যে তেমনি সুরে। ইসলামী গানের মধ্যে যে লোকসুর সেগুলো অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি', 'এই সুন্দর ফুল এই সুন্দর ফল' ইত্যাদি। কীর্তন হোরি কোন গানের কথা বাদ দিব! প্রতিটি গানই এতই মধু। এই গানগুলোর গায়কী অনেক বড় একটা ব্যাপার। গানগুলি আমার জাতীয় সম্পদ। সবাইকে তা রক্ষা করতে হবে।
- ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

7th
Gopal Sen

কীর্তন

নব কিশলয়ে রাঙা শয্যা পাতিয়া
মালিকা-কুঁড়ির মালিকা গাঁথিয়া
একেলা জাগি রজনী (সখি)।
বঁধু এলনা ও কই সজনি।
আমি বিজনে বসিয়া কাঁদিয়া বৃথায়
বন ফুল দিয়া বরজনী॥

কৃষ্ণচূড়ার কলিকা-মুকুট
তুলিয়া বৃথাই বাঁধিনু মুকুট
মোর হৃদয়ে বাঁধা এলনা।
আমি যাহার আশায় কাঁদে সাজাই
সে তাহে এ মিছে ছলনা।
সে যে জীবন লইয়া খেলা করে (সখি)
আমি মরণের তীরে বসে তারে ডাকি
সে যায় হাসিয়া মন হরে।
সে যে আকাশের মুকতি ধূপ ধূমা আরতি
নিবেদন করি তার পায়
সাথী কি গো বলে তবে আপন মনেরি মনে
শুধু সে আপনারই হায়।
আমি একা মরিব ভুবনে হইয়ে বঁধু হবে দুষ্প্রবাসা
আমি তারে দিনে কোথা যাব যথা তবে, সেদিন বুঝিবে কোথা

(বিরহিণীর) কোন ব্যথা
সেদিন বুঝিবে কোথা সখি.
সে ভালোবাসা যবে তারি রূপ ধরে আসিয়া অকারমাঝে॥

Dhaka University Institutional Repository

For Archangamala

১৭

রসিয়া-হোরী

হোরীর রং লাগে আজি গোপিনীর তনু মনে।
অনুরাগে-রাঙা গৌরীর বিধু-বদনে ॥
ফাগের লালী আনিল কে
কাজল-কালো চোখে,
কামনার আবীর ঝরে রাঙা নয়নে ॥
অশোক রঙন ফুলের রাঙা
জাগে ডালিম-ফুলী গালে,
নাচিছে হৃদয় আজি রসিয়ার নাচের তালে।
তাম্বুলী-রাঙা ঠোঁটে
ফাগুনের ভাষা ফোটে,
প্রাণের খুশীর রং লেগেছে রাঙা বসনে ॥

Dhaka University Institutional Repository

Kamala (Ghazal)

হোরী

হোরি খেলে নন্দলালা।
প্রেমের রঙে মাতোয়ালা॥

বিশ্ব-রবি সে সাথে
রঙের খেলায় মাতে
রঙে ত্রিভুবন ছায়
রাঙা আলোক আবীর ছড়ায়
ভরি চন্দ্র-সূর্য থালা॥

আজি বনে বনে মনে মনে হোরী।
মনের মুকুলে নতুন ফুটে
রাঙা ফুল ফোটে মরি মরি।
আজি প্রাণে প্রাণে সুখ দোল,
দোল-পূর্ণিমা রাতি
রাঙা ফুল ভরা রাতি
হিয়াতে আকাশে জ্বালা॥

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তন

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হরি,
তুমি ব্রজের বালারে রাইকিশোরীরে
ভুলাইলে যে রূপ ধরি ॥
হরি বাজায়ে বাঁশরী সেই সাথে
যে বাঁশী শুনিয়া কেঁদে উঠে যে
উজান বাহিত যমুনাতে।
১ যে নূপুর তালে ময়ূর নাচিত, এস হে সেই
নূপুর পরি ॥
নন্দ-যশোদা-কোলে গোপনে
যে রূপে খেলিতে ক্ষীর ননী খেতে
এস সেইরূপে ব্রজ-দুলাল।
যে পীত বসনে কদম তলায় নাচিতে, এসো সে বেশ পরি
কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
২ কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি এসো সেইরূপে
এ ত্রিবিধ,
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এস সে বিরাট রূপ ধরি ॥

Dhaka University Institutional Repository

সুর – কবি

পল্লী-গীতি

ও কালো বউ জল আনিতে যেয়োনা আর
বাজিয়ে মল।
তোমায় দেখে শিউরে ওঠে কাজলা দীঘির কালো জল ॥
দেখে তোমার কালো আঁখি
কালো কোকিল উঠে ডাকি ,
তোমার চোখের কাজল মাখি
হয় সজল ঐ মেঘদল ॥
তোমার কালো রূপের মায়া
দুপুর রোদে শীতল ছায়া ,
কচি অশথ পাতায় টলে
ঐ কালোরূপ টলমল ॥
ভাদ্র মাসের ভরা ঝিলে
তোমার রূপের আদল মিলে,
তোমার তনুর নিবিড় নীলে
আকাশ করে ঝলমল ॥

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

বিচিত্র বৈচিত্র্যের সমারোহে রচিত নজরুলের এই লোকসুর ও লোকাঙ্গিক নির্ভর গানগুলি আলোচনা করে দেখতে পাই বাংলার মাটি, মানুষ, প্রকৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা কত আন্তরিক কত গভীর। এই অনুরাগ ভালোবাসা তাঁর জীবন-দর্শনেরই প্রতীক। নজরুল হৃদয়ে অকৃত্রিম ভাবাবেগের আত্মপ্রকাশ যেমন ঘটেছে তাঁর কাব্যে তেমনি এর অভিব্যক্তি প্রকাশ পাই বিভিন্ন লোকাঙ্গিক সুরে। তিনি সর্বশ্রেণীর সর্ব পেশার মানুষের জন্য গান রচনা করেছেন – এরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লোকাঙ্গিক গানে। তিনি লেটোগানসহ প্রায় সাড়ে ছয়শত লোকাঙ্গিক গান রচনা করে ঐতিহাসিক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন যা অন্য কোন গীতিকবির মধ্যে এমন সৃষ্টি সম্ভার লক্ষ্য করা যায় না।

নজরুলের গানে 'আধুনিকতা' ও 'রাগ'-এর রসবোধটা সত্যিই একটা বিস্ময়কর অধ্যায়। এই বিষয়টি প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী জনাব সুধীন দাশ, সোহরাব হোসেন, মোস্তফা জামান আব্বাসী, ফেরদৌসী রহমান, লীনা তাপসী খান, ফেরদৌস আরা, খায়রুল আনাম শাকিল প্রমুখ শিল্পীর সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্ট হয়। অনেক আধুনিক ও ইসলামী গানে তিনি স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন লোকজ উপাদান, ভাটিয়ালি, কীর্তন, বাউলের ভাব-দর্শন। লোটো, ঝুমুর, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ঝাপান, কাজরী, কীর্তন হোরি, চৈতী ইত্যাদি গানের ভাব-দর্শন কিভাবে নজরুলের গানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছে তা বিভিন্ন অধ্যায়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এ সব গানের কাব্যিক ভাব, সুরায়ন, গায়কী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লোক কাহিনী, চলমান মানব জীবনাচরণ, সম্প্রদায়গত দর্শন ছিলো তাঁর লোক সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। টি.এস. এলিয়ট লিখেছিলেন, 'Tradition is the pastness of the past and of to presence.' ঐতিহ্য সচেতন নজরুল লোক সাহিত্যে লোকসুর শুধু অতীতের সীমাবদ্ধ না রেখে বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নজরুলের যে কোন আঙ্গিকের গান শুনে আমরা অতি সহজেই ধারণা করতে পারি যে, এটা নজরুলের গান। নজরুলের লোক সুরের গানের ক্ষেত্রে গানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অর্থাৎ বৈচিত্র্যময় এ সংগীত সৃষ্টি করে নজরুল বাংলা সংগীত অঙ্গণে একটা নিজস্ব ঘরানা সৃষ্টি করেছেন। লোক সংগীতগুলো পর্যালোচনা করে আরো দেখতে পাই সহজ সরল ও স্বতস্ফূর্ত, ছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের অভিনবত্ব ও অলংকারের কারুকার্যে গানগুলো মনোমুগ্ধকর। বাঙালির জীবনে তা চির অম্লান হয়ে থাকবে।

নজরুলের সংগীত ভাণ্ডার আমাদের জাতীয় সম্পদ। একে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সুর ও বাণীর বিকৃতি রোধের প্রতি সচেতন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে সম্মিলিতভাবে সবাইকে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. আবদুল আজীজ আল আমান (সম্পাদিত), 'নজরুল গীতি অখণ্ড', হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা।

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), 'কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ক সাক্ষাৎকার', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৩. ইদ্‌রিস আলী, 'নজরুল সংগীতের সুর', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৭।

৪. ইন্দুভূষণ রায়, সংগীত শাস্ত্র (১ম খণ্ড), নাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা, ৬ আশ্বিন ১৪০২।

৫. এস. এম. লুৎফর রহমন (ড.), 'বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান', ধরণী সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

৬. ওয়াকিল আহমদ (ড.), 'বাংলার লোক-সংগীত : ভাটিয়ালি গান', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৭।

৭. ওয়াকিল আহমদ (ড.), 'লেটো ও লোক ঐতিহ্য', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০০১।

৮. করুণাময় গোস্বামী, 'বাংলা গানের বিবর্তন' বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯. করুণাময় গোস্বামী, 'নজরুলগীতি প্রসঙ্গ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

১০. করুণাময় গোস্বামী (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), 'নজরুল-সংগীতের তালিকা', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৯৫।

১১. চিত্তরঞ্জন দেব, 'বাংলার পল্লীগীতি', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।

১২. জসীমউদদীন আহমদ, 'আমার শিল্পী জীবনের কথা', সৃষ্টি প্রকাশন, কলিকাতা।

১৩. দেবব্রত দত্ত, 'সংগীত তত্ত্ব', ব্রতী প্রকাশনী, কলিকাতা। প্রকাশকাল : ১৩ বৈশাখ ১৪০০।

১৪. 'নজরুল ইন্সটিটিউট সংগৃহীত আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকা' নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০৫।

১৫. নজরুল সংগীত স্বরলিপি (তৃতীয় খণ্ড), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৯৬।

১৬. নারায়ণ চৌধুরী, 'কাজি নজরুলের গান', মুক্তধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

১৭. মুহম্মদ আয়ুব হোসেন (সংকলন ও সম্পাদনা), দুখু মিয়ার লেটোগান, নজরুল ফাউণ্ডেশন, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা। ডিসেম্বর, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. মোবারক হোসেন খান (সম্পাদিত), 'নজরুল-সংগীতের বিচিত্র ধারা', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : ২০০৫।

১৮. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, 'গানের ঝরনা তলায়', অবসর প্রকাশনী, ঢাকা। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

১৯. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, 'লোক সংগীত', প্যাপিরাস, ঢাকা। প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৯৯।

২০. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী (ড.), 'বাংলা গানের ধারা'।

২১. রফিকুল ইসলাম, 'নজরুল প্রসঙ্গে', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : ১৯৯৮।

২২. রশিদুন্ নবী (সম্পাদনা), 'নজরুল সংগীত সমগ্র', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০০৬।

২৩. শম্ভুনাথ ঘোষ, 'প্রশ্নোত্তরে নজরুল-গীতি', নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০৭৩। প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৯৮৬।

২৪. সুখবিলাস বর্মা, 'ভাওয়াইয়া', লোক-সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র কলিকাতা।

২৫. 'সুরলিপি', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল : আগস্ট ২০০৩।

২৬. হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, 'বাংলা কীর্তনের ইতিহাস', কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা। প্রকাশকাল : ১৯৮৯।